উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৯০২.৫৯ (+১৩৮.৩৬)

নিফটি : ২৩,৪৭৭.৮০ (+৪৬.৩০)

বিরোধীশূন্য করার ডাক যাদবপুরকে ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৬°	৩২°	২৬°	৩২°	২৫°	৩৩°	২৫°

অভিষেকের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার সুমিত

নাটকীয় অভিযান ৮

শিলিগুড়ি ২৪ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 11 September 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 115

আবাসের টাকা ফেরালেন ১১ জন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : 'পিঠ বাঁচাতে' টাকা ফেরানোর হিড়িক পুরনিগমে।

রামভজন মাহাতোর আমলে শিলিগুড়ির ৩ নম্বর ওয়ার্ডে 'হাউজিং ফর অল'-এ ব্যাপকভাবে বেনিয়মের ছবি সামনে আসতে শুরু করেছে। সরকারি আবাস প্রকল্পে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগের তদন্তে নেমে বিশ্বজিৎ সাহা ও রাকেশ শা নামে গুরুংবস্তির দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। অন্যদিকে, প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার রামভজনের বিরুদ্ধে মামলা চলছে আদালতে।

এই পরিস্থিতিতে চুপিসারে ওই ওয়ার্ডের ১১ জন বাসিন্দা পুরনিগমে এসে আবাসের টাকা জমা দিয়ে গিয়েছেন। সবমিলিয়ে টাকার অঙ্ক প্রায় আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। তদন্তকারীরা মনে করছেন, আগামীদিনে আরও অনেকেই টাকা জমা দিতে পারেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিয়ম ভেঙে বরাদ্দ দেওয়া নিয়ে রামভজনের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে।

আগাম জামিনের মেয়াদ বাড়ল রামভজনের

পুরনিগম থেকে পুলিশের হাতে আসা তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সাল থেকে তৃণমূল পুর বোর্ড ভেঙে যাওয়ার দিন পর্যন্ত ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ১০১ জনকে হাউজিং ফর অলের অধীনে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া দুজনের মতো টাকা জমা দিয়ে আসা এগারোজনও এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এমনকি এঁদের মধ্যে কয়েকজন রামভজনের আরএসপি-জীবনের সঙ্গী। টাকা ফেরত দেওয়া প্রসঙ্গে উপভোক্তাদের কেউই কথা বলতে নারাজ।

এদিকে, কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে পুলিশের তরফে বিচারপতি সুগত মজুমদারের এজলাসে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। সেই রিপোর্টে দাবি করা হয়, রামভজন তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করলেও সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেননি। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছেন। এরপর রামভজনের পক্ষের আইনজীবী ও সরকার পক্ষের আইনজীবীর সওয়াল জবাব চলে।

এরপর দশের পাতায়

কল সেন্টারে রাতভর অভিযান

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : রাতের শহরে একসঙ্গে একাধিক জায়গায় পুলিশের হানা। অভিযোগ, আইটি পার্কের আড়ালে চলছে কল সেন্টার। সেই অভিযোগের তদন্তে শুক্রবার রাতে মাটিগাড়া ও লিচুবাগানের ওয়েবেলের দু'টি আইটি পার্কে অভিযান চালাল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। একইসঙ্গে কমিশনারেটের বিভিন্ন এলাকায় কল সেন্টার চলার অভিযোগ রয়েছে, এমন জায়গাতেও অভিযান চালানো হয়। রাত দেড়টা নাগাদ এই খবর লেখা পর্যন্ত তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চলেছে।

মাটিগাড়ার পরিবহণনগরে ওয়েবেল আইটি পার্কে অভিযানে ছিলেন ডিসিপি (ইস্ট) চারু শর্মা এবং এসিপি (ইস্ট) রবিন থাপা। অন্য একটি দল যায় লিচুবাগানের ওয়েবেল আইটি পার্কে। এদিন পরিবহন নগরের আইটি পার্কে অভিযান চলাকালীন দফায় দফায় লোডশেডিং হয়। এই সুযোগে কেউ পালিয়ে গিয়েছে কি না, তা নিয়েও গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

মাটিগাড়ার আইটি পার্কে বেশ কিছুদিন ধরেই কলসেন্টার চলার অভিযোগ উঠেছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ এনিয়ে লাগাতার খবর করেছে। বিভিন্ন সময় পুলিশ প্রশাসনও সেখানে অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে কলসেন্টারের ঝাঁপ বন্ধ হয়নি। রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই মিউল অ্যাকাউন্টগুলোকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্য পুলিশের নির্দেশেই এদিন সকাল থেকে অভিযানের জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রতিটি থানা থেকে পুলিশকর্মীদের নিয়ে তৈরি করা হয় আলাদা দল। সূত্রের দাবি, অভিযানে প্রায় ২০০ পুলিশকর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহিলা পুলিশকর্মীরাও ছিলেন।

বছর খানেক আগে সিবিআই-র একটি মামলাতেও ওয়েবেল পার্কে কল সেন্টার চলার বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছিল।

একদিন যে নদীখাত শুকিয়ে গিয়েছিল, ফিরেছে তার জল। বদলেছে গঙ্গার স্রোতও। তিন নদী আর এক মরা নদীপথের টানে ক্রমশ সরে যাচ্ছে ভূতনির মাটি। নদী কি এবার মুছে দেবে আস্ত একটি জনপদ? আজ প্রথম পর্ব।

মরা কোশীর মরণছোবল

ভূতনির ভবিষ্যৎ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মালদার মানিকচকের ভূতনিকে দূর থেকে দেখলে মনে হতে পারে, এ যেন নদীর মাঝখানে আটকে থাকা একটি দ্বীপ। কিন্তু ভূতনির গল্প তার চেয়েও জটিল। চারপাশে শুধু একটি নদী নয়- গঙ্গা, ফুলহর এবং বহু পুরোনো এক নদীপথ মিলিয়ে ভূতনিতে তৈরি হয়েছে এমন এক জলভূগোল, যেখানে নদী প্রতিনিয়ত তার পথ বদলে ভূতনির অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলেছে। ভবিষ্যতে মালদার মানচিত্রে তিন গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে তৈরি ভূতনি আদৌ থাকবে কি না তা নিয়েই তৈরি হয়েছে আশঙ্কা।

নদী যখন বয়ে যায়, তখন তার সঙ্গে আসা বালি, পলি ও কাদা কোথাও জমে নতুন জমি তৈরি করে। সেই নদীবাহিত নতুন বা নীচু জমিকে বাংলায় দিয়াড়া বলা হয়। নদীর গতিপথ বদলালে এই জমিও বদলে যায়। কোথাও নতুন চর ওঠে, কোথাও পুরোনো জমি নদীতে চলে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূতনি আদতে সেই ধরনেরই একটি নদী-গড়া ভূখণ্ড বা দিয়াড়া।

ভূতনি রয়েছে মালদার মানিকচক ব্লকে। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে গঙ্গা, পূর্ব দিকে ফুলহর।

জলেই এখন জীবন। মালদার ভূতনিতে কল্লোল মজুমদারের তোলা ছবি।

উত্তরের দিকে রয়েছে কোশী নামের আর একটি নদীপথ। তবে সেই কোশী বিহার দিয়ে বয়ে যাওয়া মূল কোশী নদী নয়। সেটি আসলে কোশীর বহু পুরোনো একটি নদীখাত। কোনও নদী বহু শতাব্দী ধরে তার গতিপথ বদলাতে বদলাতে অন্য পথে চলে যাওয়ার পরে পুরোনো যে পথটি পড়ে থাকে, তাকে নদীবিজ্ঞানের ভাষায় 'প্যালিও-চ্যানেল' বা প্রাচীন নদীখাত বলা হয়। স্থানীয় ও সরকারি নথিতে এই পুরোনো পথটিকে 'মরা কোশী' নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। নদী গবেষকরা বলছেন, ভাঙনে বিপন্ন ভূতনির আসল ভিলেন সেই মরা কোশীই।

কেন এমন বলছেন গবেষকরা? পশ্চিমবঙ্গের সেচ ও জলপথ দপ্তরের ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বরের একটি নথিতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের বন্যার পর সেই পুরোনো কোশী নদীখাত আবার সক্রিয় হয়েছে। এখন সেটি গঙ্গা ও ফুলহরের মধ্যে সংযোগকারী জলপথ হিসেবে কাজ করছে। অর্থাৎ, বহুদিনের পুরোনো নদীপথ আবার জল বহন শুরু করেছে। ২০২৫-এর বন্যায় গঙ্গা ও এই কোশী-খাতের সংযোগস্থলের কাছে নদীর তলদেশের প্রবল ক্ষয়ের কারণে নতুন তৈরি রিংবাঁধ ভেঙে যায় বলেও ওই নথিতে উল্লেখ রয়েছে। এই তথ্যটি ভূতনির বর্তমান বিপদ বোঝার চাবিকাঠি।

নদী গবেষক দিবাকর দত্তের কথা, 'ভূতনির চারপাশের জলপ্রবাহকে যদি একটি ছবিতে ভাবা যায়, তাহলে একদিকে রয়েছে গঙ্গার মূলস্রোত। অন্যদিকে রয়েছে ফুলহর। আর মাঝখানে বা সংলগ্ন এলাকায় পুরোনো কোশীর নদীপথ। বহুদিন নিষ্ক্রিয় থাকার পরে সেই পুরোনো পথ আবার জলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় নদীর জল চলাচলের ধরনও বদলে যাচ্ছে। ফলে ভাঙনের চাপ আর শুধু একটি পাড়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না। নদীর বিভিন্ন শাখা ও পুরোনো খাতের অবস্থার উপর নির্ভর করে নতুন নতুন জায়গায় ব্যাপক ভাঙন শুরু হবে।'

দিয়াড়া কী

নদীর পলি, বালি ও কাদা জমে তৈরি নীচু জমি, যা নদীর গতিপথ বদলালে দ্রুত বদলে যেতে পারে

নতুন বিপদ কোথায়

২০২৪-এর বন্যার পর পুরোনো কোশী-খাত ফের সক্রিয় হয়ে গঙ্গা ও ফুলহরের সংযোগকারী জলপথ হয়েছে

সরকারি নথির সতর্কতা

২০২৫-এ গঙ্গার ভাঙনে ভূতনির বিপুল জমি হারিয়েছে, পুরোনো সার্কিট বাঁধের অংশও নদীতে গিয়েছে

এই বদলের সরকারি প্রমাণও রয়েছে। সেচ ও জলপথ দপ্তরের ওই নথিতে বলা হয়েছে, ভূতনি দিয়াড়া এলাকায় গঙ্গার গতিপথ ধীরে ধীরে ফুলহরের দিকে সরে আসছে। গঙ্গার উচ্চ বন্যার জল থেকে ভূতনিকে রক্ষা করার জন্য ১৯৭৬-'৭৭ সালে তৈরি হয়েছিল ভূতনি দিয়াড়া সার্কিট বাঁধ। গত দু'বছরে ভয়াবহ ভাঙনে বাঁধের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

আমিষ-নিরামিষ বিতর্কের মাঝেই কালীঘাট মন্দিরে আমিষ প্রসাদ গ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নিখোঁজ প্রশান্তর বেতন কীভাবে, প্রশ্ন কোর্টের

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : পুলিশের খাতায় 'নিরুদ্দেশ।' সাসপেনশনও হয়নি। অথচ সরকারি কোষাগার থেকে নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। যিনি দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে মূল অভিযুক্ত। যাঁর জামিনের আবেদন সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত খারিজ করেছে। নির্দিষ্ট সময় দিয়ে যাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল শীর্ষ আদালত।

এই পরিস্থিতির জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারকে ভর্ৎসনা করেছে। ওই বেঞ্চের অন্যতম বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, 'একজন সরকারি অফিসার বেপাত্তা, অথচ সরকারি কোষাগার থেকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে আর হাইকোর্টে রাজ্য প্রশাসন এসে বলছে, তিনি নিরুদ্দেশ, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' বিস্ময় প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে।

তাঁর কথায়, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও আপনি আত্মসমর্পণ করেননি? আপনি কতটা প্রভাবশালী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।' প্রধান বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, 'অভিযুক্তকে খুঁজুন। তিনি তো দেশ থেকে গায়েব হয়ে যাননি।' বিচারপতি চক্রবর্তী রাজ্যকে বলেন, 'আপনাদের প্রশাসন কি এতই দুর্বল? একজন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আইনজীবী নিয়োগ করছেন, আর আপনারা তাঁকে খুঁজে পাচ্ছেন না?'

রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিওর বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার উঠে আসে যে, তিনি কাজ না করেও বেতন পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, মামলাকারীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, নিম্ন আদালতে জমা পড়া

রাজ্যকে ভর্ৎসনা, তিন সপ্তাহে রিপোর্ট তলব

চার্জশিটে রহস্যজনকভাবে নাম নেই খুনে অভিযুক্ত প্রশান্তর। চার্জশিট থেকে নাম উধাও হওয়া নিয়ে রাজ্যের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদারেরও মন্তব্য, 'এধরনের চার্জশিট আগে কখনও দেখিনি। প্রশান্তর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট অফ অ্যারেস্ট পেন্ডিং রয়েছে।'

জনস্বার্থ মামলাকারীর আইনজীবী অভ্রতোষ মজুমদারের বক্তব্য, 'এই ঘটনা বিরলের থেকে বিরলতম। একটি সাধারণ অসহায় পরিবারের সঙ্গে এমনটা করা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরের খোঁজে

পদ্ম রাজ্যের সর্বত্রই প্রায় বাবাজিদের দাদাগিরি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

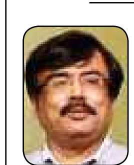

আমরা এখনও বুঝতে পারিনি, চন্দ্রনাথ রথের হত্যাকারী আসলে কে। সবাই আশ্চর্যরকম চুপ।

আমরা এখনও জানতে পারিনি, আলিপুরের সরকারি বিল্ডিংয়ের নয় আর দশতলায় আগুন লেগে কয়েক হাজার ইভিএম পুড়ে ছাই হয়ে গেল কী করে। সবাই আশ্চর্যরকম চুপ।

তবে আমরা জেনে ফেলেছি, বাগেশ্বর বাবার আসল স্বরূপ।

এর মধ্যে দেখেছি, হঠাৎই শুভেন্দু অধিকারী মশাই আবিষ্কার করেছেন, খাঁটি বিজেপি নেতা হতে গেলে শুধু গরম ভাষণ দিলে চলবে না। সঙ্গে অন্তত একজন প্রথম সারির বাবার আশীর্বাদ থাকা চাই।

হবে না-ই বা কেন? হিন্দি বলয়ের দিকে চোখ ফেরালেই যে মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। তখন কেউ অধিকারী মশাইকে নিয়ে রঙ্গরসিকতা করতে পারবেন না, বলে দিলাম!

উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ তো শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, নিজেই খোদ গোরক্ষনাথ মঠের প্রধান। তাঁর রাজনৈতিক ভিতের পিছনে ছিলেন তাঁর গুরু মহন্ত অবৈদ্যনাথ। সেখানে সাধুর আশীর্বাদ চাইতে যাওয়ার দরকার পড়ে না, মুখ্যমন্ত্রী নিজে গেরুয়া পরে মঞ্চ কাঁপান। সঙ্গে তল্পিতল্পা গুটিয়ে হাজির থাকেন রামভদ্রাচার্য আর নৃত্যগোপাল দাসেরা।

এরপর দশের পাতায়

আপনার জামা-জুতোও কিনবে এআই

কী দিনকাল এল রে বাবা! এবার নাকি আপনার হয়ে সব কাজ করবে এআই এজেন্ট! হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। মেটা নিয়ে এসেছে এমন এক প্রযুক্তি, যা আপনার দৈনন্দিন কাজকর্মের ভার নিয়ে নেবে অনেকটাই।

সান ফ্রান্সিসকো, ১০ সেপ্টেম্বর : ধরুন, আপনি অফিসে দারুণ ব্যস্ত। এদিকে সন্ধেবেলা বাড়িতে বন্ধুদের ডিনারে ডেকেছেন। কী রান্না হবে, কার কী খাবারে অ্যালার্জি আছে, বাজার থেকে কী কী আনতে হবে- এসব ভাবতে ভাবতেই আপনার মাথা খারাপ। ঠিক তখনই আপনার ফোন থেকে কেউ একজন বন্ধুদের ই-মেল করে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিল, ইনস্টাগ্রামের একটা দারুণ রান্নার ভিডিও দেখে নিজে থেকেই মুদির দোকানে বাজারের ফর্দ পাঠিয়ে দিল, এমনকি আপনার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে অনলাইনেই সব পেমেন্ট চুকিয়ে দিল!

ভাবছেন, এ আবার কেমন জাদুর প্রদীপ? না, এটা কোনও রূপকথার গল্প নয়। এটাই হল মেটার নতুন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই এজেন্ট 'মিউজ'। গত মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে মার্ক জুকেরবার্গ এই নতুন এজেন্টের সঙ্গে দুনিয়ার আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। এতকাল এআই মানে আমরা বুঝতাম চ্যাটজিপিটি বা জেমিনির মতো এমন কিছু, যাকে প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়, বা বড়জোর একটা ছবি এঁকে দেয়। কিন্তু মেটার দাবি, 'মিউজ' শুধু আপনার কথা শুনবে না, বরং আপনার হয়ে আস্ত একটা মানুষের মতো কাজ করবে। 'মিউজ স্পার্ক' নামের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মডেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই এআই এজেন্ট ইতিমধ্যে আমেরিকায় আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ হিসেবে লঞ্চ করে গিয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের ভেতরেও এটি দিব্যি কাজ করছে এবং খুব শিগগিরই মেটার স্মার্ট গ্লাসেও এর সাপোর্ট মিলবে। তবে ভারতে এই প্রযুক্তির সুবিধা মিলতে ঢের দেরি।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে 'মিউজ'

- শুধু কথার উত্তর নয়, আপনার হয়ে আস্ত মানুষের মতো কাজ করবে 'মিউজ'
- জরুরি ই-মেল পড়া, উত্তর দেওয়া থেকে শুরু করে ফ্লাইটের টিকিট কাটা- সব নিমেষেই
- আমেরিকায় আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ হিসেবে 'মিউজ' লঞ্চ করলেও ভারতে আসতে ঢের দেরি

কাজের ধরন

- নির্দেশ দিয়ে অ্যাপ বন্ধ করে দিলেও নেপথ্যে নিজের কাজ চালিয়ে যাবে এই এআই
- কাজ চূড়ান্ত হওয়ার মুখে বা আপনার অনুমতির দরকার পড়লেই নিজে থেকে অ্যালার্ট পাঠাবে 'মিউজ'

তথ্য কতটা নিরাপদ?

- ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষিত রাখতে থাকছে নিজস্ব 'ক্লাউড স্পেস'
- পেমেন্ট বা লগ ইন করার সময় আপনার পাসওয়ার্ড বা কার্ডের আসল নম্বর দেখতে পাবে না 'মিউজ'
- আপনার অজান্তে সংবেদনশীল তথ্য যাতে ইন্টারনেটে ফাঁস না হয়, তার পাহারায় থাকছে 'সেন্টিনেল' এআই

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar
e-Tender Notice
WBFOR/JWD/NIT-27(e)/26-27- Procurement of Medicine for 86 nos Captive Elephants under Jaldapara Wildlife Division FY-2026-27. Last date of online submission of bid-25/09/2026. For all details and Online Tender submission visit at www.wbtenders.gov.in / www.westbengalforest.gov.in Sd/- Divisional Forest Officer, Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar ICA-T17501(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
Executive Engineer, PWD, Alipurduar Division invites online e-quotation for the work of "Supply of ready to use potholes repair material for all weather resilience for rapid maintenance using steel slag road technology for sustainable road maintenance approved by CSIR-CRRI, New Delhi under Alipurduar Division. P.W. Dte., Alipurduar." e-NIEQ no. 28 of 2026-27 of EE/PWD/APDD Tender ID :- 2026_WBPWD_5020655_1. Bid submission start date (online) 02.09.2026 from 02:00 P.M. Bid submission closing date (online) 16.09.2026 from 04:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website and Office Notice Board. Details of e-NIQ along with Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Alipurduar Division. ICA-T17566(3)/2026

Government of West Bengal
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-SNIT No.- WBIW/EE/MID/e-SNIT-08/2026-27
The Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda invites above mentioned e-SNIT under the head of Emgnt Rest Work SDS (M) work. Last Date of Bid Submission **14-09-2026 & Time upto 12:30 Hrs.** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http:// www.iwd.wb.gov.in/ & www. tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. WBPHED/EE/MAAD/ NIeT _10 of 2026-2027. Tender ID - 2026_PHED_5023019_2. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online) :- 19/09/2026 up to 04:00 P.M., Tender invited by the undersigned for 22 (Twenty Two) nos. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte.All details available in website https://tenders.wb.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T17530(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
1) Bid reference no. : NIT Reference No. WBMSCL/NIT-754/2026 Dated-08/09/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the work "Construction of Waste Collection Room with Shed at Falakata Super Speciality Hospital in the District of Alipurduar." Last date of submission of bid (online)-18.09.2026 upto 3:00 PM. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.tenders.wb.gov.in on 11.09.2026 at 11:00 A.M. request for Clarification, if any, may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary to the Govt. of West Bengal ICA-T17539(2)/2026

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA AFS BAGDOGRA
PO. BAGDOGRA AIR PORT DT. DARJEELING, WEST BENGAL PIN- 734421
E-Mail :- kvafsbagdogra2020@gmail.com
Website : https:/bagdogra.kvs.ac.in

WALK-IN-INTERVIEW

Walk-in-Interview for the session 2026-27 for part time contractual teachers for various posts for PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA AFS BAGDOGRA is going to be conducted on 21Sep2026 in the Vidyalaya premises at 9 AM onwards. The details related to various posts, eligibility criteria, date of interview/time & format for application are available in the announcement column of the school website: https://bagdogra.kvs.ac.in. Registration and application for the said posts will be done online through the Samvida Sathi portal: https://samvida sathi kvs.gov.in/

(Candidates must bring with them their valid identity card on the day of interview for entering Air Force Station, Bagdogra in which the Vidyalaya is located).

Principal

অধিসূচনা

অধিসূচনা সংখ্যা. এনএফআর-কেআইআর০পিআরএস (ইএসটিবি)/৩০/২০২৪ (সি/সংখ্যা. ১২২৮৩৩) তারিখঃ ৩১-০৮-২০২৬

বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশন, রেলওয়ে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ি এবং বি.এস.এ. রেলওয়ে ডিটিপি বিদ্যালয়, বারসোইএ ঠিকা ভিত্তিতে অংশকালীন বিদ্যালয় শিক্ষক নিযুক্তির জন্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার

আবেদন পত্র "অফলাইন মোডে" জমা করতে হবে

বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যেঃ আবেদন পত্র জমা করার স্থানঃ বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশন, **প্রারম্ভের সময়: সকাল ১১:০০ টায়, বন্ধ হওয়ার সময়ঃ বিকাল ৫.০০ টায়, জমা করার অন্তিম তারিখ: ২০-০৯-২০২৬।**

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ির জন্যেঃ আবেদন পত্র জমা করার স্থানঃ নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ি, **প্রারম্ভের সময়: সকাল ১১:০০ টায়, বন্ধ হওয়ার সময়ঃ বিকাল ৫.০০ টায়, জমা করার অন্তিম তারিখ: ২০-০৯-২০২৬।**

বি.এস.এ. রেলওয়ে ডিটিপি বিদ্যালয়, বারসোইর জন্যেঃ আবেদন পত্র জমা করার স্থানঃ বিএসএ রেলওয়ে ডিটিপি বিদ্যালয়, বারসোই, **প্রারম্ভের সময়: সকাল ১১:০০ টায়, বন্ধ হওয়ার সময়ঃ বিকাল ৫.০০ টায়, জমা করার অন্তিম তারিখ: ২০-০৯-২০২৬।**

১। **বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিলিগুড়ি জংশন, রেলওয়ে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ি এবং বি.এস.এ. রেলওয়ে ডিটিপি বিদ্যালয়, বারসোইতে সম্পূর্ণ ঠিকাভিত্তিতে** উপযুক্ত প্রার্থীর নিযুক্তির দ্বারা নিম্নলিখিত শিক্ষকের খালী পদসমূহ পূরণ করার জন্যে **"প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার"** অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিযুক্তি **২০০ কর্মদিনের** (দুইশো কর্মদিন) অধিক না হওয়া এক সময়সীমার জন্যে নির্ধারিত একত্রিত মাসিক পারিশ্রমিকের আধারে অথবা রেলওয়ে নিযুক্তি বোর্ড থেকে নিয়মিত নির্বাচিত প্রার্থীর নিযুক্তি অথবা নিয়মিত রেলওয়ে কর্মচারী উপলব্ধতার দ্বারা যেটাই প্রথমে হবে অথবা রেলওয়ে বোর্ডের দ্বারা সময় সময় জারি করা পরবর্তী নির্দেশাবলী অনুসারে এক অংশকালীন ভিত্তিতে হবে।

২। ঠিকাভিত্তিতে অংশকালীন নিযুক্তির জন্যে শিক্ষকের খালী পদের বিস্তৃত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল:

ক্রম সং.	শিক্ষক, বিষয় এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণীসমূহ	সম্প্রদায় আধারিত বিভাজন: এসসি	এসটি	ওবিসি	ইউআর	ইডব্লিউএস	সর্বমোট খালী পদ	সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় এবং স্থান
১	স্নাতকোত্তর শিক্ষক (পিজিটি): ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যে:							তারিখঃ ২৮, ২৯ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬; উপস্থিত হওয়ার সময় সকাল ০৯:০০ টায়; প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার প্রারম্ভের সময় সকাল ১০:০০ টায়; স্থান নিউ জলপাইগুড়ি, রেলওয়ে বালিকা বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ি; ডকুমেন্ট যাচাইকরণ ও সাক্ষাৎকারের হেতু প্রার্থী রিপোর্ট করার জন্য
(ক)	পিজিটি (অর্থনীতি) = ০১	০২	০১	০২	০১	০১	০৭	
(খ)	পিজিটি (ভূগোল) = ০১	সর্বমোট ০৭ টি পদ, অর্থনীতির জন্য ০১, ভূগোলের জন্য ০১, ইতিহাসের জন্য ০১, জীববিজ্ঞানের জন্য ০১, রাজনীতি বিজ্ঞানের জন্য ০১, পদার্থ বিদ্যার জন্য ০১ এবং হিন্দীর জন্য ০১						
(গ)	পিজিটি (ইতিহাস) = ০১							
(ঘ)	পিজিটি (জীববিজ্ঞান) = ০১							
(ঙ)	পিজিটি (রাজনীতি বিজ্ঞান) = ০১							
(চ)	পিজিটি (পদার্থবিদ্যা) = ০১							
(ছ)	পিজিটি (হিন্দি) = ০১							
২	ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যে প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি):							
(ক)	টিজিটি (হিন্দি) = ০২	০০	০০	০৩	০৪	০১	০৮	
(খ)	টিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান) = ০১ টিজিটি (শারীরিক শিক্ষা) = ০১	সর্বমোট ০৮ টি পদঃ হিন্দির জন্য ০২, সমাজ বিজ্ঞানের জন্য ০২, ইংরেজির জন্য ০২, বাংলার জন্য ০২						
(গ)	টিজিটি (ইংরেজি) = ০২							
(ঘ)	টিজিটি (বেঙ্গলী) = ০২							
৩	প্রাথমিক শিক্ষক (পিআরটি): বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যে: ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রম:							
		০০	০০	০০	০৩	০০	০৩	
(ক)	পিআরটি = ০৩	পিআরটির জন্য মোট ০৩ টি পদ						
৪	হস্ত শিল্প শিক্ষকঃ ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যেঃ							
(ক)	হস্ত শিল্প শিক্ষক = ০১	০০	০০	০১	০০	০০	০১	
		মোট ০১টি পদ: হস্ত শিল্প শিক্ষকের জন্যে ০১						
৫	ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি):							
১	টিজিটি (পদার্থ বিজ্ঞান) = ০১ টিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান) = ০১	০১	০০	০০	০১	০০	সর্বমোট ০৬ টি পদ	
২	টিজিটি (হিন্দি) = ০১	০০	০০	০০	০১	০০		
৩	টিজিটি (কর্ম শিক্ষা) = ০১	০০	০০	০০	০১	০০		
৪	পিটিআই (শারীরিক শিক্ষা) = ০১	০০	০০	০০	০১	০০		
৫	পিআরটি/গ্রেড-IV (এল/৩) (গণিত)	০০	০০	০০	০১	০০		
	সর্বমোট পদ	০১	০০	০০	০৫	০০	০৬	
৩	প্রাইম্যারি শিক্ষক (পিআরটি): বি.এস.এ. রেলওয়ে ডিটিপি বিদ্যালয়, বারসোই							
১		০০	০০	০১	০০	০০	০১	
২	পিআরটি = ০১	পিআরটির জন্যে সর্বমোট ০১ টি পদ						
	সর্বমোট পদ	০৩	০১	০৭	১৩	০২	২৬	

টোকা: যদি প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হয়, তা হলে প্রয়োজন অনুসারে সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইতে পারে।

নির্ধারিত অর্হতা পূরণ করা ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ইহার সঙ্গে সংযোজিত আবেদন পত্রটি প্রার্থীর দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষর করার সঙ্গে অনতিম রঙীন **ফটোগ্রাফ** এখানে পেষ্ট করে পূরণ করতে হবে। এই অধিসূচনাটির বিস্তৃত বিবরণ এবং আবেদন প্রপত্র নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট ঠিকানা থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন- **www.nfr.indianrailways.gov.in** এবং **http://railwayschools.nfreis.org/**

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (পি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NTEP/21 e-Tender is hereby invited for various Printing items for NTEP Programme under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.wbtenders.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T17504(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites online e-tender No. 01(Sl. No. 03) of 2026-27 (2nd Call). Tender ID: 2026_WBPWD_5023192_1. Bid submission start date (online): 09.09.2026 from 16:00 hrs. Bid Submission closing date (Online): 23.09.2026 up to 14:00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Highway Division, Public Works (Roads) Directorate ICA-T17593(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
West Bengal Tourism Development Corporation Limited.
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
NOTICE INVITING e-TENDER
NIT No. 01(EE(N)/WBTDCL OF 2025-26 (Technical)
Tender ID- 2026_WBTDC_1041468_1
WBTDCL invites e-Tender for the work: "Renovation and Upgradation of Approach Road & Ramp, Front side Elevation with allied work at Mainak Tourism Property in the district of Darjeeling." From the reputed, bonafide and experienced agencies in similar works. Start date & time of documents download: 14.09.2026 - 12:00 Hrs. Last date & time of Bid Submission: 28.09.2026 - 15:00 Hrs. Details are available in website: wbtdcl.wbtourismgov.in / wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer (North), West Bengal Tourism Development Corporation Limited ICA-T17543(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Quotation for the work of – **Preparation of Detailed Project Report (DPR) and PPT and other necessary field work for the work of Gour – Mahadipur Road (MDR) – Chainage from 1.50 KM to 11.50 KM and 13.00 KM to 14.50 KM – Strengthening and Surfacing work under Malda Division, PWD, in the district of Malda.** Tender ID : **2026_WBPWD_5022944_1.** e-NIQ No. 12 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online) : 11/09/2026 from 11:00 A.M. Bid submission closing date & time (online) : 18/09/2026 upto 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.Q. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Kushan Sikder, Executive Engineer, PWD. Malda Division, Malda. ICA-T17562(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
WBFOR/JWD/NIT-28(e)/26-27 - Making / Construction of Exhibition centre for celebration of Rhino Day Event. WBFOR/JWD/NIT-29(e)/26-27 - Making & Installation of Educational Rhino Model for Celebration of Rhino Day Event WBFOR/JWD/NIT-30(e)/26-27 - Supply of various Publicity & IEC Materials for celebration of Rhino day event WBFOR/JWD/NIT-31(e)/26-27 - Documentation & Event Management by way of professional photography, videography, event documentation and compilation of proceedings for celebration of Rhino day event WBFOR/JWD/NIT-32(e)/26-27 - Hiring of Buses for Transportation of Participants/JFMC Members/Fringe Communities at the venue & back Last date of online submission of bid- 17/09/2026. For all details and Online Tender submission visit at www.wbtenders.gov.in/ www.westbengalforest.gov.in Sd/- Divisional Forest Officer, Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar ICA-T17537(3)/2026

Tender Notice
NIeT No.: 06/BPS/15th CFC/2025-2026, Dated: 09/09/2026

Tender has been floated for 02(Two) nos. schemes of 06/BPS/15th CFC/2025-2026 from 15th CFC fund under Bamangola Panchayat Samity, Pakuahat, Malda. Reference Memo No.: 525/BPS/2026-2027 on dated: 09/09/2026.
Bonafide contractors / suppliers are requested to visit the e-Tender portal i.e. **https://www.tenders.wb.gov.in** of Govt. of W.B. & Office Notice Board.

Sd/-
Executive Officer
Bamangola Panchayat Samity
Pakuahat, Malda.
Memo No : 674(2)/DICO/MLD). dt - 10-09-2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Executive Engineer, North Bengal Construction Division, PWD, Siliguri, on behalf of the Governor of West Bengal invites e- Tender for One no. work, details of which may be had from the office of the undersigned on working days during the office hours or on website: https://tenders.wb.gov.in or at www.wbpwd.gov.in NIT Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIT/19/2026-2027. NIT ID: 2026_WBPWD_5023293_1. Bid submission End Date for the works : 18.09.2026 upto 04.00 PM. Eligibility : Bonafide Resourceful Contractors. Note :-Any subsequent corrigendum if necessary will be published on website only. Sd/-Executive Engineer (PWD) North Bengal Construction Division Siliguri. ICA-T17619(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-46/2026-2027
Tender ID: 2026_WBPWD_5023148_1
WBPWD/EE/CED/eNIT-47/2026-2027
Tender ID: 2026_WBPWD_5023198_1
EE, CED, P.W.Dte., invite online e-tender for the following work: (1) Construction of proposed new G Plus 4 storied camposite court building on the existing vacant land under the judgeship of Cooch Behar sadar External Electrical works. (2) Construction of proposed new G Plus 4 storied camposite court building on the existing vacant land under the judgeship of Cooch Behar sadar Air-conditioning works. Bid Submission Start Date: 16.09.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date: 28.09.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 30.09.2026 after 01:00 PM. Details of NITand tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- Simson Thakur, Executive Engineer, P.W.D., Cooch Behar Electrical Division ICA-T17587(3)/2026

ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/৫৬_২০২৬/কে/৯২৯: তারিখ: ০৪-০৯-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং : ৫৬_২০২৬। **কাজের নাম :** কাটিহার ডিভিশনের অধীনে আররিয়া কোর্ট-সালমারি-বারসই জংশন-লাভা-ঠাকুরগঞ্জ-কালিয়াগঞ্জ-ডালখোলা-আলুয়াবাড়ি রোড-কুমেদপুর-তালুকা রোড-হরিশচন্দ্রপুর-সামসী-মালদা কোর্ট-বালুরঘাট-জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি স্টেশনগুলিতে বাণিজ্যিক কাজের সাথে সম্পর্কিত 'সাইনবোর্ড স্থাপন' -এর জন্য ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ২৫,১১,৩৮৪/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ৫০,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৮-০৯-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার **খোলা** ২৮-০৯-২০২৬ তারিখ ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনিয়র ডিইই (জি অ্যান্ড সি.এইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATIONS NOTICE
Publication of e-NIQ No.:WBPWD/ EE/JED/NIQ 23e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5023266_1, Name of work: Annual Maintenance Contract of Entire Electrical Installation work by engaging manpower for the site of Jalpaiguri District Court Premises, District Judge Bungalow and Judges Enclave premises under Jalpaiguri Electrical Division, P.W.D. The last date for submission of tender on 18-September-2026 at 12:00 PM. All details can be seen from the website-https://tenders.wb.gov.in or at https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb. EE/JED/JALPAIGURI. ICA-T17618(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-45/2026-2027
Tender ID: 2026_WBPWD_5022942_1
EE, CED, P.W.Dte., invite online e-tender for the following work: (1) Annual comprehensive maintenance of MAKE AVO Power one NUMERIC UPS systems at MJN Medical College and Hospital Cooch Behar. Bid Submission Start Date: 15.09.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date: 23.09.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 25.09.2026 after 01:00 PM. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- Simson Thakur, Executive Engineer, P.W.D., Cooch Behar Electrical Division ICA-T17577(2)/2026

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/CH/e-NIT-16/2026-27 Memo No. 1543/JM Date: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023114_1)
2) WBMAD/JM/CH/e-NIT-17/2026-27 Memo No. 1544/JM Date: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023122_1)
3) WBMAD/JM/CH/e-NIT-18/2026-27 Memo No. 1545/JM Date: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023130_1)
4) WBMAD/JM/CH/e-NIT-19/2026-27 Memo No. 1546/JM Date: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023140_1)
5) WBMAD/JM/CH/e-NIT-20/2026-27 Memo No. 1547/JM Date: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023147_1)
6) WBMAD/JM/CH/e-NIT-21/2026-27 Memo No. 1548/JM Date: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023160_1)
7) WBMAD/JM/CH/e-NIT-22/2026-27 Memo No. 1549/JM Date: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023168_1)
8) WBMAD/JM/CH/e-NIT-23/2026-27 Memo No. 1550/JM Date: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023178_1)
9) WBMAD/JM/CH/e-NIT-24/2026-27 Memo No. 1551/JM Date: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023204_1)
10) WBMAD/JM/CH/e-NIT-25/2026-27 Memo No. 1552/JM Date: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023216_1)
Last date of bidding (On line) dated:- 28/09/2026 at 6.55 P.M
Details of which are available in the web portal www.tenderswb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:- 1) WBMAD/JM/CH/eNIT-26/2025-26 Memo No.1553/JM Dated: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023348_1), 2)WBMAD/JM/CH/eNIT-27/2025-26 Memo No. 1554/JM Dated: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023351_1), 3) WBMAD/JM/CH/eNIT-28/2025-26 Memo No.1555/JM Dated: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023353_1), 4) WBMAD/JM/CH/eNIT-29/2025-26 Memo No.1556/JM Dated: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023354_1), 5) WBMAD/JM/CH/ENIT-30/2025-26 Memo No.1557/JM Dated: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023356_1), 6) WBMAD/JM/CH/eNIT-31/2025-26 Memo No. 1558/JM Dated: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023361_1), 7) WBMAD/JM/CH/eNIT-32/2025-26 Memo No.1559/JM Dated: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023371_1), 8) WBMAD/JM/CH/eNIT-33/2025-26 Memo No.1560/JM (Tender ID: 2026_MAD_5023375_1) Dated: 09/09/2026, 9) WBMAD/JM/CH/eNIT-34/2025-26 Memo No. 1561/JM Dated: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023377_1), 10) WBMAD/JM/CH/eNIT-35/2025-26 Memo No.1562/JM Dated: 09/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD 5023379_1)
Last date of bidding (On line) dated: - 29/09/2026 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.tenderswb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE
AE, Cob Hwy. Sub-Divn. No-I , P.W. (Roads) Dte. invites online e tender for the work of –1) Detailed survey & preparation of detailed project report for the work of "Salbari - Nagurhat Road From 0.000 Kmp To 10.750 Km, Strengthening Works Under Coochbehar Highway Division In The District Of Coochbehar" including preparation of PPT of DPR.". NIQ No. 02(E) of 2026-27, (Sl No.1) Tender ID: 2026_WBPWD_5022811_1. 2) Detailed survey & preparation of detailed project report for the work of "Sahebbari Hat Village Path From 0.00 Km To 9.140 Km Strengthening Work Under Cooch Behar Highway Division In The District Of Cooch Behar" including preparation of PPT of DPR." NIQ No. 02(E) of 2026-27, (Sl No.2) Tender ID: 2026_WBPWD_5022811_2. 3) Detailed survey & preparation of detailed project report for the work of "Marwari Patty Road From 0.000 Kmp To 0.500 Km Widening And Strengthening Work Under Cooch Behar Highway Division, In The District Of Cooch Behar" including preparation of PPT of DPR." NIQ No. 02(E) of 2026-27, (Sl No.3) Tender ID: 2026_WBPWD_5022811_3. Bid submission Start date (online): 12/09/2026 from 9.00AM, Bid submission closing date (online): 18/09/2026 up to 03.00 pm Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Cooch Behar Highway Sub-Division-I, Cooch Behar ICA-T17571(2)/2026

তিনসুকিয়া ডিভিশনে অ্যাটেনডেন্ট নিযুক্তি

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
ই-টেন্ডার নং.: E-112-26-TADK-TSK, তারিখঃ 04-09-2026। **আইটেমের বিবরণঃ** তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২৪ মাসের জন্য টিএডিকে-এর পরিবর্তে অ্যাটেনডেন্ট নিযুক্তি। **পিএল নং.** NSTADK01। **পরিমাণঃ** ২১ টি। **বায়নার ধনঃ** ২,৪৪,৬৬০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ** হবেঃ ২৮-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায়।
বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে https://ireps.gov.in দেখুন।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার / ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

DAKSHIN DINAJPUR UNIVERSITY
BALURGHAT, DAKSHIN DINAJPUR, PIN - 733101 (W.B.)
ADMISSION NOTICE FOR SESSION 2026-27 (REVISED)

Online applications are invited from **14/09/2026** to **28/09/2026** for admission to **1st Semester of PG (M.A. / M.Sc.)** courses in **English, Political Science, Mathematics, Chemistry, Bengali, History, Sanskrit, Education, Philosophy and Geography** for the Academic Session 2026-27. For detailed information please visit University official website **www.dduniv.ac.in** and **www.dduexam.net**

Advt. No. - **02/R-2026**
Date: 09/09/2026
Sd/-
Registrar (Addl. Chg.)
Dakshin Dinajpur University

কর্মখালি

বাড়িতে থেকে পার্ট ও ফুলটাইম কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলা চাই। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন। 7866892259. (K)

●

Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের:- পরিশ্রমী লোক চাই। S:- 30,000/-. পর্যন্ত:- 7602379600. (C/123541)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sarijana Bibi স্বামী Rahaman Miah, গ্রাম ও পো- বড় শালবাড়ী, থানা- বক্সিরহাট, জেলা- কোচবিহার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার নাম Sarijan Beowa উল্লেখ থাকায় গত ৩/৯/২০২৬ ইং তারিখ আসাম রাজ্যের বিজনিতে ৯১ নং হলফনামায় আমার সঠিক নাম Sarijana Bibi স্বীকারোক্তি করি। Sarijana Bibi ও Sarijan Beowa এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

●

আমি Pathik Pramanik, গ্রাম+পো - কদমতলা, থানা - কালিয়াচক, জেলা - মালদা, পিন 732216. আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণ পত্রে (যার রেজি নং B/2022/000738, Dt 07/01/2022) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 13/08/26 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি ২য় J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Sambriddhy Pramanik থেকে Samriddhy Pramanik করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123802)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার জমির দলিল নম্বর - 1775/2009, Volume No - 6, Page From 1331 to 1343, হারিয়ে গেছে। যদি কেও পাইয়া থাকেন এই নং এ যোগাযোগ করুন - 7908983005, কৃষ্ণকান্ত বর্মন, ঠিকানা - 165 উছল পুকুরী, মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার, প:ব. (C/123147)

ডিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং সিষ্টেমের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৫৫_২০২৬/কে/৮৯৩ তারিখঃ ৩১-০৮-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৫৫_২০২৬। **কাজের নামঃ** রেলওয়ে সিনিয়র ইনস্টিটিউট, কাটিহারে ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং সিষ্টেমের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার রাশিঃ** ৭০,০১,৮৭৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৪০,০০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমি Rinati Adhikary W/O- Madhab Ray, Vill+P.O- Brajerkuthi, Dist- Alipurduar, Pin- 736202 আমার সঠিক নাম আধার ID 3019 7569 5475 অনুযায়ী Rinati Adhikary. আমার পুত্র Deep Ray এর Birth Certificate No. B-2020 : 19-05596000659 তে ভুলবশত: আমার নাম Rinati Adhikary Ray আছে। গত 09.09.2026 আলিপুরদুয়ার E.M কোর্টের Affidavit অনুযায়ী Rinati Adhikary এবং Rinati Adhikary Ray এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (P/S)

হারানো/প্রাপ্তি

I, Subir Mallick, S/o Pareshchandra, res Haldibari, Babupara, ward 17. Lost my house deed on 21.08.26 registerd at Haldibari SDSR, No. 03504, (1977). If found please contact 8101383808. (C/123699)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NVBDCP/22. E-Tender is hereby invited for fogging machine under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.wbtenders.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T17506(3)/2026

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
HAIWAAN (H)
Cast : Akshay Kumar, Saif Ali Khan
Show Time : 12:30 & 3:30 pm
HANUMAN ANSH (H)
Show Time : 6:30 pm

Now Showing at
BISWADEEP
HAIWAAN
*ing : Akshay Kumar, Saif Ali Khan
Time : 1.15; 4.15 & 7.15 P.M.

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

MIRZAPUR THE MOVIE	SHOW TIME 10.10 AM 4.05 PM HINDI (A)
HANUMAN ANSH	SHOW TIME 1.30 PM 7.30 PM HINDI (U/A)

আজ টিভিতে

পঠান দুপুর ১.৪৫ স্টার গোল্ড রোমান্স

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.০০ ফুল আর পাথর, দুপুর ১২.১৫ আশ্রিতা, বিকেল ৪.০০ সিঁদুর খেলা, সন্ধে ৭.১৫ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.১৫ কেলোর কীর্তি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৫০ বাদশা-দ্য কিং, দুপুর ১.৪৫ খোকাবাবু, বিকেল ৫.০০ প্রেমী, রাত ৯.৩০ ইন্দ্রজিৎ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ শ্রীমতি ভয়ংকরী, দুপুর ১২.০০ সুখ দুঃখের সংসার, ২.০০ ভালোবাসা, বিকেল ৫.০০ সুন্দর বউ, রাত ৮.০০ সংঘর্ষ, ১০.৩০ মৌচাক
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অন্তরাত্মা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তর্ধান
জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৪ ক্র্যাক, দুপুর ১.৪১ বীরা দ্য পাওয়ার, বিকেল ৪.৫৬ রঙ্গাবলী, সন্ধে ৭.৩০ হিরো দ্য বুলেট, রাত ৯.৩৭ অ্যাকশন রাউডি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০৬ দাতা, বিকেল ৩.৩০ হদ কর দি আপনে, রাত ৯.২০ হসিনা মান জায়েগি
স্টার গোল্ড রোমান্স : বেলা ১১.১৫ মেহেন্দি, দুপুর ১.৪৫ পঠান, বিকেল ৫.০০ বদ্রীনাথ কি দুলহনিয়া, সন্ধে ৭.৫৯ হম্পটি শর্মা কি দুলহনিয়া, রাত ১০.৩০ এমসিএ

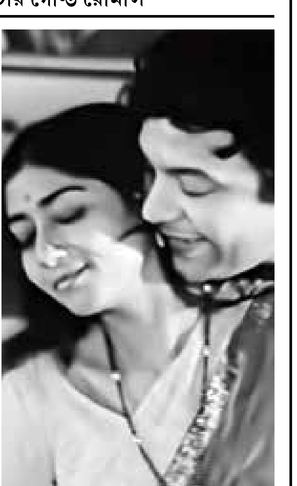

মৌচাক রাত ১০.৩০ জি বাংলা সোনার

হিস্ট্রি অফ লাইফ অন আর্থ রাত ৮.৩০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

নল দময়ন্তী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে আপনার ভুলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। ভুল স্বীকার করে নিন। সন্তানের সৃজনশীল কাজে সাফল্য দেখে গর্বিত হবেন। বৃষ : প্রেমের সম্পর্ক বাড়িতে মেনে নিতে পারে। ব্যক্তিগত কারণে নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মিথুন : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের বিরোধ বাড়বে। ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগের আগে পরামর্শ করে নিন। লটারি বা ফাটকায় আজ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্কট : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা দূর হবে। প্রিয় বন্ধুর ব্যবহারে বিস্মিত হবেন। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর টাকা নষ্ট করে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ে বিশেষ উন্নতি। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে চিন্তা দূর হবে। কন্যা : আপনার মধুর ব্যবহারের জন্য সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। কাউকে যেচে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। তুলা : সর্দিকাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। পারিবারিক কোনও সমস্যা গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনায় মিটিয়ে নিন। কোনও আত্মীয়ের সহায়তায় ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটবে। বৃশ্চিক : পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বাইরের মশলাদার খাবার থেকে সতর্ক থাকুন। আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে আগ্রহ বাড়বে। বিদেশে ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ধনু : কাউকে বিশ্বাস করে কোনও কিছু রাখতে দিলে ফেরত নাও পেতে পারেন। বহুজাতিক কোম্পানি থেকে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। মকর : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা আজ বিশেষভাবে সম্মানিত হতে পারেন। অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য থাকলেও অর্থাগমে খামতি থাকবে না। কুম্ভ : আজ খুব ঠান্ডা মাথায় থাকুন। অকারণে কেউ আপনাকে উত্ত্যক্ত করতে পারে। নতুন জমি কেনায় লাভবান হবেন। মায়ের শরীর নিয়ে সামান্য উদ্বেগ। মীন : অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে জমি কেনাবেচায় যাবেন না। আজ পাওনা আদায়ে সমস্যা হতে পারে। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যে সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ২০ ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৪ ভাদ্, সংবৎ ১৫ ভাদ্রপদ বদি, ২৮ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৫, অঃ ৫।৪৪। শুক্রবার, অমাবস্যা দিবা ৮।৫০। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ২।২১। সাধ্যযোগ রাত্রি ৭।৯। নাগকরণ দিবা ৮।৫০ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ৮।২১ গতে ববকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ২।২১ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৮।১৯ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ২।২১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৮।৫০ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৮।৩০ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৩৯ গতে ১০।৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১।৩৪ গতে সীমন্তোন্নয়ন বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ১১।৩৪ গতে ২।২১ মধ্যে ভূমিক্রয়বিক্রয়, দিবা ২।২১ গতে নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। দিবা ৮।৫০ মধ্যে কৌষিকী বা কৌষি অমাবস্যা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৫।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ -রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।২৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিবির

চোপড়া, ১০ সেপ্টেম্বর : ৩০ জন কৃষি সখীকে নিয়ে উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রে দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণ শিবির চলছে। শিবিরে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে ৩০ জন কৃষি সখীকে নির্বাচন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পাঁচদিনব্যাপী এই শিবিরের চতুর্থ দিন ছিল। প্রাকৃতিক কৃষির প্রসারের জন্য এই শিবিরের আয়োজন বলে জানান উদ্যোক্তারা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রত্যেক কৃষি সখী ১২৫ জন কৃষককে প্রাকৃতিক কৃষির বিষয়ে সচেতন করবেন। এরপর মোট ৩৭৫০ জন কৃষককে নিয়ে একটি শিবিরের আয়োজন করা হবে। কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে জেলার মোট ১৫০০ হেক্টর জমিতে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মহকুমা কৃষি অধিকর্তা ডঃ মেহেফুজ আহমেদ বলেন, ‘কৃষি সখীদের মাধ্যমে প্রাকৃতিক কৃষির প্রসারে জোর দেওয়া হবে।’

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞপ্তি নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ০৭.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম. ইঞ্জিনিয়ার, মালদা, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ই-টেন্ডার নং : এমএলডিটি_এসএনটি_২৬-২৭_১৮ ওটি, তারিখ ০৭.০৯.২০২৬। কাজের নাম : মালদা ডিভিশনের এএসটিই/ সাহিবগঞ্জ শাখায় ইআই সংযোগ সহ এসএসবিপিএস(ডি) দ্বারা ডবল লাইন ব্লক ইনস্ট্রুমেন্ট প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্য : ৫,১০,১১,৫৭২ টাকা। বায়না মূল্য : ১০,২০,২০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ১৫.০৯.২০২৬ থেকে ২৯.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। (MLD-189/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কম্পিউটার ও সেলাই প্রশিক্ষণ চালু স্কুলে

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : বর্তমানে যে কোনও চাকরির জন্য আবেদন করতে গেলে কম্পিউটারের নানা বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রায় বাধ্যতামূলক। তাই পড়ুয়াদের সেই দক্ষতা বাড়িয়ে স্বাবলম্বী করে তুলতে মাটিগাড়ার পাতিকলোনি এলাকার কবি সুকান্ত উচ্চবিদ্যালয়ে বিনামূল্যে কম্পিউটার ও সেলাই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হল। আপাতত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এই প্রশিক্ষণের জন্য নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকাও নিয়োগ করা হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি এই উদ্যোগে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঋষিণ বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা রাজ্য সরকারের যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোর্সগুলো রয়েছে, তা স্কুলে চালুর জন্য আবেদন জানিয়েছি। আশা করছি, দ্রুতই সেই অনুমোদন পেয়ে যাব। ছুটির দিনগুলোকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে ইলেক্ট্রিক ওয়্যারিং বা মোবাইল রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার ইচ্ছেও রয়েছে। পড়ুয়াদের আত্মনির্ভর করে তোলাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।’

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কদমতলা বিএসএফের ডিআইজি মুরারি প্রসাদ সিংহ, ‘রোটারি ক্লাব অব শিলিগুড়ি গ্রিন’-এর সভাপতি সুমিত সাহা সহ অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অরুণ মণ্ডলকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা

পুলিশ পরিচয়ে টাকা চেয়ে ধৃত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : নেতাদের ফোন নম্বর জোগাড় করে পুলিশ পরিচয় দিয়ে ধমকিয়ে-চমকিয়ে টাকা চাওয়াই নাকি তাঁর পেশা। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডলকে থানার বড়বাবু পরিচয় দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেওয়ার নামে টাকা চাওয়ার ঘটনায় সেই মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। এসওজি ও প্রধাননগর থানার যৌথ অভিযানে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত আবদুল আজিম মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ধৃতকে অশোকনগর থেকে নিয়ে আসার পর শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুললে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ধৃতের আরও দুই সঙ্গী কারা? কীভাবেই বা তাঁরা নেতাদের ফোন নম্বর জোগাড় করেন, পেছনে বড় কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কি না— সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে, ধৃতকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ঢুকে পাকড়াও করতে গেলে ব্যাপক বাধার মুখে পড়তে হয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের টিমকে। ওই অভিযুক্তকে পুলিশ যাতে ধরতে না পারে, সেজন্য গ্রামবাসীর একাংশ ঘেরাটোপ তৈরি করে। তার

- বিজেপি নেতার কাছে থানার বড়বাবু পরিচয় দিয়ে টাকা চাওয়ার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার
- উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর থেকে অভিযুক্তকে ধরতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ
- ধৃতের দুই সঙ্গীর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ

মধ্য থেকেই ওই অভিযুক্তকে বের করার চেষ্টা করতে থাকে পুলিশ। ঘটনায় যৌথ টিমের সদস্য তথা ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার বিকাশ রায়ের পায়ে চোট লাগে। তবে শেষপর্যন্ত যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় ওই অভিযুক্তকে পাকড়াও করতে সমর্থ হয় পুলিশ।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত আবদুল আট বছরের একটি পুরোনো সিম ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর নিজের না হলেও ওই সিমটি তাঁর পরিবারের এক সদস্যের নামে ছিল। ধৃতের কাছে আর কতগুলো সিম রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কোন কোন নেতাকে এর আগে ফোন করেছিলেন, জেরা করে সেসব নাম সংগ্রহের পর তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা শুরু করেছে পুলিশ।

চলতি মাসের ২ তারিখ প্রধাননগর থানায় অরুণ মণ্ডল অভিযোগ করে জানান, থানার বড়বাবু পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি তাঁকে ফোন করে প্রাণঘাতী হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কার কথা জানান। এরপর দ্রুত বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে দেওয়ার নামে টাকা চান। এরপর অরুণ থানা ও নাম জিজ্ঞাসা করতে ফোন কেটে দেন। অরুণ এমনও অভিযোগ করেন, যে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়ে তাঁকে ফোন করা হয়েছিল, তার ডিপিতে রাজ্য পুলিশের লোগো ছিল।

হাতির পথে হাঁটতে মানা

বাগডোগরা, ১০ সেপ্টেম্বর : ভোর সাড়ে ৪টা, বাগডোগরা-নকশালবাড়ি এশিয়ান হাইওয়ে টু ধরে প্রাতর্ভ্রমণ করছিলেন জনাকয়েক স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁরা চলে যাওয়ার মিনিট পনেরো পরেই সেখানে চলে আসে ১৬টি হাতির দল। রাস্তা পেরিয়ে হাতির দলটি বাগডোগরা জঙ্গলে ঢুকে যায়। বরাত সহায় থাকায় হাতির দলের মুখোমুখি হতে হয়নি প্রাতর্ভ্রমণকারীদের।

কার্সিয়াং বন বিভাগের এক আধিকারিক বলছেন, ‘আমরা বাগডোগরা এবং সংলগ্ন চা বাগান ও বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার মানুষকে সতর্ক করতে শুরু করেছি, যাতে তাঁরা ভোরবেলা ও সন্ধ্যার দিকে হাঁটতে বের না হন। বিশেষ করে আপার বাগডোগরা পানিঘাটা মোড় থেকে এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়ক এবং আপার বাগডোগরা থেকে ব্যাংডুবি হয়ে পানিঘাটা যাওয়ার রাজ্য সড়ক পর্যন্ত এলাকায় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়া গ্রাম এবং চা বাগান এলাকায় অনেকে ভোরে এবং সন্ধ্যায় প্রাতকৃত্যের জন্য বাইরে যান, তাঁদেরও ওই সময়ে বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে।’

ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাগডোগরার সাধারণ সম্পাদক রতনকুমার ঘোষ বলছেন, ‘আমাদের সংগঠনের যেসব সদস্য নিয়মিত হাঁটেন, আমরা তাঁদের সাবধান করে দিয়েছি যাতে হাতির যাতায়াতের পথে তাঁরা হাঁটতে না যান।’

কার্সিয়াং বন বিভাগের আধিকারিক বলছেন, ‘বাগডোগরার জঙ্গলে এখন হাতির সংখ্যা প্রায় ১১০টি। বামনপুকরি, কলাবাড়ি এবং টুকুরিয়া জঙ্গল থেকে হাতিরা বাগডোগরায় এসে ঘাঁটি গেঁড়ে রয়েছে। বাগডোগরা জঙ্গল থেকে হাতিরা এশিয়ান হাইওয়ে পার করে কেস্টপুর হয়ে টুকুরিয়া রেঞ্জের উত্তমচাঁদের ছাট (ইউসিসি) জঙ্গলে যাতায়াত করে।’ তিনি বলেন, ‘বুধবার রাতে ১৬টি হাতি বাগডোগরা থেকে ইউসিসি জঙ্গলে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার ভোরে বাগডোগরায় ফিরে এসেছে। এখন হাতিরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গ্রামের ধানের জমিতে খেতে আসছে। আগামী মাসদুয়েক হাতিদের ফসলের জমিতে যাতায়াত চলবে। এই ধানের মরশুমে সবাইকে সচেতন করতে প্রচার করা হচ্ছে। মানুষ সচেতন হলে হাতির আক্রমণে মৃত্যু রোধ করা যাবে।’

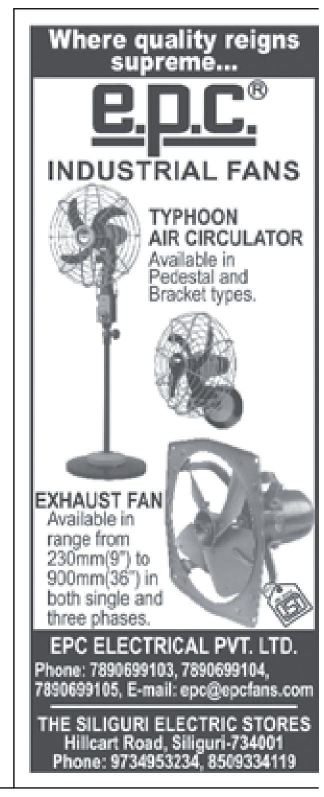

JALPAIGURI MUNICIPALITY

S No.	Parameter / Clause	As per Original Tender (Read As Was)	Amended / Revised Clause (Read As)
1	Contract Period & Validity	The rate submitted by the bidder should be on a trip basis. The Agreement may be signed for up to 5 (five) years.	The rate submitted by the bidder shall be on a trip basis. The Agreement shall initially be executed for a period of 1 (one) year. The contract may be extended for a period of up to 6 (six) months at a time, subject to satisfactory performance and due certification by the Competent Authority. A maximum of two (2) extensions of 6 months each shall be permissible.
2	Required Fleet / Quantity of Vehicles	Total number of tractors with trolleys to be supplied: **18 (Eighteen) Nos.**	Total number of tractors with trolleys to be supplied: 30 (Thirty) Nos.
3	Trip Schedule & Estimated Work Load	Trips to be made perday per Ward: **4 (Four)** trips. Monthly trips: 25 Wards × 4 trips ×30 days = **3,000 trips.** Total trips for 5 years: 60 months × 3,000 = **1,80,000 trips.**	Trips to be made per day: 1 **Ward Collection: 3 (Three)** trips per day per Ward (for 25 Wards = 75 trips/day). **2. Bulk Generators: 3 (Three)** trips per day per vehicle dedicated for Markets, Shops, Hotels, Restaurants, and other bulk waste generators using 5 dedicated trolleys (5 trolleys × 3 trips = 15 trips/day). **Total Daily Trips: 75 + 15 = 90 trips per day. Total Monthly Trips (30 Days basis):** 90 trips × 30 days = **2,700 trips per month. Total Trips for 1 Year (365 Days basis):** 90 trips × 365 days = **32,850 trips per annum.**

Note:
1. All other terms, conditions, specifications, and instructions mentioned in the original tender document shall remain unchanged.
2. This Corrigendum shall form an integral part of the original tender documents.
3. BOQ Correction:
In the BOQ, the quantity shown in Column No. 3 as 1,80,000 trips shall be read as 32,850 trips, corresponding to the revised annual estimated work load of 32,850 trips per annum.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

নির্বাহী আধিকারিক
জলপাইগুড়ি জিলা পরিষদ
স্টেশন রোড, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১০১ হাট ইজারা ২০২৬
মেমো নং : ১৫৫৯ (২১)/জি, তারিখ : ০৮/০৯/২০২৬

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, জলপাইগুড়ি জিলা পরিষদের অধীন ২৬টি হাটের আগামী দুই বছরের জন্য (০১-১০-২০২৬ থেকে ৩১-০৯-২০২৮) তারিখ পর্যন্ত ইজারা দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আগামী ২১/০৯/২০২৬ তারিখ বেলা ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ইজারার দরপত্র জিলা পরিষদ অফিসে সচিব মহাশয়ের কক্ষে টেন্ডার বাক্সে জমা করতে হবে। বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরের হাট বিভাগে যোগাযোগ করুন এবং jalpaigurizp.in ওয়েবসাইটটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর
অতিরিক্ত জেলা শাসক, জলপাইগুড়ি
ও
অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, জলপাইগুড়ি জিলা পরিষদ

জমি নিয়ে বিবাদ

চোপড়া, ১০ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার শ্রীপোখর এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে জমির মালিকানা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আটজন জখম হয়েছেন। তাঁদের প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখান থেকে দুজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং চারজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জমির মালিকানা নিয়ে জুম্মা বক্স ও আব্দুল খালেকের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল। এদিন বিতর্কিত জমি দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাধে। পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে।

জুম্মার ছেলে মনসুর আলম বলছেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে ওই জমি আমাদের দখলে রয়েছে। আজ বিরোধীপক্ষ আচমকা জমি মাপজোখ করতে আসে। বাধা দিতে গেলেই হামলা চালায়। আমাদের পাঁচজন জখম হয়েছেন।’ এদিকে, আব্দুল খালেকের ছেলে হাসিবুল রহমান বলছেন, ‘অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমাদের কাছে ওই জমির বৈধ কাগজ রয়েছে। আজ জমিতে গেলে বিরোধীপক্ষ হামলা চালালে আমাদের তিনজন জখম হয়েছেন।’ সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রেপ্তারের খবর নেই।

চোপড়ায় সংঘর্ষ

চোপড়া, ১০ সেপ্টেম্বর : বুধবার রাতে চোপড়া থানার দাসপাড়ার স্কুলপাড়া এলাকায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে ছ’জন জখম হয়েছেন। আহতদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। আক্রান্তদের মধ্যে নজরুল ইসলামের পরিবারের অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা ইদ্রিস আলির লোকজন রাতে তাঁদের বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন। যদিও ইদ্রিসের পরিবারের পক্ষ থেকে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। বরং তাঁদের অভিযোগ, পুকুরে মাছ চুরির অভিযোগ জানাতে গেলে পালটা হামলা চালানো হয়।

যুব সংসদ

চোপড়া, ১০ সেপ্টেম্বর : চোপড়া ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার টটু সিংহ স্মৃতি হাইস্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে যুব সংসদ, কুইজ, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল। ব্লকের সাতটি স্কুলের পড়ুয়ারা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরাই উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সব খেলার সেরা।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম দাস।

তিস্তায় হড়পায় সাহায্য নিয়ে বিতর্ক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : বছর তিনেক আগে তিস্তার হড়পায় ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছিল যাঁদের, সেইসব পরিবার কি রাজ্য সরকারের সাহায্য পেয়েছেন? চলতি সপ্তাহে কালিম্পংয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৭৩টি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে সরকার। তারপর থেকেই বঞ্চনার প্রশ্ন সামনে আসছে। এমনকি ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরিতে স্বজনপোষণের অভিযোগও উঠেছে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত প্রচুর পরিবার আর্থিক সহায়তা পায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে, যা পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে।

তিস্তা সংরক্ষণ সমিতির প্রধান উপদেষ্টা কিশোর প্রধানের বক্তব্য, 'তিস্তাবাজারের পাঁচ-ছ'জন হয়তো আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। অথচ এখানে শতাধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।' যদিও কালিম্পংয়ের জেলা শাসক কুহুক ভূষণ এই নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর সিকিমে লোনাক লেক বিস্ফোরণের জেরে তিস্তা নদীতে হড়পার সৃষ্টি হয়। তাতে কালিম্পং জেলায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। তিস্তাবাজারে প্রচুর ঘরবাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ভেসে যায়। বহু মানুষ ঘরছাড়া হন। ক্ষতি হয়েছিল লাভা, মল্লি বাজারেও। এই পরিবারগুলিকে ত্রাণশিবিরে রেখেছিল প্রশাসন। পরবর্তীতে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য প্যাকেজ চেয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট পাঠায়। এর মাঝে প্রায় আড়াই বছর কেটে গিয়েছে। কিছু পরিবার জিটিএ-র তরফে এক লক্ষ টাকা করে সহায়তা পেয়েছে বলে দাবি করা হলেও বাস্তবে তিস্তাবাজারের মানুষের অসহায় অবস্থা ঘোচেনি।

ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রুটিপূর্ণ তালিকা

দাবি আদায়ে প্রায় ১০০ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নিয়ে তিস্তা সংরক্ষণ সমিতি তৈরি করে ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনের পিছনে প্রাক্তন সিপিআরএম নেতা কিশোর প্রধান সহ একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এরই মাঝে গত মঙ্গলবার কালিম্পং টাউন হলের প্রশাসনিক বৈঠকে ক্ষতিগ্রস্ত ৭৩টি পরিবারকে ঘর তৈরির জন্য ভার্চুয়ালি আর্থিক সহায়তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকেই আর্থিক সহায়তা পাননি। মল্লিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন। সেই নিয়েই মল্লির বাসিন্দা গঙ্গা থুলুং বলেন, 'এখানকার প্রায় ৩৬টি পরিবারের ঘরবাড়ি পুরোপুরি তিস্তা নদীর গর্ভে চলে গিয়েছিল। আমাদের নাম তালিকাভুক্ত করে জেলায় পাঠানো হয়েছিল বলে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জানিয়েছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে যে ৭৩ জনকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে, সেখানে আমাদের নামই নেই। বরং একাধিক পরিবারের তিন-চারজন করে আর্থিক সাহায্যের চেক পেয়েছেন।'

একই পরিস্থিতি তিস্তাবাজারেও। জিটিএ সূত্রের দাবি, এখানে সরকারিভাবে ৯১টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ছয়-সাতটি পরিবারই টাকা পেয়েছে বলে আন্দোলনকারীদের পক্ষে কিশোর প্রধান দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া, তাঁদের ঘর তৈরির দাবি নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে দরবার করেছি। মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানেও যে পরিবারগুলিকে তিন লক্ষ টাকা করে চেক দেওয়া হয়েছে, সেখানে তিস্তাবাজারের পাঁচ-ছয়টি পরিবার ছিল। বাকিদের কী ব্যবস্থা হবে জানি না।' ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে এই ত্রুটিপূর্ণ তালিকা কীভাবে তৈরি হল, তা নিয়েই এখন পাহাড়ে প্রতিবাদের ঝড় বইছে।

তিরোধান দিবসে পঞ্চানন স্মরণ

বাগডোগরা ও খড়িবাড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার মাটিগাড়া ব্লক কার্যালয়ে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ৯২তম তিরোধান দিবস পালিত হয়। প্রায় এক মাস আগে ব্লক অফিস চত্বরে তাঁর আবক্ষমূর্তির উপরে শেড দেওয়া হয়। মূর্তিতে রং করে পরিবেশও সুন্দর করা হয়। তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে এদিন তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিডিও প্রীতম দাস শর্মা সহ কার্যালয়ের আধিকারিক ও কর্মীরা। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা রায়সাহেবের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং রাজবংশী সমাজের জাগরণে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করেন।

অন্যদিকে, খড়িবাড়ি পঞ্চানন স্মারক সমিতির উদ্যোগেও এদিন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ৯২তম তিরোধান দিবস পালিত হয়। জায়গিরজোত দুর্গামন্দির মাঠে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে সন্ধ্যার মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বর্ষীয়ান প্রাক্তন শিক্ষক তথা মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের বাবা সুরেন্দ্রনাথ বর্মন। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অণিমা সিংহ, কর্মাধ্যক্ষ মণিকা রায় সিংহ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ প্রমুখ। রায়সাহেবের জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা হয়। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

শিক্ষক নিগ্রহের অভিনব প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে প্রধান শিক্ষক পেটানোর মতো লজ্জাজনক ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হল খানিক অন্যভাবে। মানুষ গড়ার কারিগর সেই শিক্ষকদের প্রাপ্য সম্মান জানাতে বৃহস্পতিবার একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলে এক কর্মসূচি করে 'আমাদের উদ্যোগ' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সেখানে জলপাইগুড়ির ঘটনার প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম জানানো হয়। সংস্থার তরফে চিকিৎসক এসপি দে বলেন, জলপাইগুড়ির ঘটনায় আমরা লজ্জিত। জলপাইগুড়িতে গিয়ে সেই শিক্ষকের কাছে আমরা ক্ষমা চাইতে পারিনি, তাই প্রতীকীভাবে স্থানীয় এই স্কুলে এসে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মান জানালাম।

সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্ত বলেন, ছাত্রছাত্রীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে গিয়ে হয়তো আমরা কোথাও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছি, যে কারণে এধরনের ঘটনা ঘটেছে। তাই সমাজের স্বার্থে ছাত্র-শিক্ষকের পবিত্র সম্পর্ককে অটুট রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

অরবিন্দপল্লির ঘটনায় ধন্দে পুলিশ

দুই রহস্যময়ী অধরাই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : অরবিন্দপল্লিতে ভাড়া ঘরের সন্ধানে এসে বাড়িওয়ালা বৃদ্ধকে খুনের চেষ্টার ঘটনায় এক দিন পার হলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত দুই তরুণীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজে রহস্যময়ী দুই তরুণীকে দেখা গেলেও তাঁদের মুখ ঢাকা থাকায় পরিচয় জানা যাচ্ছে না।

রহস্যের কিনারা করতে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত একাধিক সূত্র মেলানোর চেষ্টা করছে পুলিশ। সেখানে বৃদ্ধের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত দুই তরুণীর কথা উঠে এসেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃদ্ধের এক 'পাতানো' মেয়ে রয়েছেন। তিনি মাঝেমধ্যে ওই বাড়িতে এসে বৃদ্ধের কাছে কিছু দাবি-দাওয়া করতেন। তবে বিগত অনেক দিন ধরেই ওই তরুণীকে আর বৃদ্ধের বাড়িতে আসতে দেখা যেত না বলে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন। ওই তরুণী কেন এখন আর বৃদ্ধের বাড়িতে আসেন না, কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

এছাড়া পুলিশ আরেকজন তরুণীর হদিস পেয়েছে। তিনি বৃদ্ধের ছেলের অধীনে কাজ করতেন। কিন্তু বৃদ্ধের ছেলের মৃত্যুর পরেও যে কোনও কারণে ওই তরুণীর সঙ্গে বৃদ্ধের পরিবারের টাকা-পয়সা সংক্রান্ত সমস্যা চলছিল। এখন এই দুই তরুণী একে অপরের পরিচিত কি না কিংবা তাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে

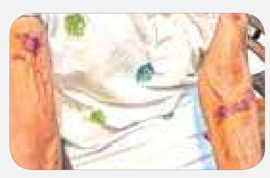

- অরবিন্দপল্লির ঘটনায় ওই পরিবারের পরিচিত দুই তরুণীর কথা উঠে আসছে
- একজন 'আক্রান্ত' বৃদ্ধের 'পাতানো' মেয়ে, অন্যজন বৃদ্ধের মৃত ছেলের অধীনে কর্মরত ছিলেন
- এখন এই দুই তরুণী ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কি না, সমস্ত সূত্র মেলানোর চেষ্টা করছে পুলিশ

> রাতে আমাদের ঘুম হয়নি। আমাদের সঙ্গে কারও কোনও ঝামেলা নেই। এ রকম কেন ঘটল, কিছু বুঝতে পারছি না।
>
> **চন্দনা ধর**
> আক্রান্তের পুত্রবধূ

কোনওভাবে জড়িত কি না, সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অন্যদিকে, তদন্তে নেমে নিজেদের ডেটাবেসে নজর দেন পুলিশ আধিকারিকরা। তবে অপরাধের রেকর্ডে একাধিক মহিলা দুষ্কৃতী থাকলেও তাঁদের মধ্যে কেউ এমন কাণ্ড করেছে বলে আপাতত মনে করছে না পুলিশ। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, অভিযুক্ত দুই তরুণী পুলিশ রেকর্ডের বাইরে থাকতে পারেন। বৃদ্ধের বয়ান অনুযায়ী, ওই দুই তরুণী বাংলায় কথা বলেছিলেন। তাই পুলিশের অনুমান তাঁরা আশপাশের কোনও এলাকার বাসিন্দা হতে পারেন।

বুধবার ভরসন্ধ্যায় অরবিন্দপল্লিতে রামরতন ধর নামে ৮৫ বছর বয়সি ওই বৃদ্ধের বাড়িতে ঘর ভাড়ার খোঁজে ঢুকে তাঁর উপর চড়াও হন দুই তরুণী। বৃদ্ধের দাবি অনুযায়ী, তাঁর হাত-পা ওড়না দিয়ে বেঁধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে রামরতন অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে রেল হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁর পুত্রবধূ চন্দনা ধর। এ দিন বৃদ্ধ ও তাঁর পুত্রবধূকে কোনওরকম জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ঘটনার পর স্থানীয়দের চিৎকারে ওই দুই অভিযুক্ত তরুণী এলাকা ছেড়ে চম্পট দেন। তাই তরুণীদের পরিচয় জানতে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছে পুলিশ। ওই এলাকায় খোঁজখবর চলছে। চন্দনা আবারও দাবি করেছেন, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল না। তিনি বলেন, 'রাতে আমাদের ঘুম হয়নি। আমাদের সঙ্গে কারও কোনও ঝামেলা নেই। এ রকম কেন ঘটল, কিছু বুঝতে পারছি না।'

মানিকচকে কেশরপুরে বাঁধের ওপর আশ্রয়। - সংবাদচিত্র

জুয়ার আসরে ধৃত

চোপড়া, ১০ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার প্রেমচাঁদগছ এলাকায় জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার চারজনকে পাকড়াও করল পুলিশ। অভিযানে জুয়ার বোর্ড থেকে নগদ ২,৪৫০ টাকা সহ অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে চারটি মোটরবাইক ও সাতটি সাইকেলও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যদিও পুলিশের অভিযানে অভিযুক্তদের একাংশ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করবে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এলাকার নির্জন জায়গাটিতে বেশ কিছুদিন ধরে জুয়ার আসর বসার অভিযোগ উঠছিল।

বিজেপির কর্মশালা

চোপড়া, ১০ সেপ্টেম্বর : সেবা সংকল্প অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করল বিজেপি। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে এই কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচিকে বুথস্তরে সফল করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার চোপড়ার মাঝিয়ালি এলাকায় বিজেপির ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে সাংগঠনিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল সহ জেলা ও স্থানীয় স্তরের নেতৃত্ব এবং দলীয় কার্যকর্তারা। মণ্ডল সভাপতি নিত্য পাল বলেন, প্রতিটি বুথে কর্মসূচির ব্যাপারে কার্যকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া শুরু হয়েছে।

অনিয়ম রুখতে অভিযান

চোপড়া, ১০ সেপ্টেম্বর : সার বিক্রিতে কালোবাজারি ও অনিয়ম রুখতে বৃহস্পতিবার চোপড়া ব্লকের সোনাপুর সহ একাধিক জায়গায় বিশেষ মনিটরিং অভিযান চালালেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। অভিযানে বিভিন্ন সার বিক্রয়কেন্দ্রে সরেজমিনে গিয়ে দোকানের নথিপত্র, মজুত সার, পস মেশিনের তথ্য এবং বিক্রির হিসেব খতিয়ে দেখা হয়। ইসলামপুর মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ মেহেফুজ আহমেদ বলেন, 'তিনটি দোকানে নিয়মবহির্ভূত লেনদেন ধরা পড়ায় সেগুলি থেকে সার বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে গোডাউন সিল, সংশ্লিষ্ট দোকানের আইডি ব্লক এবং পস মেশিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

শপিং মলে অস্ত্রের কোপে জখম তরুণ

মাটিগাড়ার পাব-বারে ফের ঝামেলা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়া সংলগ্ন একটি শপিং মল রাত নামলেই কার্যত উন্মত্তদের আখড়া হয়ে উঠছে। সামান্য বচসা থেকে শুরু হওয়া মারপিট বহু ক্ষেত্রে ধারালো অস্ত্রের লড়াইয়ে রূপ নিচ্ছে। বুধবার রাতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে শপিং মলের বেসমেন্ট এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিওতে (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) দেখা গিয়েছে, দুই পক্ষের হাতাহাতিতে তরুণীরাও জড়িয়ে পড়েছেন। মাটিতে ফেলে মারধরের পাশাপাশি ট্রাফিক নির্দেশিকার লোহার জিনিস তুলেও একে অপরের ওপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা।

বুধবার রাতের ওই সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে এক তরুণ স্থানীয় নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। অন্য এক তরুণের পেটে ধারালো অস্ত্রের কোপ লেগেছে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মাটিগাড়া থানার পুলিশ প্রধান অভিযুক্ত মিরিকের বাসিন্দা বিজয় প্রধানকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

গত রবিবার রাতেও ওই শপিং মলের সামনে পাব থেকে বের হওয়া

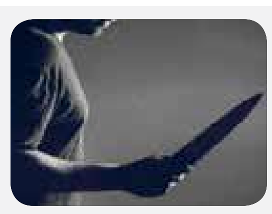

- মাটিগাড়ার শপিং মলে গভীর রাতে পাব-বারে মারপিট ও হাতাহাতি
- রবিবার রাতে পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে ইট-পাথরের আঘাতে গুরুতর জখম হন মাটিগাড়া থানার এক কনস্টেবল
- নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বেআইনিভাবে পাব খোলা রাখায় অশান্তি বাড়ছে বলে অভিযোগ

দুই পক্ষের সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে ঢিলের আঘাতে মাটিগাড়া থানার এক কনস্টেবল গুরুতর জখম হন। রবিবারের পর সোমবার রাতেও ঝামেলা সামাল দিতে গিয়ে পুলিশকে হিমসিম খেতে হয়। পাহাড়, শহর ও সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রচুর মানুষ এই পাবগুলিতে আসায় দুষ্কৃতীদের সহজে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। সম্প্রতি পুলিশ প্রশাসনের তরফে পাব মালিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করে নির্দিষ্ট সময়ে বার বন্ধ এবং গণ্ডগোলের খবর অবিলম্বে থানাকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হলেও তার তোয়াক্কা করা হচ্ছে না।

রবিবার পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে উত্তরায়ণ ফাঁড়ি ও মাটিগাড়া থানার টহলদারি ভ্যান নিয়মিত চক্কর কাটলেও পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বিশেষ করে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহলের ছত্রছায়ায় থাকা পাব নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও মূল গেট বন্ধ রেখে ভেতরে বেআইনিভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেখান থেকেই বারবার অশান্তির সূত্রপাত হচ্ছে বলে অভিযোগ। পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, সমস্ত ঘটনার ওপর কঠোর নজরদারি রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী

সিসিটিভির হার্ডডিস্ক 'ছিনতাই'

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ১০ সেপ্টেম্বর : পঞ্চায়েতকর্মীদের সামনেই অফিসে ঢুকে সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল প্রধানের স্বামী মোহাম্মদ হালিমের বিরুদ্ধে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই হার্ডডিস্ক তিনি ফেরতও দিয়ে যান বলে দাবি। এই ঘটনার পরই পঞ্চায়েত অফিসে দলীয় কর্মীদের পাহারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি। পুরো বিষয়টি নিয়ে ইসলামপুর থানায় জিডি করেছেন ইসলামপুরের বিডিও।

কিন্তু এফআইআর না করে কেন জিডি করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কয়েক ঘণ্টার জন্য কী কারণেই বা প্রধানের স্বামী হার্ডডিস্ক নিয়ে গেলেন, আবার ফেরত দিয়ে গেলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে এ নিয়ে প্রধানের স্বামী বা প্রধান কিছু বলতে চাইছেন না। কেন এফআইআর করা হল না, তা নিয়ে কিছু বলছেন না বিডিও।

চলতি বছরের ১৪ জুলাই ইসলামপুর ব্লকের মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন প্রধান ফারিদা খাতুনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। ২৩ জুলাই সদস্যদের স্বাক্ষর যাচাইয়ের পর ৬ অগাস্ট বিশেষ সভা ডাকেন বিডিও। এর পরেই শুরু হয় টানাপোড়েন। প্রধান কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলে অনাস্থা বৈঠক স্থগিত হয়ে যায় এবং আদালত অনাস্থা প্রস্তাবে আবেদনকারীদের আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। আদালতের রায় অনাস্থাকারীদের পক্ষে যায় এবং বিডিও ২৭ অগাস্ট ফের অনাস্থা বৈঠক ডাকেন। পরে প্রধান হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেন। কিন্তু ২৭ অগাস্ট আদালতের সেই নির্দেশ আসার আগেই প্রধানের অপসারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এরপর ১ সেপ্টেম্বর প্রধানের স্বামী পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে কর্মীদের উপস্থিতিতে হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে যান বলে অভিযোগ ওঠে। পঞ্চায়েত অফিসের কর্মীরা বিষয়টি ইসলামপুর ব্লকের বিডিওকে জানান। পঞ্চায়েতের কয়েকজন বিজেপি সদস্য, পুলিশ এবং মহকুমা প্রশাসনকেও বিষয়টি জানানো হয়।

এদিকে, প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে— এই খবর পেয়ে প্রধানের স্বামী ওই হার্ডডিস্কটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চায়েত অফিসে নিয়ে আসেন। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে বিডিও হার্ডডিস্কটি নিজের হেপাজতে রেখেছেন। এ নিয়ে প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে ইসলামপুর থানায় জিডি করেন বিডিও। যেহেতু প্রধান অপসারণের বিষয়টি হাইকোর্টে বিচারাধীন, সে কারণে বিডিও সেই অভিযোগের কপি হাইকোর্টেও পাঠান।

- পঞ্চায়েতকর্মীদের সামনেই অফিসে ঢুকে সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে
- ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি তা ফেরত দিয়ে যান বলে দাবি
- এই ঘটনার পরই পঞ্চায়েত অফিসে দলীয় কর্মীদের পাহারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি

প্রধান ফারিদা খাতুন বলছেন, 'আমি যা বলার সব বিষয়ের জবাব কোর্টেই দেব।' প্রধানের স্বামীরও একই মন্তব্য, 'সব উত্তর কোর্টে দেব।' এ নিয়ে পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য ভবেশ সিংহ বলছেন, 'হয়তো হার্ডডিস্কের ভেতরের সংরক্ষিত ভিডিওগুলির সঙ্গে কিছু করার পরিকল্পনা ছিল প্রধানের স্বামীর। সে কারণেই হার্ডডিস্কটি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তবে আমাদের কিছু ছেলে পঞ্চায়েত অফিসে পাহারায় রয়েছেন, যাতে আর এরকম ঘটনা না ঘটে।'

বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেছেন, 'একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ইসলামপুর থানায় এবং সেই অভিযোগের কপিও হাইকোর্টে পাঠানো হয়েছে।'

সিলিন্ডার ফেটে আগুনে আতঙ্ক

ইসলামপুর, ১০ সেপ্টেম্বর : রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ইসলামপুরের কলেজ মোড় সংলগ্ন বাবুপাড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। চিরঞ্জিত রায় নামে এক তরুণ গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চিরঞ্জিত ইসলামপুর শহরের শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা। জরুরি কাজে সেইসময় তিনি ওই এলাকায় ছিলেন। আগুন নেভানোর কাজে সাহায্য করতে গিয়েই গুরুতর জখম হন। বাকি তিনজনের জখম সামান্য হওয়ায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়রা জানান, হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। আচমকাই আগুন দেখতে পাওয়া যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা।

খুনের তদন্তে মিলল আগ্নেয়াস্ত্র

ইসলামপুর, ১০ সেপ্টেম্বর : রাজা ভিম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলামকে খুনের তদন্তে ফের সাফল্য পেল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরে এই মামলায় পুলিশের হেপাজতে থাকা চার দুষ্কৃতীকে সঙ্গে নিয়ে ইসলামপুর থানার অমলঝাড়ি এলাকায় পৌঁছান তদন্তকারীরা। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে খুনে ব্যবহৃত একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ৭ মিমি পিস্তল উদ্ধার হয়। পাশাপাশি ৯ রাউন্ড তাজা কার্তুজও উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সুপার রাকেশ সিং বলেন, 'ধৃতরা প্রাথমিক জেরায় আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছিল। এদিন ধৃতদের সঙ্গে নিয়ে অমলঝাড়ি এলাকায় পৌঁছে ৯ রাউন্ড কার্তুজ সহ একটি ৭ এমএম পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। খুনের সময় এই আগ্নেয়াস্ত্রই ব্যবহার করা হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা। যদিও উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হবে।'

সড়ক যেন চাষের খেত, ক্ষোভ এলাকায়

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১০ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল আমলেই বেঙ্গল টু বেঙ্গল রাজ্য সড়ক সংস্কারের জন্য দুই কোটি টাকার টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু সড়ক সংস্কার হয়নি। রাস্তার যা হাল, তাতে যখন-তখন উলটে যাচ্ছে টোটো। রাস্তার মরণফাঁদে এক মাস আগে বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে দুই তরুণের। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল রাস্তা সংস্কারের কাজ বন্ধ থাকা নিয়ে হতাশা চেপে রাখেননি। এদিকে পূর্ত দপ্তর ভোগান্তির কথা স্বীকার করলেও বর্ষার কারণে কাজ বন্ধ বলে যুক্তি দিয়েছে।

বেঙ্গল টু বেঙ্গল সড়কের সবচেয়ে শোচনীয় এলাকার বড় অংশ গোয়ালপোখর বিধানসভা এলাকায় পড়েছে। গত কয়েক টার্মের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক গোলাম রব্বানি 'আর সমস্যা দেখতে আসেন না' বলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বাসিন্দারা। বিধায়কের প্রতিক্রিয়া জানতে তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

দিন কয়েক আগে রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল জানিয়েছিলেন, কিশনগঞ্জ জেলাকে বাইপাস করে বেঙ্গল টু বেঙ্গল ফোর লেন সড়কের পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রকল্পটির ডিপিআর তৈরির কাজের বরাত দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলেও কার্তিক দাবি করেছিলেন।

কিন্তু কেন্দ্র এত বড় প্রকল্প হাতে নিলেও আগে থেকে অস্তিত্বে থাকা বেঙ্গল টু বেঙ্গল সড়কের বেহাল দশা নিয়ে সরকারি স্তরে উদাসীনতা কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

খানাখন্দে ভরে গিয়েছে বেঙ্গল টু বেঙ্গল রাজ্য সড়ক।

ইসলামপুরের ধনতলা থেকে বেঙ্গল টু বেঙ্গল রাজ্য সড়ক ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে আলাদা হয়ে যায়। নন্দঝাড় পর্যন্ত ভাঙাচোরা থাকলেও সড়কটি চলাচলের যোগ্য। কিন্তু নন্দঝাড় পার করে পামল, ঠিকরিবাড়ি, উত্তর ছোট পাটনা এবং বিপ্রীত মোড় পর্যন্ত সড়কের কার্যত কঙ্কালসার অবস্থা।

উত্তর ছোট পাটনা গ্রামে ভাঙা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে শাহিদ বলছিলেন, 'মাস কয়েক আগে রাস্তা সংস্কার হবে বলে মেশিনপত্র এলাকায় দেখেছিলাম। তারপর আচমকা সব বন্ধ হয়ে গেল। এলাকার বিধায়ক রব্বানির ভাই জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি। আমাদের এই ভোগান্তি নিয়ে বিধায়ক এবং তাঁর ভাইয়ের দেখা আর মেলে না। আসলে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে।'

এ নিয়ে সহকারী সভাধিপতি বলছেন, 'আমাদের আমলেই সড়ক সংস্কারের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া হয়েছিল। নতুন সরকার এজেন্সিকে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছে। বিরোধী হওয়ায় আমাদের মর্যাদা কতটা, তা বুঝতেই পারছেন।'

পূর্ত দপ্তরের (রোডস) ইসলামপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভবতোষ দাস বলেছেন, 'প্রায় দুই কোটি টাকা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ। এজেন্সি কাজও শুরু করেছে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য কাজ বন্ধ রয়েছে। তবে দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

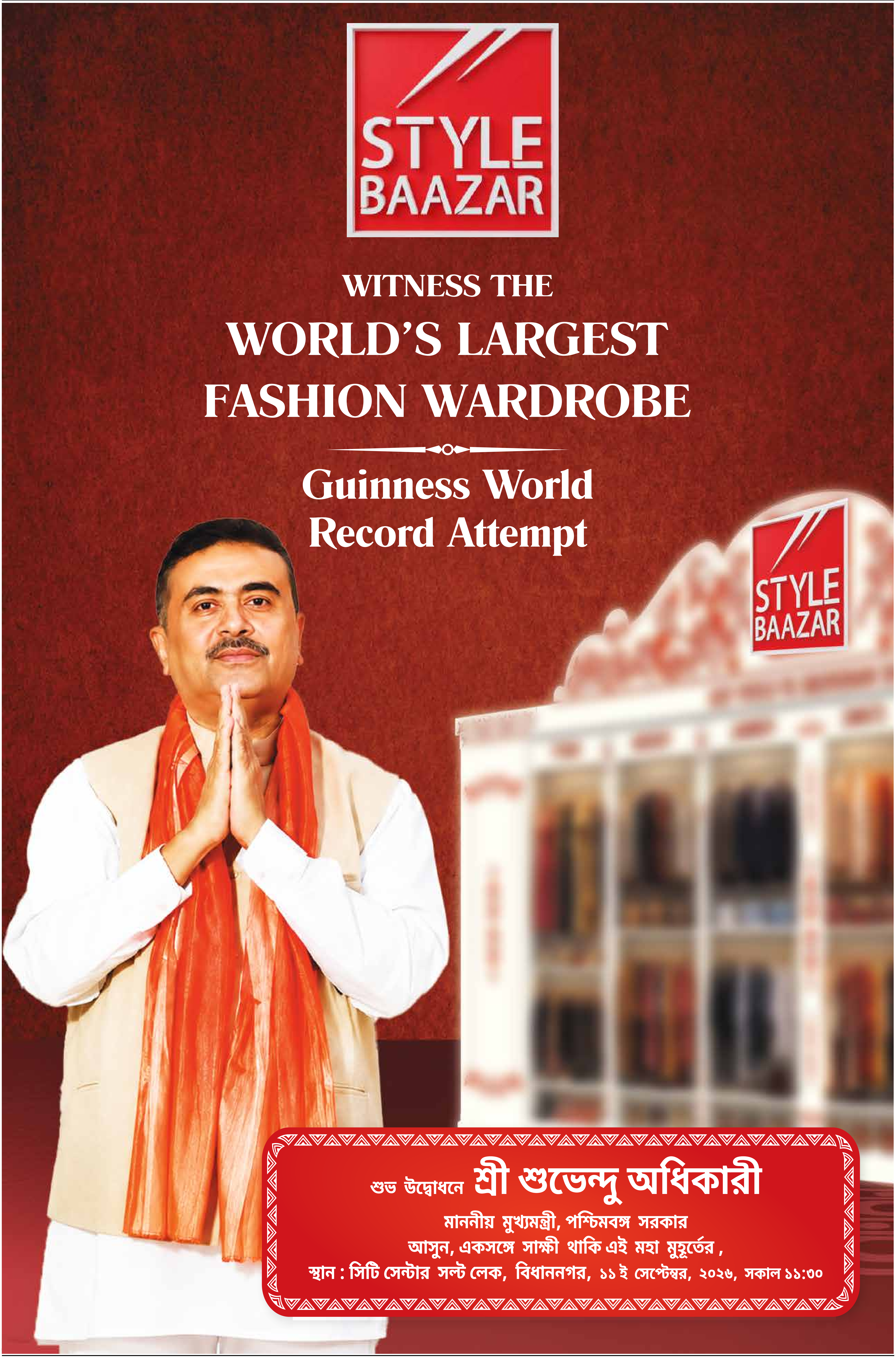
STYLE BAAZAR
WITNESS THE
WORLD'S LARGEST
FASHION WARDROBE
Guinness World
Record Attempt
STYLE BAAZAR
শুভ উদ্বোধনে শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
আসুন, একসঙ্গে সাক্ষী থাকি এই মহা মুহূর্তের ,
স্থান : সিটি সেন্টার সল্ট লেক, বিধাননগর, ১১ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সকাল ১১:৩০

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১১৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৪ ভাদ্র ১৪৩৩

গেরুয়া পথ

যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্। সমগ্র বিশ্ব যেখানে একটি নীড়ে এসে মিলেছে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিধুভূষণ শাস্ত্রীর পরামর্শে বিশ্বভারতীর সংকল্প-বাক্য হিসাবে এই বৈদিক মন্ত্রটি গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ হবে বিদ্যার উৎপাদন, যেখানে বিদ্যা বিতরণ হবে গৌণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যে কাজটি করে চলেছে দীর্ঘকাল ধরে।

বিদ্যার উৎপাদনে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির গৌরব রাজ্যকে মহিমান্বিত করেছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ এবং সরকারি হস্তক্ষেপে এই কাজ ক্রমাগত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। গবেষণার যে পরিধি বিস্তারলাভ করেছিল, তা সংকুচিত হতে শুরু করে সরকারি অনুদানের অভাবে।

কেন্দ্র এবং রাজ্যে বর্তমানে একই রাজনৈতিক দল ক্ষমতায়। অথচ মানোন্নয়নের পরিবর্তে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে শাসকদলের ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াই। পূর্বতন সরকারও রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ দলের কুক্ষিগত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। ফল মোটেও শুভ হয়নি। দুর্ভাগ্যের কথা, বর্তমান শাসকদল সেই একই কাজ আরও প্রবলভাবে করে চলেছে এবং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সেকাজে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন।

রাজ্যের বিজেপি সরকারের অভিযোগ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে দেশবিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যা নাকি বরদাস্ত করা চলবে না। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সমাবেশে দেশবিরোধী স্লোগান শোনা যাচ্ছে এবং দেওয়ালে সেইসব স্লোগান লেখা হচ্ছে। সরকারের এই দাবির প্রাথমিক কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যে কোনও স্লোগানকে দেশবিরোধী দাগিয়ে দিলেই তা দেশবিরোধী হয়ে যাবে- এমন নিশ্চয়তা নেই।

গত কয়েক বছর ধরে দেখা গিয়েছে, বিজেপি সরকার বা দলীয় অনুগামীরা সারা দেশেই বিরোধী অভিমতকে দেশবিরোধী আখ্যা দিয়ে থাকে। এরাজ্যে সেই একই কুনাট্যের প্রদর্শন শুরু হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোহার ফটক টপকে সরকার অনুগামী ছাত্র সংগঠনের কিছু ছাত্র এবং বহিরাগত অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। ফলত সেখানে অনভিপ্রেত অশান্তির সৃষ্টি হয়।

এই অশান্তিতে অনুঘটকের কাজ করেন কসবা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক। একজন নির্বাচিত রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উত্তেজক স্লোগান দেওয়ার অব্যবহিত পর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে যাওয়ায় দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শাসকদল এবং তার অনুগামীরা নিজেদের সনাতনী হিন্দু আখ্যায়িত করে থাকে বলে গৈরিক বর্ণের প্রতি তাদের তীব্র অনুরাগ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অশান্তির আগুন নির্বাপিত করার পরিবর্তে তাকে উসকে দিলে যে গৈরিক বর্ণকেই অপমান করা হয়, সেকথা বিস্মৃত হয়েছে শাসকদল এবং রাজ্য সরকার। রাজ্যের অভিভাবক হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৌরবান্বিত ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস করা। তা না করে মুখ্যমন্ত্রী যদি গৈরিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে তা রাজ্যের শিক্ষার পরিবেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়ে যাচ্ছে।

যখন রাজ্যের একপ্রান্তে এক চিলতে বাঁধের ওপর টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বন্যাবিধ্বস্ত নিরাশ্রয় মানুষের দল, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত করার অভিপ্রায়ে সাধু-সন্ত সহ পথ পরিক্রমা করছেন। এই ছবি মোটেও রাজ্য সরকারের পক্ষে ভালো বিজ্ঞাপন নয়। উত্তরবঙ্গের যেসব এলাকা নদীভাঙনের কবলে পড়েছে, সেখানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। সরকারের দায়িত্ব বন্যা রোধে একটি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

অন্যদিকে, যাদবপুরের মতো আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গতি রুদ্ধ করে সেখানে শাসকদলের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা কখনও সরকারের দায়িত্ব হতে পারে না। অথচ দুর্ভাগ্যের কথা, রাজ্য সরকার আপন দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে সেই কাজই করে চলেছে।

অমৃতধারা

নিজে শান্ত না হইলে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না। মানুষ শান্তিই খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু কী কৌশলে যে উহাকে লাভ করিতে হয় তাহা জানে না। ভালো মন্দ, জয় পরাজয় লইয়া থাকিলে কামনা বাসনা দুর হয় না এবং চিত্তের উদ্বেগ ও দৈন্য অপসারিত হয় না। ইহার ফলে চিরদিন হাহাকার ও ছুটাছুটি করিয়াই আমাদিগকে বেড়াইতে হয়। কেমন করিয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়, কেমন করিয়া জন্মজন্মান্তরের জ্বালা জুড়াইতে পারা যায়-এই প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। কিন্তু কয়জন ইহার মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন? তিনি বলেন- নিত্য বস্তু বা স্বভাবের সঙ্গে না করিলে দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি একেবারে বিসর্জন করিতে না পারিলে শান্তিলাভ করা অসম্ভব।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

রঙে রঙে বদলায় বঙ্গের রাজনীতি

লাল, সবুজ, গেরুয়া, নীল-সাদা পেরিয়ে ভোটের অঙ্কেই বদলে যায় রাজনৈতিক রঙের ভাষা।

জয়ন্ত চৌধুরী

বঙ্গ জীবনের রাজনীতিতে রং ঘিরে ভরপুর রঙ্গ। তৃণমূল কংগ্রেস হোক কিংবা বাম-কংগ্রেস, অথবা বিজেপি- সবার পরিচিতিতে ভিন্ন ভিন্ন রং জড়িয়ে। সৃজনশীলতার জগতে রঙের ব্যবহারে সাধারণত বহুমাত্রিক দার্শনিক ভাবনা কাজ করে। সেসব নিয়ে যুগ যুগ ধরে বিদ্যায়তনিক চর্চা চলছে। পশ্চিমী দুনিয়ায় ফরাসি বিপ্লব (লাল-সাদা-নীল) কিংবা রুশ বিপ্লবকে ঘিরে রংয়ের ঐতিহাসিকতা সর্বজনীন বার্তা নির্মিত হয়েছিল।

ভারতের প্রাক স্বাধীনতা পর্ব থেকে নানাবিধ রং ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্যোতক হয়ে উঠেছিল। সাতচল্লিশের পর সংসদীয় গণতন্ত্রে দলভিত্তিক পরিচিতি থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য বিস্তারেও রং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে। যা গত মে মাসে পালাবদলের পর বঙ্গবাসী আরও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। অহিংসা থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম- সব ক্ষেত্রেই আদর্শিক পরিচিতির সঙ্গে বারবার নির্দিষ্ট রঙের সংশ্লেষ ঘটেছে ভারতের রাজনীতিতে।

ভারতের জাতীয় পতাকার তিন রং গেরুয়া, সাদা ও সবুজ। জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাই বিবর্তিত হয়ে জাতীয় পতাকার রূপ নেয়। সেই পতাকাই আজ নরেন্দ্র মোদির 'হর ঘর তিরঙ্গা' উদযাপনের প্রতীক। বিজেপির প্রাণভোমরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তিন রঙে অশোকচক্র সংবলিত জাতীয় পতাকায় সায় দিলেও তাদের একমাত্র আরাধ্য গেরুয়া রং। সংঘের রাষ্ট্রবাদী চিন্তায় গেরুয়া রংয়ে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সংঘের দ্বিতীয় সরসংঘচালক এমএস গোলওয়ালকার মনে করতেন 'তিন' সংখ্যাটি হিন্দু সংস্কৃতির পক্ষে অশুভ। জাতীয় পতাকার সবুজ রংকে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতীক বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সংঘের কাছে ভারতীয় ঐতিহ্যের একমাত্র রং গেরুয়া। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতা দখলের পর গেরুয়া আর শুধু দলীয় নয়, সরকারের রঙে পরিণত হয়েছে। এককথায় শাসকের রং।

গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদের ফুসলানিকে আমল দেওয়া বিজেপির ধাতে সয় না। যার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত- অতি সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের তাণ্ডবলীলা। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গেরুয়া বাহিনীর সেই কর্মকাণ্ডকে 'গুন্ডামি' বলে আখ্যায়িত করায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একটি দৈনিক পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে শায়েস্তা করতে চেয়েছেন। তাঁর শরীরি ভাষা পড়তে কালক্ষেপ করেনি রাজ্যের নব্য গেরুয়া বাহিনী। তার জেরে বাংলার রাজনীতির এই রং চর্চা বাড়তি মাত্রা পেয়েছে।

সম্প্রতি কলকাতার একটি প্রাচীনতম সংবাদপত্রের ভবনের সাদা থামে গেরুয়া রং লেপে দেওয়া দেখে আটের দশকের গোড়ার একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। তখন দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায়। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী সেসময় বিধান রায়ের জমানায় প্রতিষ্ঠিত কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসগুলোর রং লাল করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাস হয়ে গেল টকটকে লালে-লাল।

আন্তর্জাতিকভাবে কংগ্রেস সাবেক লাল-সোভিয়েত ঘেঁষা হলেও বাংলায় লালে তাদের তীব্র অ্যালার্জি। ফলে রাজপথে লালরঙা বাস দেখে বেজায় চটলেন দলের নেতারা। তখন যুব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্র। যাত্রীভর্তি বাস আটকে, গায়ে সবুজ রঙের বালতি উপুড় করে চলত যুব কংগ্রেসি প্রতিবাদ। সঙ্গে স্লোগান- 'লাল গোলামি ছেড়ে বলো বন্দে মাতরম।' বাসে আগুন ধরিয়ে যুব কংগ্রেস কর্মীরা ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটাতেন।

রং-রাজনীতি। কলকাতায় লাল বাস।-ফাইল চিত্র

তখন বিক্ষোভ প্রদর্শনে পুলিশি নির্যাতনের ঝুঁকি ছিল। আজকের বাংলায় শাসকের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ। দৈনিকের দপ্তরে কার্যত পুলিশের ঘেরাটোপে গেরুয়া রংবাজি হয়েছে। রং নিয়ে ম্যানিয়া বা ফোবিয়া যা-ই হোক না কেন, তাতে কম-বেশি বাম-কংগ্রেস ও বিজেপি সবাই আক্রান্ত। লাল নিয়ে বামেদের আর সবুজ নিয়ে কংগ্রেসিদের আদিখ্যেতা ছিল।

রক্তের রং লাল। বিপ্লবের রং লাল। রেড স্যালুট বা লালসেলাম- এসব অনুষঙ্গে বিপ্লবী দর্শন সহযোগে লাল রং সংক্রান্ত ভাষণ শোনা যেত। বামেদের তৎকালীন পরিবহণমন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তীর মুখে রুশ বিপ্লব থেকে সরকারি বাসের রং বদলের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে ভাষণ শুনেছি। ওই জমানায় পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীও শহিদ মিনারের মাঠ লাল রং করে বিতর্কে জড়ান। পরে অবশ্য প্রবল জনমতের চাপে সাবেক রং ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

বামফ্রন্ট জিতলে 'লাল বাংলা লালে লাল' গোছের শিরোনাম লেখা হত খবরের কাগজে। আবার বাম শাসকের 'লাল সন্ত্রাস' আকছার লেখা হত পত্রপত্রিকায়। কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে আবার পায়ের তলায় সবুজ কার্পেট পাতা হলেও আপত্তি ছিল না কারও। বাম ছাত্র সংগঠন কলেজের গেটে ব্যানার-পোস্টারে লিখত 'রক্তিম অভিনন্দন।' কংগ্রেসি সংগঠন লিখত 'গৈরিক অভিনন্দন।'

সেই গেরুয়া প্রেম নিয়ে বিজেপির পূর্বসূরি জনসংঘ আমলে তেমন প্রশ্ন জাগেনি কংগ্রেসি মহলে। গত শতকের আটের দশকের শুরু থেকে রাম মন্দির আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রাজ্যে শুরু হয় ইটপুজো বা শিলা পূজন। আমবাঙালি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামের সঙ্গে পরিচিত হল। বাংলায় প্রথম প্রকাশ্যে এল তিনকোণা গেরুয়া ঝান্ডা। গেরুয়া রাজনীতি আর মুসলমান বিদ্বেষের অভিন্নতাই সম্ভবত গেরুয়া থেকে কংগ্রেসের মুখ সরানোর কারণ হয়ে উঠেছিল।

ছাত্র পরিষদের ব্যানার-পোস্টারে 'গৈরিক অভিনন্দন' সরে গিয়ে 'জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন' লেখা শুরু হল। তেরঙায় আবার অ্যালার্জি বামেদের। জাতীয় পতাকায় তারা খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত না। মজার ব্যাপার এ বিষয়ে সংঘেরও অ্যালার্জি ছিল বহুকাল। দ্বিতীয় সরসংঘচালক গোলওয়ালকার তাঁর 'বাঞ্চ অফ থটস' সংকলনে স্পষ্ট ভাষায় সেকথা লিখে গিয়েছেন।

সংসদীয় রাজনীতির সাফল্যের হাতছানি বিজেপিকে মত বদলাতে বাধ্য করেছিল বলে মনে হয়। ২০০২ সালে বাজপেয়ী জমানায় কানপুরে সংঘের সদর দপ্তরে প্রথম তেরঙা জাতীয় পতাকা তোলা হয় স্বাধীনতা দিবসে। অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাড়ে পাঁচ দশকের মাথায় গেরুয়া ভক্তরা তেরঙার সঙ্গে 'আপস' করলেন।

তেরঙা জাতীয় পতাকা তোলা বা স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন সিপিএমের অভিধানে ব্রাত্য ছিল। বামফ্রন্ট শাসনে সেই সিপিএমেরও ভোলবদল হল। সরকারি দল হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালনের পাশাপাশি বাম ছাত্র-যুব সংগঠন স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে সক্রিয় হত। সংসদীয় রাজনীতির বাধ্যবাধকতা বামেদের মতো আরএসএস ও বিজেপিকে আদর্শিক অবস্থান বদলাতে বাধ্য করেছে।

সংঘ শুধু যে তাদের গুরুজির 'বাঞ্চ অফ থটস' ছাপা বা প্রচার বন্ধ করেছে তাই নয়, শাসকের আসনে বসার পর তেরঙা পতাকার মহিমা কীর্তনে জাতীয় কংগ্রেসকেও টেক্কা দিতে শুরু করেছে। ভোট বড় বালাই, সে গেরুয়া হোক বা লাল। বাম মানে যেমন লাল, কংগ্রেস মানে যেমন সবুজ আবির, তেমনই হিন্দুত্ব মানে যেন গেরুয়া।

কংগ্রেসের গর্ভজাত তৃণমূলের মৌলিক কোনও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। বিজেপির পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের জাতশত্রু কংগ্রেস ভেঙে জন্ম তৃণমূলের। কিন্তু সংবিধান, সাংগঠনিক কাঠামো থেকে দলের পতাকার 'কালার স্কিম' সবই ছিল কংগ্রেস ও তৃণমূলের অভিন্ন। শুধু চরকার বদলে ঘাসফুল তৃণমূলের পতাকায়। জন্মাবধি 'একেশ্বরবাদী' (মমতায় সমর্পিত) তৃণমূল কোনও নির্দিষ্ট মতাদর্শের ধার ধারেনি।

কংগ্রেসি সংস্কৃতির অনুকরণে তেরঙায় ভরসা ছিল তৃণমূলের। কিন্তু ক্ষমতায় বসার পর মমতা পতাকা না বদলালেও সরকারি রং হিসেবে নীল-সাদা চালু করলেন। যেহেতু মমতা দল ও প্রশাসনকে একবিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাই তেরঙাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল নীল-সাদার প্রতি তৃণমূলি অনুরাগ। গেরুয়া, সবুজ, সাদা বা লাল নিয়ে সংশ্লিষ্ট দলগুলির ব্যাখ্যা আছে। তৃণমূলের ক্ষেত্রে তেমন কোনও ব্যাখ্যা খোঁজা অনর্থক। কেন না সবটাই নেত্রীর মর্জিমাফিক। পশ্চিমবঙ্গের পরিষদীয় রাজনীতিতে প্রান্তিক শক্তিতে পর্যবসিত বাম, কংগ্রেস মায় আইএসএফ পর্যন্ত গৈরিকীকরণের প্রতিবাদ করলেও রং রাজনীতি মমতাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

(লেখক সাংবাদিক)

বাংলার রাজনীতিতে রং কখনও শুধু প্রতীক নয়, ক্ষমতারও ভাষা। লাল বামেদের বিপ্লবী পরিচয়, সবুজ কংগ্রেসের রাজনৈতিক আবহ, গেরুয়া হিন্দুত্বের দৃশ্যমান চিহ্ন, আর নীল-সাদা তৃণমূলের প্রশাসনিক ছাপ হয়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে দলগুলির অবস্থান বদলেছে, জাতীয় পতাকা নিয়েও আপস হয়েছে, পুরোনো রঙের ব্যাখ্যাও পালটেছে। কিন্তু ভোটের অঙ্কে রঙের গুরুত্ব কমেনি। বরং ক্ষমতা, দলীয় পরিচয় এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে রঙের যোগ যত গভীর হয়েছে, ততই বাংলার রাজনীতিতে রং হয়ে উঠেছে এক শক্তিশালী দৃশ্যমান রাজনৈতিক ভাষা। সেই ভাষা সময়ের সঙ্গে নিজের অর্থও বদলেছে বারবার।

আজ

১৯১১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত ক্রিকেটার লালা অমরনাথ।

১৯৭০

লোকসংগীতশিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকথিত পণ্ডিতদের পাঠাব। গিয়ে দুর্বল ইউনিভার্সিটিগুলোকে শক্তিশালী করে দিয়ে আসুক। আপনাদের এত জ্ঞান, এত আন্তর্জাতিক বুদ্ধি। কমরেড লেনিন, কমরেড মার্কস, চে গেভারা...কৃষকের রাজত্বের কথা, শ্রমিকের রাজত্বের কথা বলেন। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান। সমাজে বদল আনতে গেলে পুরোনো ইউনিভার্সিটি থেকে নতুন ইউনিভার্সিটিতে পাঠাব। তাঁদের বিরাট মেধাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে চাই। আপত্তির কী আছে! জুটা'র লোকেরা কী করেছেন, সব ইতিহাস বার করব। সীমা আছে বেয়াদবির।

-শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

সবরমতী রিভারফ্রন্টের ব্যস্ত রাস্তায় এক বাইকে পাঁচ সওয়ার! চালকের পিছনে তিনজন, আর একজনকে ঝুলিয়ে নেওয়া হয়েছে মোটর সাইকেলের পাশে, যেন লাগেজ। সেই দৃশ্যের ভিডিও ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ, শুরু হয়েছে তদন্ত।

ভাইরাল/২

চেয়ার এগিয়ে রাখা নিয়ে বচসা থেকে সহপাঠীদের বিদ্রুপের শিকার হন এক ছাত্রী। কয়েকজন এগিয়ে এলে এক সহপাঠীকে চড় মারেন তিনি। অভিযোগ, এরপর এক ছাত্র তাঁকে মারধর করলে মাটিতে লুটিয়ে জ্ঞান হারান ছাত্রী। কেজিএফের মহাবীর জৈন কলেজের সিসিটিভিতে ধরা পড়ে ঘটনা।

জনমন
জনমত

'আহ্লাদি বাচ্চা, একটু-আধটু হয়েই থাকে'

৯ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় 'শিক্ষককে ফেলে মার' শীর্ষক সংবাদের সঙ্গে পরপর সারিবদ্ধ রোমহর্ষক ছবিগুলো দেখে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এল। এই তো শিক্ষক দিবস উদযাপনের এক সপ্তাহও কাটেনি। কত ছাত্রছাত্রী এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে গেল, সঙ্গে দিয়ে গেল কত না উপহার! জীবনের চারটি মূল্যবান দশক পার করে এসেছি এই মহান ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে। পড়াশোনা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে শাসন করেছি, আবার ভালোবেসে বুকেও টেনে নিয়েছি। অবসর গ্রহণের দিন ছেলেমেয়েরা বুকে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদছে, হাতে ছোট ছোট উপহার নিয়ে অপেক্ষমান- সে দৃশ্য ভোলার নয়। একজন শিক্ষকের কাছে এটাই কাঙ্ক্ষিত, এটাই পরম সম্মানের।

কিন্তু যখন দেখলাম ঐতিহ্যবাহী জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ওপর ছাত্রদের আক্রমণ—একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন রেখে দিয়ে গেল এই ঘটনা। এটাই কি একজন মানুষ গড়ার কারিগরের যোগ্য পুরস্কার? স্কুলচত্বর শিক্ষকের রক্তে সিক্ত হল, আর তথাকথিত সুশীল সমাজ আমরা বসে রইলাম নীরব দর্শক হয়ে! শিক্ষাগুরুকে নিগৃহীত করে শিক্ষার্থীদের মুখে দানবীয় হাসি দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এদের বাবা-মায়েরা কি দেখতে পাচ্ছেন তাঁদের সন্তানের অপরাধ? আসলে ওরা তো আদরের সন্তান! একটু ভুল করেছে, তবে গায়ে হাত না তুললেই ভালো হত। এ যুগের ছেলে তো, একটু-আধটু হয়েই থাকে! এই হল আমাদের পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

ছাত্রদের শাসন করা যাবে না, ওদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এমনকি তিরস্কারও করা যাবে না— এটাই তো আজ সমাজের নিয়ম। আহ্লাদি বাচ্চাদের দিকে চোখ রাঙালেও থানায় অভিযোগ হতে পারে। সেখানে একজন শিক্ষক একটু-আধটু নিগৃহীত হলেনই বা! এই অসম্মান কেবল একজন শিক্ষকের নয়, গোটা শিক্ষক সমাজের। আজ যদি অপরাধী ছাত্রদের চিহ্নিত করে শাস্তিও দেওয়া হয়, তবু কি মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া যাবে?

সঞ্জীব বাগচী, প্রাক্তন শিক্ষক, ইসলামপুর।

শাসন নেই, শ্রদ্ধাও নেই

শিক্ষকতা শুধুমাত্র জীবিকা নয়। শিক্ষকতা এক মহান ব্রত। বর্তমানে শিক্ষকদের থেকে ছাত্রদের শাসন করার অধিকার তুলে নেওয়া হয়েছে। এর ফল ভালো কি খারাপ বর্তমান পরিস্থিতি দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। কথায় বলে 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে'। এই অবস্থায় শিক্ষকদের করণীয় কী, জবাব কে দেবে?

শিক্ষকরা শাসন করলে কোনও কোনও অভিভাবক স্কুলে এসে সন্তানের সামনেই শিক্ষকদের কাছে শাসন করার জন্য কৈফিয়ত চাইছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারছে না আর শিক্ষকরাও ছাত্রছাত্রীদের নিজের মনে করতে পারছেন না। এজন্য শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারছে না। তিক্ততা তৈরি হচ্ছে। ফলে ক্ষতি হচ্ছে ছাত্রদেরই। এই অবস্থা সবার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষকদের যেমন ছাত্রদের প্রতি স্নেহশীল থাকা দরকার, তেমনই ছাত্রদেরও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া জরুরি।

অঞ্জলি চন্দ (দত্ত)
পান্ডাপাড়া পার্ক মোড়, জলপাইগুড়ি।

এক লহমায় বদলে গিয়েছিল সবকিছু

ডিট্রয়েটের ক্যাম্পাস থেকে ৯/১১ স্মৃতিসৌধ, পঁচিশ বছর পরও সেই দুঃসহ স্মৃতি যেন ফিকে হওয়ার নয়।

কোহিনূর কর

কিছু স্মৃতি ভুলতে চাইলেও এই জীবদ্দশায় ভোলা সম্ভব নয়। তেমনই একটা দিন ছিল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। তখন আমার পিএইচডি পাঠক্রমের মাঝপথ। থাকতাম মিশিগানের ডিট্রয়েট শহরে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মধ্যেই একটা ন'তলা আবাসনের ছ'তলায়। সকালে ঠান্ডা দুধ আর সিরিয়াল খেয়ে লিফট ধরে একতলায় পৌঁছালাম। সপ্তাহের অন্তত পাঁচদিন আমার গন্তব্য ছিল একটাই- সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। বছরের পর বছর একই আবাসনে থাকতে থাকতে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, লবির রিসেপশনে যাঁর ডিউটি থাকত, তাঁকে 'গুড মর্নিং' বলা। সোম থেকে শুক্রবার ড্যান, আর শনি রবিবার রুথ বসতেন। রুথের সঙ্গে আমার মায়ের আলাপের পর সুন্দর একটা সখ্যও তৈরি হয়েছিল।

কাজের চাপ থাকলে গুড মর্নিং বলেই সোজা ডিপার্টমেন্টের দিকে হাঁটা লাগাতাম। কিন্তু সেদিন রিসেপশনে ছিল ড্যান। ওর অভ্যাস ছিল, কোণে রাখা টিভিতে সব সময় খবর না হলে খেলা দেখা। আমাকে ওখানে দেখতে পেলেই চেয়ার ঘুরিয়ে কথা বলত। সেদিন গুড মর্নিং করতেই দেখলাম, ড্যান টিভির পর্দায় চোখ রেখে দুটো হাত মাথার ওপরে তুলে যেন চুলগুলো টেনে ছিঁড়তে চলেছে। চেয়ার ছেড়ে প্রচণ্ড উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে টিভির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, দ্যাখো কর, কী মারাত্মক অবস্থা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারে, প্লেন ক্র্যাশ করে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। তখন তো আর মোবাইল ফোনের বিলাসিতা ছিল না। আমারও চোখ দুটো একদম ছানাবড়া হয়ে গেল।

বেশ শঙ্কার সঙ্গেই ডিপার্টমেন্টে পৌঁছে খোঁজ নিচ্ছিলাম, খবরটা সবাই পেয়েছে কি না। যাঁরা গাড়িতে যাতায়াত করতেন, তাঁদের অনেকে গাড়ির রেডিওতেই খবরটা পেয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন কাজে মন বসছিল না। একটু বেলার দিকে ডিপার্টমেন্ট চেয়ার আসেন। তার কিছু সময়ের মধ্যেই ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্ট ডঃ আরভাইন রিড ঘোষণা করে দিলেন, নিরাপত্তার স্বার্থে ক্যাম্পাসের সবাইকে নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। সেদিন আর কোনও কাজ বা ক্লাস হবে না। দেশে কলেজ জীবনের মতো হইহই করে বেরিয়ে আড্ডা দেওয়ার কথা মনে হয়নি। বরং মনে হচ্ছিল, যে কাজটা আজ শেষ করার কথা ছিল, সেটা এক দিন পিছিয়ে যাবে। ঘরে নিজস্ব কম্পিউটারও তখন হয়নি।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিমানহানার পর।

পরে টিভি আর খবরের কাগজ পড়ে জানা গেল, সকাল ৮টা ৪৬ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১১ নর্থ টাওয়ারে ধাক্কা মারে। বিমানে ছিলেন ৯২ জন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিল সন্ত্রাসবাদী। এর ১৭ মিনিট পর, সকাল ৯টা ৩ মিনিটে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১৭৫ সাউথ টাওয়ারে ধাক্কা মারে। বিমানে ছিলেন ৬৫ জন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিল সন্ত্রাসবাদী। সকাল ৯টা ৩৭ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ৭৭ ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনে পেন্টাগনে আঘাত হানে। বিমানে ছিলেন ৬৪ জন। ৯/১১ হামলায় মোট ২,৯৭৭ জনের মৃত্যু হয়। নিউ ইয়র্কে ২,৭৫৩ জন, পেন্টাগনে ১৮৪ জন এবং ফ্লাইট ৯৩-এ ৪০ জন। ৩৪৩ জন এফডিএনওয়াই দমকলকর্মী, ২৩ জন এনওয়াইপিডি অফিসার এবং ৩৭ জন পোর্ট অথরিটি পুলিশ অফিসারও প্রাণ হারান।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই ভয়াবহ ঘটনার কথা মনে পড়লে স্বাভাবিকভাবেই গায়ে কাঁটা দেয়। বেশ কয়েক বছর বাদে নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের জায়গায় তৈরি ৯/১১ মেমোরিয়াল দেখার সুযোগ হয়েছিল। টুইন রিফ্লেক্টিং পুলের বিরামহীন জলের ধারার সামনে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষের নাম আর মাঝে মাঝে ফুলের তোড়া দেখে অদ্ভুত একটা অনুভূতি আমাকে ঘোরের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। সে কথা বলে বোঝানো অসম্ভব। গত বছর অ্যারিজোনার টেম্পি শহরের টেম্পি বিচ পার্কে প্রায় ৩,০০০ আমেরিকার জাতীয় পতাকা মোমবাতি সহ ঘাসের ওপর সারি সারি সাজানো হয়েছিল। প্রতিটি পতাকা একজন নিহত মানুষের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে। এ বছর ৯/১১-র ২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। তাই এবারও সেখানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের আয়োজন থাকছে। ৯/১১ মনে করিয়ে দেয় সেই বিশেষ স্লোগান, 'নেভার ফরগেট'।

(লেখক অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৪৭

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। অনির্দিষ্ট কোনও একজন ৩। বজ্র, অশনি, শিকারি পাখিবিশেষ ৫। চিঠি, ভাষার লেখ্যরূপ, অক্ষর ৬। অভিযুক্ত ব্যক্তি ৮। বীজ রোপণ, বোনা ১০। সংগীতের বাঁধুনি বা রচনা ১২। সংগীতে বংশবিশেষের পুরুষানুক্রমে প্রচলিত অনুশীলন রীতি ১৪। প্রদীপ, বাতি ১৫। শরীর, দেহ ১৬। নাশ বা বিনাশ আছে এমন, অস্থায়ী।

উপর-নীচ : ১। লোকের মুখে প্রচারিত গুজব ২। ঝিনুক পুড়িয়ে তৈরি চুন ৪। নাচগান ইত্যাদির আসর বা বৈঠক ৭। বন্ধু, সুহৃদ, বাঙালি হিন্দুর পদবি ৯। বাংলা বছরের একটি মাস ১০। উপস্থিত কাল, এই সময় ১১। চাঁদ ১৩। পদ্ম।

সমাধান ■ ৪৫৪৬

পাশাপাশি : ১। খতম ৩। বলাবল ৪। নিতল ৫। ভট্টাচার্য ৭। তক ১০। মরু ১২। টাকাকড়ি ১৪। বাহবা ১৫। সাজগোজ ১৬। বর্জন।

উপর-নীচ : ১। খরস্রোত ২। মনিব ৩। বলভদ্র ৬। চাটিম ৮। কড়কা ৯। ধড়িবাজ ১১। রুইতন ১৩। রবাব।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আজ ব্যাংক ধর্মঘট

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : সপ্তাহের শেষ কাজের দিনে দেশজুড়ে ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিল ব্যাংক কর্মী এবং অফিসারদের সাতটি ইউনিয়ন। শনিবার মাসের দ্বিতীয় হওয়ায় সেদিনও ব্যাংক বন্ধ থাকবে। ফলে টানা তিনদিন ব্যাংক বন্ধ থাকবে।

প্রতি সপ্তাহে শনি ও রবি দু'দিন ছুটি এবং কাজের ভিত্তিতে উৎসাহ নীতি বদল সহ একাধিক দাবিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে সাতটি ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ ইউএফবিইইউ। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, সরকারি এবং বেসরকারি সব ব্যাংকই বন্ধ থাকবে শুক্রবার। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ব্যাহত হতে পারে এটিএম পরিষেবাও। সংগঠনের এক নেতা জানিয়েছেন, ২০২৪-এ পাঁচ দিনের সপ্তাহ চালু করা নিয়ে চুক্তি হলেও এখনও তা কার্যকর করা হয়নি। দাবি না মানা হলে টানা তিনদিন ধর্মঘটেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইউএফবিইইউ। তাতেও কাজ না হলে ২৬ অক্টোবর থেকে লাগাতার ধর্মঘট করবে সাত ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ।

ভোটে জিতলেই প্রাপ্তবয়স্করা পাবেন ৫ হাজার ডলার

ট্রাম্পেরও ভরসা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

ডালাস, ১০ সেপ্টেম্বর : ক্ষমতা বড় বালাই। তাই সেটা ধরে রাখতে গরিব ভারতের জুতোতেই পা গলাতে হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে!

নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানরা মার্কিন কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারলে দেশের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ৫,০০০ ডলার আর্থিক অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। তীব্র অর্থনৈতিক দৈন্যদশার আবহে প্রাক-নির্বাচনি সমীক্ষায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া এবং জনপ্রিয়তায় অভূতপূর্ব ধস নামার মুখে এই রাজনৈতিক চাল চেলেছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রেসিডেন্ট।

টেক্সাসের ডালাসে আয়োজিত দলের প্রথম মধ্যবর্তী নির্বাচনি সম্মেলনে ১০০ মিনিটের এক দীর্ঘ ভাষণে ৮০ বছর বয়সি ট্রাম্প এই অনুদানের নাম দিয়েছেন 'ট্রাম্প ডিভিডেন্ড'। সেখানে সমবেত সমর্থকদের উদ্দেশে ডোনাল্ড ট্রাম্প সরাসরি বলেন, 'যদি রিপাবলিকানরা জেতেন, তা হলে আমাদের সঙ্গে আপনারাও জিতবেন। আপনারা পাবেন ৫ হাজার ডলার। এটাকে বলা হবে ট্রাম্প ডিভিডেন্ড।'

এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে আসবে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও রূপরেখা এড়িয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, দেশের কাছে প্রচুর অর্থ রয়েছে। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিককে এই অর্থ দিতে গেলে মার্কিন প্রশাসনের কোষাগার থেকে ১ লক্ষ কোটি ডলারেরও বেশি খরচ হবে, যা রূপায়ণে কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রয়োজন।

আগামী ৩ নভেম্বর মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের ৪৩৫টি এবং উচ্চকক্ষ সেনেটের ১০০টির মধ্যে ৩৫টি আসনে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে, যার ফলে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তার রেটিং কমে মাত্র ৩৩ শতাংশে এসে ঠেকেছে। বিভিন্ন প্রাক-নির্বাচনি সমীক্ষায় বিরোধী ডেমোক্র্যাটরা এগিয়ে রয়েছে এবং রিপাবলিকানরা আইনসভার দু'কক্ষেই আধিপত্য হারানোর আশঙ্কায় ভুগছে। গদি বাঁচানোর লড়াইয়ে এহেন চরম বেকায়দায় পড়া পরিস্থিতিতে ট্রাম্প ভারতের পরীক্ষিত 'ভাতা নীতি' বা 'রেভড়ি কালচার' আপন করে নিয়েছেন বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

ভারতে আসছেন জিনপিং

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : বিশকেকে বন্ধুত্বের যে ঝলক দেখা গিয়েছিল ব্রিকসের ফাঁকে সেটাকেই পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে চাইছে ভারত। শনিবার থেকে দিল্লির ভারত মণ্ডপমে শুরু হচ্ছে ১৮ তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। তার আগে বৃহস্পতিবার যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে চিনের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, ওই সম্মেলনের যোগ দিতে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভারতে আসছেন। ২০২০ সালে গালওয়ানে দুই দেশের সেনাবাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ৬ বছর পর এই প্রথমবার ভারতে পা রাখতে চলেছেন চিনা প্রেসিডেন্ট। শেষবার তিনি ভারতে এসেছিলেন সাতবছর আগে ২০১৯ সালে।

শুধু পা রাখাই নয়, ব্রিকসের ফাঁকে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে আলোচনা হওয়ার সম্ভবনাও প্রবল। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরেই নয়াদিল্লি পৌঁছোনোর কথা জিনপিংয়ের। ওইদিনই ব্রিকসের ফাঁকে মোদির সঙ্গে তাঁর একান্ত বৈঠক হতে পারে। সম্প্রতি বিশকেকে সাংহাই কর্পোরেশনের (এসসিও) বৈঠকে চিনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু সেখানে তাঁদের মধ্যে আলাদা করে কোনও বৈঠক হয়নি। ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ভারত মণ্ডপমে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দীর্ঘদিনের সীমান্ত উত্তেজনা, কূটনৈতিক দূরত্ব এবং অর্থনৈতিক টানাপড়েনের পর গত কয়েক মাসে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা একটি বড় অমীমাংসিত বিষয় হয়ে রয়েছে। ২০২০ সালের জুনে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় দুই দেশের সেনার মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ দুই দেশের সম্পর্ককে আরো দূরে ঠেলে দেয়। ওই সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় জওয়ান নিহত হন। চিনও সরকারি ভাবে তাদের চার সেনার মৃত্যুর কথা স্বীকার করে। গালওয়ানের পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর দীর্ঘ সময় ধরে সামরিক উত্তেজনা বজায় থাকে এবং ভারত-চিন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কও তলানিতে পৌঁছয়। সম্প্রতি চিন সফরে গিয়েছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভাল। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে দুই দেশের তিক্ততা এখনও রয়েছে। সম্প্রতি স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন, চিনের তরফে অরুণাচলে গতিবিধি বাড়ছে। কিন্তু ভারতীয় সেনা বা কেন্দ্রীয় সরকার সেদিকে নজর দিচ্ছে না। চিন অরুণাচল প্রদেশকে 'জাংনান' বা 'দক্ষিণ তিব্বত' বলে দাবি করে। ভারত বরাবরই চিনের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে এসেছে এবং অরুণাচল প্রদেশকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে জানিয়ে এসেছে। ফলে গালওয়ান পরবর্তীতে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক টানাপোড়েন এখনও জারি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মোদি-জিনপিং বৈঠক সেই টানাপোড়েন কতটা কমাতে পারবে তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

এদিকে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের মধ্যে ব্রিকস সম্মেলনের সদস্য দেশগুলির মধ্যেও মতপার্থক্য যথেষ্ট। ইরান ২০২৪ সালে ব্রিকসের পূর্ণ সদস্য হয়েছে। অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিও এই গোষ্ঠীর সদস্য। বর্তমান সংঘাতে দুই দেশের অবস্থান এবং স্বার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

REGD. No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CG-DL-E-26082026-275798
EXTRAORDINARY
PART II- Section 3- Sub-section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 4560] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 25th August, 2026

S.O. 4745(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH31D in the stretch of land from Km. 83.340 to Km. 113.2 (Office of the District Magistrate) in the district of Jalpaiguri in the state of WEST BENGAL, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH31D in the stretch of land from Km. 83.340 to Km. 113.2 (Office of the District Magistrate) in the district of Jalpaiguri in the state of WEST BENGAL

State: WEST BENGAL			District: Jalpaiguri		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dhupguri					
Village: Purba Altagram (J.L. No. 76)					
1	3666	Private	Agriculture(DAHALA)	0.02 (Acre)	0.0080939
Village: Bara Gharia					
2	11	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1700001 (Acre)	0.0687981
3	12	Private	Agriculture(DAHALA)	0.2299999 (Acre)	0.0930797
4	1242	Private	Agriculture(DAHALA)	0.31 (Acre)	0.1254553
5	15	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1549999 (Acre)	0.0627276
6	163	Private	Agriculture (DANGA)	0.0800001 (Acre)	0.0323756
7	165	Private	Agriculture (PATH)	0.0499999 (Acre)	0.0202347
8	166	Private	Agriculture (SAHARI)	0.1000001 (Acre)	0.0404695
9	167	Private	Agriculture (PATH)	0.02 (Acre)	0.0080939
10	168	Private	Agriculture (SAHARI)	0.0849999 (Acre)	0.034399
11	169	Private	Agriculture (SAHARI)	0.195 (Acre)	0.0789154
12	17	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1500001 (Acre)	0.0607042
13	170	Private	Agriculture (SAHARI)	0.07 (Acre)	0.0283286
14	18	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1000001 (Acre)	0.0404695
15	21	Private	Agriculture(DAHALA)	0.2375 (Acre)	0.0961149
16	212	Private	Agriculture(DAHALA)	0.02 (Acre)	0.0080939
17	213	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1300001 (Acre)	0.0526103
18	214	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0675 (Acre)	0.0273169
19	215	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0400001 (Acre)	0.0161878
20	216	Private	Agriculture(DAHALA)	0.01 (Acre)	0.0040469
21	232	Private	Agriculture(DAHALA)	0.72 (Acre)	0.29138
22	235	Private	Agriculture(DAHALA)	0.5182 (Acre)	0.2097127
23	238	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0299999 (Acre)	0.0121408
24	245	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0636001 (Acre)	0.0257386
25	246	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1300001 (Acre)	0.0526103
26	247	Private	Agriculture (SAHARI)	0.1000001 (Acre)	0.0404695
27	296	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1150001 (Acre)	0.0465399
28	301	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0675 (Acre)	0.0273169
29	302	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0400001 (Acre)	0.0161878
30	303	Private	Agriculture(DAHALA)	0.02 (Acre)	0.0080939
31	305	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1025 (Acre)	0.0414812
32	306	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0499999 (Acre)	0.0202347
33	5	Private	Agriculture(DAHALA)	0.02 (Acre)	0.0080939
34	6	Private	Agriculture(DAHALA)	0.07 (Acre)	0.0283286
35	66	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0299999 (Acre)	0.0121408
36	7	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1300001 (Acre)	0.0526103
37	70	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0275 (Acre)	0.0111291
38	71	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0299999 (Acre)	0.0121408
39	72	Private	Agriculture (SAHARI)	0.1300001 (Acre)	0.0526103
40	73	Private	Agriculture(DAHALA)	0.2275 (Acre)	0.092068
41	74	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1199999 (Acre)	0.0485633
42	75	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1199999 (Acre)	0.0485633
43	78	Private	Agriculture(DAHALA)	0.2125 (Acre)	0.0859976
44	8	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1749999 (Acre)	0.0708215
45	82	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1500001 (Acre)	0.0607042
46	83	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1 (Acre)	0.0404695
47	86	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1775 (Acre)	0.0718333
48	87	Private	Agriculture(DAHALA)	0.3350009 (Acre)	0.1355726
49	91	Private	Agriculture(DAHALA)	0.2299999 (Acre)	0.0930797
50	92	Private	Agriculture(DAHALA)	0.115 (Acre)	0.0465399
51	93	Private	Agriculture(DAHALA)	0.19 (Acre)	0.076892
52	94	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1 (Acre)	0.0404695
53	95	Private	Agriculture(DAHALA)	0.3299996 (Acre)	0.1335492
54	97	Private	Agriculture(DAHALA)	0.02 (Acre)	0.0080939
55	98	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0099999 (Acre)	0.0040469
Village: Bhemtia (J.L. No. 90)					
56	1865	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0250001 (Acre)	0.0101174
57	1866	Private	Agriculture(DAHALA)	0.035 (Acre)	0.0141643
58	1867	Private	Agriculture(DAHALA)	0.1300001 (Acre)	0.0526103
59	1868	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0449999 (Acre)	0.0182112
60	1869	Private	Agriculture(DAHALA)	0.0250001 (Acre)	0.0101174
61	1870	Private	Agriculture(DAHALA)	0.005 (Acre)	0.0020235
62	1929	Private	Agriculture (SAHARI)	0.1399999 (Acre)	0.0566572
				Total	3.0966415

[F. No. NHAI Tech/Ph-III/DPR/LA/WB/2003/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. WBPHED/EE/MD/NIeT_ 20 (2nd Call) of 2026-27. Vide NIeT memo no.3336/MD, Dt-07/09/2026. Tender ID-2026_PHED_5022688_1 to 2026_PHED_5022688_20. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online) :- 05/10/2026 upto 05:00 P.M. Tender invited by the undersigned for Different Types of Works under Malda Division, P.H.E. Dte. All details available in website www.tenders.wb.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Division, P.H.E. Dte. Govt. of West Bengal. ICA-T17531(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
SE, NBHC, P.W.(Roads) Directorate invites online e-tender for the work of: - Construction of Box Culverts 5 cell 5.00 m X 4.00 m and 2 cell 3.00 m X 3.00 m at ch. 6.90 km and 11.70 km respectively by replacing old and narrow culvert of Jayanti - Dhawla Road under Alipurduar Highway Division in the district of Alipurduar. Project Id:- PD2627534115000. Rs. 4,28,01,099.52, NIeT No. 07 of 2026-27, Tender Id:- 2026_WBPWD_5023177_1, Bid submission start date (online) 14.09.26 from 15.00 hrs. Bid submission closing date (online) 06.10.26 upto 15.00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- S.E., NBHC., PWRD., GOVT. OF W.B. ICA-T17591(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Superintending Engineer, Northern Circle, P.W. Dte. invites online e-tender for the following work - Pirgachi (Dosti More at NH 34) to Kunor via Malgaon – VR Chainage from 0.00 km to 15.40 km (excluding market portion – 1250 mtr), Strengthening and Protection Work Under Uttar Dinajpur Division P.W.D. in the district of Uttar Dinajpur. Estimated Amount : Rs. 22,53,44,384.00. e-NIT No. 07 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5022938_1. Bid submission start date (online) : **14.09.2026 from 11:00 A.M.** Bid submission closing date (online) : **05.10.2026 upto 03:00 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Superintending Engineer, Northern Circle, P.W. Dte. ICA-T17560(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM : RECTIFICATION OF THE NAME OF WORK IN SL NO. 01 OF NIeT-12 OF 2026-27 OF AE/MHSD
Tender ID: 2026_WBPWD_5022954_1
It is to inform all prospective bidders that the name of work of Serial no. 01 of NIeT 12 of 2026-27 of AE/MHSD as published in the tender notice shall be read as "Ambari Rly. Crossing to Paramunda More Road from Ch. 0.00 kmp to Ch. 2.00 km, emergency patch maintenance work in different stretches under Jalpaiguri Highway Division in the District of Jalpaiguri", instead of "Upper Chengmari Nepali Line to Bhutan Border Road from Ch. 0.00 kmp to Ch. 1.20 km, emergency patch maintenance work in different stretches under Jalpaiguri Highway Division in the District of Jalpaiguri." Sd/- (Siddartha Mandal), Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Dte. ICA-T17558(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Siliguri Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte. invites e-Tender for the following work– "Replacement of Existing LED Glow Sign Board by Supplying, Fabricating and Erecting a New MS Supporting Structure with LED Acrylic Glow Sign Board at Inspection Bungalow, PWD." eNIT No.-WBPWD/AE/SESD-I/e-NIT-02 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5020132_1. Bid submission start date(online): 09/09/2026 from 02:00P.M. Bid submission closing date(online): 19/09/2026 upto 01:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte. Siliguri Electrical Sub-Division-I. ICA-T17553(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer/ Alipurduar Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites online e tender for the work of Repair & maintenance work of residence of the Executive Engineers under Alipurduar Highway Division in the district of Alipurduar under Alipurduar Highway Division during the financial year 2026-27. N.I.(e)T. No.- 13 of 2026-27/EE /APD HW DIVN. Tender Id-2026_WBPWD_5022897_1. Bid submission start date (Online): 10.09.2026 from 01.30 p.m. Bid submission closing date (Online): 25.09.2026 upto 01.30 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.(e)T. and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Highway Division P.W.(Roads) Dte. ICA-T17572(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5023007_1. Bid Submission end Date: 23.09.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division ICA-T17581(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED QUOTATION NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD invites online e-NIQ for 1 (one) No. DPR work for Road. e-NIQ No. 16 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5022799_1. Bid submission start date (online) 11/09/2029 from 02:00 p.m. Bid submission closing date (online) 18/09/2026 at 02:00 p.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.Q. and Quotation documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, P.W.D. ICA-T17559(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte., on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/eNIT-15/2026-27 and ID: 2026_PHED_5023243_1 to Restoration of P/L, under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 19.09.2026 upto 16:00 Hours. The details/addendum/corrigendum may be obtained from website:- www.tenders.wb.gov.in Sd/- (K.C. Kumar) Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. ICA-T17612(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender No. 07/BTRW/SP/2026-27
The undersigned invites e-Tender of **07/BTRW/SP/2026-27**-Supply of Ration for adult elephants at West Rajabhatkhawa Range for 365 Days under Buxa Tiger Reserve (West) Division : Details also can be seen at the website **www.wbtenders.gov.in** & **www.westbengalforest.gov.in** Last date of Bid submission : 18.09.2026 upto 03:00 p.m. Sd/- Deputy Field Director, Buxa Tiger Reserve (West). ICA-T17500(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Raiganj Sub-Division No-I, PWD, invites online e-tender for 02 (Two) nos. Civil work. e-NIT No. 05 of 2026-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5023146_1 and 2026_WBPWD_5023146_2. Bid submission start date (online) 14/09/2026 from 11:00 a.m. Bid submission closing date (online) 21/09/2026 at 11:30 a.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Raiganj Sub-Division No-I, Public works Directorate ICA-T17588(1)/2026

DHUPGURI MUNICIPALITY
Road Repairing Works

WBUDMA/DHUPGURI/03/2026-27
2026_MAD_5023513_1
2026_MAD_5023513_2
2026_MAD_5023513_3
2026_MAD_5023513_4
2026_MAD_5023513_5
2026_MAD_5023513_6
2026_MAD_5023513_7
2026_MAD_5023513_8
2026_MAD_5023513_9
2026_MAD_5023513_10
2026_MAD_5023513_11
2026_MAD_5023513_12
2026_MAD_5023513_13
2026_MAD_5023513_14
2026_MAD_5023513_15
2026_MAD_5023513_16
2026_MAD_5023513_17
2026_MAD_5023513_18
2026_MAD_5023513_19
2026_MAD_5023513_20
2026_MAD_5023513_21
2026_MAD_5023513_22
2026_MAD_5023513_23
2026_MAD_5023513_24
2026_MAD_5023513_25

Last Date of Bid Submission- 26.09.2026 at 11:00 AM
Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar
Notice Inviting Tender (in brief)
The last date of submission of Technical and Financial Bid is being extended up to 18.09.2026 (up to 5.00 P.M.) for the NIT No. WBZP/57/DE-ET/COB/2025-26 (2nd Call) regarding FSTP at Mekhliganj. For details the website **https://wbtenders.gov.in** may be accessed.
Sd/-
Additional Executive Officer
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NTEP/ 23 (3rd Call)
Sealed Tender are hereby invited for transportation (courier) services under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.coochbehar.gov.in, www.wbhealth.gov.in & www.tenders.wb.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T17505(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5022998_1. Bid Submission end Date: 28.09.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division ICA-T17580(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Electronic bids are invited by the Assistant Engineer, Teesta Mechanical Sub Division-II for 01 nos. Work from bonafide, resourceful contractor, Abridged e-NIT No : WBIW/AE/TMSDII/ e-NIT-01/26-27 Last date of bid submission: 11-09-2026. Detailed NIT may be seen at www.iwd.wb.gov.in/ tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Teesta Mechanical Sub-Division-II, I&WD, Tinbatti, Siliguri Pin: 734005. ICA-T17509(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
eNIT No. 03/26-27/EE/RD/SS/PWD
Tender ID: 2026_WBPWD_5022874_1
e-Tender are hereby invited by the undersigned for different works vide tender number mentioned above. Online bid submission starts date and time 14/09/2026 from 9.00 am. and closing date and time is 21/09/2026 up to 6.00 pm. For detail information and tender documents please visit https://tenders.wb.gov.in Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, Raiganj Division, Social Sector, PWD, Karnajora, Raiganj, Uttar Dinajpur, 733130 ICA-T17555(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. 09 OF 2026-27 of A.E./ P.W.D./ SCSD I. [Tender ID: - 2026_WBPWD_5022923_1. Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub-Division I, Bagdogra from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. G.O.for the above said N.I.T. Bid submission start Date:08.09.2026 from 18.55 Hrs. Bid submission end Date: 18.09.2026 upto 14.00 Hrs. (Online). Details of N.I.T.& other Tender Documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- S. Islam. Assistant Engineer, P.W.D. Siliguri Construction Sub-Division I, Bagdogra. ICA-T17550(1)/2026

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
বহরমপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বহরমপুর - এর একজন

বাসিন্দা কাবির শেখ - কে 27.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83C 31152 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে জীবনকে অনেক সহজ ও সুন্দর করে তুলেছে। জীবনে আর্থিক সহায়তা থাকলে ভালো জীবনযাপন করা কঠিন কাজ হবে না। এই বিশেষ উপলক্ষে ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

REGD. No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CG-DL-E-24082026-275718
EXTRAORDINARY
PART II- Section 3- Sub-section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 4486] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4669(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 6.91 of the NH17 for building (widening/four-laning, etc.) maintenance, management and operation in the State of WEST BENGAL

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 17 for Construction of additional major bridge and approaches accross river Teesta (at Sevoke) in the State of WEST BENGAL.

SL No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Additional District Magistrate (LA)	NH 17 KM 0 TO KM 6.91	WEST BENGAL	Jalpaiguri	Mal	1. Paschim Totgaon (J.L. No. 1) 2. Elenbari Tea Garden (J.L. No.-4)

[F. NO. 1089]
SHAIKH AMINKHAN, Director

হুমায়ুনের হাজিরা

ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে বৃহস্পতিবার দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করা হল প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে। এদিন নির্দিষ্ট সময়ে শেক্সপিয়র থানায় হাজিরা দেন তিনি। বিলবোর্ড সরানোকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরির জন্য ধৃত ১৩ জনও জামিন পেয়েছেন।

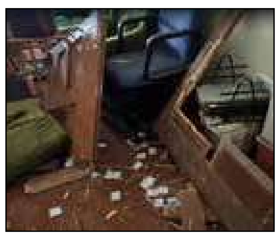

গোষ্ঠী সংঘর্ষ

বিশ্বকর্মাপুজোর দখলদারি নিয়ে এবিভিপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বন্ধ বর্ধমানের ইউআইটিতে। বৃহস্পতিবার কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের ঘরে ঢুকে হামলার ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

অপেক্ষায় শুভ্রাংশু

নেপাল বিপর্যয়ের পনেরো দিন পরেও খোঁজ নেই মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের। তবে মুকুলপুত্র শুভ্রাংশুর অনুমান, চিন-তিব্বত সীমান্তের কোথাও হয়তো রয়েছেন শুভ্রাংশু-ঘরনি। অথবা দুশ্চিন্তা না করে আপাতত অপেক্ষা করছেন তিনি।

তদন্ত রিপোর্ট

আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের মামলায় আগামী সপ্তাহে আদালতে রিপোর্ট জমা দেবে সিবিআই। ঘটনার শেষ রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, তা জানতে নৈশভোজ করা চারজন চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ...

বৃহস্পতিবার নিউটাউনে রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

বিজেপির বিরুদ্ধে সীতার অভিযোগ

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : প্রতিশ্রুতির পরেও ঠাঁই অনিশ্চিত। সরকারের দেওয়া ঘরের ভাড়া চোকাতে হবে নিজেকেই। রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন পার্ক স্ট্রিটে দুধ গরম বিতর্কের মুখ সীতা ওরফে রশিদা। থাকার ব্যবস্থা ও জীবিকার আশ্বাস মিললেও বাস্তবে কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি করেছেন ওই ফুটপাথবাসিনী। তাঁর অভিযোগ, 'ঘর দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে একটি ভাড়া বাড়ি দেখানো হয়েছিল। এখন বলা হচ্ছে, ঘরভাড়া নিজেদের দিতে হবে নাহলে নতুন ঘর দেখে নিতে হবে। আমাদের কাছে অত টাকা কোথায়? আগের মতো আর পুরোনো জায়গায় থাকতে পারছি না। কোনও কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি। এখন বাধ্য হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

বরাহনগরের বিধায়ক সজল ঘোষ যদিও পরিবারের ওপর পালটা দোষ চাপিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'সীতার পরিবার ওই বাড়িতে থাকতে চাইছিলেন না। নানা অছিলায় তাঁরা ফুটপাথে ফিরতে চাইছিলেন। তবে ঠিক কী ঘটেছে আমি বলতে পারব না।' তবে দলীয় সূত্রের দাবি, তিনি এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সুনজরে ও অন্যদিকে প্রচারের বাড়তি আলো পেতে চেয়েছিলেন। তবে সেটা না হওয়ায় ক্রমশ এই বিষয় নিয়ে গুরুত্ব হারাতে শুরু করেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে বেশ বেকায়দায় পড়েছে ফুটপাথবাসী পরিবার।

যাদবপুরকে বাম ও বিরোধীশূন্য করার ডাক

'বদলি না মানলে চাকরি ছাড়ুন'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলি সংক্রান্ত বিল পাশের মধ্যে দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বিরোধীশূন্য করার কাজ শুরু করল রাজ্য সরকার। সরকারের নিশানায় যাদবপুরে মূলত বাম ও অতিবামদের নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্প্রতি যাদবপুরের ক্যাম্পাস দখলকে কেন্দ্র করে বাম-অতিবাম ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে এবিভিপি সংঘাতে তুলকালাম বেধেছিল। ঘটনার পরেই যাদবপুরে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে জাতীয়বাদ ও রাষ্ট্রবাদ প্রতিষ্ঠা করার শপথ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সূত্রেই তড়িঘড়ি সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে দিয়ে এই বিল এদিন পাশ করানো হল। বিল পাশের লক্ষ্য যে আসলে যাদবপুরের বাম ও অতিবাম অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীদের প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়া করা, এদিন তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কথায়।

বিতর্কিত এই বিলকে সমর্থন করে সিপিএম ও আরএসএফকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্র যাদবপুরকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করতে ১ হাজার কোটি টাকা দেবে আর সেখানকার হস্টেল থেকে ছাদত্রদের বের করে নিয়ে যাবেন কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি করতে? ভারত তেরে টুকরে হঙ্গে বললে আমরাই টুকরো করে দেব। সব বেয়াদপির একটা সীমা আছে। দেয়ালে লিখবেন ফ্রি প্যালেস্টাইন, রেড স্যালুট কিসেনজি। যে ১ হাজার নিরিহ মানুষকে খুন করেছে। এরা শুধু ছাত্র নয় এদের ব্রেন ওয়াশ যারা করছেন তাদের কড়া মাপের ওষুধ দিতে হবে।'

কলকাতায় নকশাল আন্দোলনের সময় যাদবপুরে তদানীন্তন উপাচার্য গোপাল সেন খুন হয়েছিলেন। প্রায় ৫০ বছরেরও বেশি আগের সেই ঘটনাকে এদিন হাতিয়ার করে কিছু কাগজ তুলে ধরে বামেদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'সব নিয়ে এসেছি। প্রয়োজনে আমরা ওই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিশন বসাব। নকশালদের এই বীজকে উপড়ে ফেলতে এটাই সঠিক সময়।' পরে যাদবপুরের বামপন্থী শিক্ষা সংগঠন জুটা (মূলত সিপিএম)-কে দায়ী করে বলেন, কে কী করেছে তার সব ইতিহাস জানা আছে।

রাজ্যের নতুন ও পিছিয়ে পড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আপনাদের পাঠাব ওই দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সবল করে তুলতে।
শুভেন্দু অধিকারী

কটাক্ষ করে বলেন, 'আপনাদের এত জ্ঞান আন্তর্জাতিক বুদ্ধি যাদের তারা আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। রাজ্যের নতুন ও পিছিয়ে পড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আপনাদের পাঠাবো ওই দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সবল করে তুলতে।' যাদবপুর ইউনিভার্সিটি রিসার্চ স্কলার্স অ্যাসোসিয়েশন এই বিলের প্রতিবাদ করেছে। এক বিবৃতিতে সংগঠনটি দাবি করেছে, এই বিলটি প্রাতিষ্ঠানিক স্বশাসন এবং চাকরির নিরাপত্তার ওপর সরাসরি আঘাত।

এদিন বিধানসভায় স্বীকৃত বিরোধীস দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও আখরুজ্জামানরা এই বিলের মাধ্যমে যাদবপুরকে গেরুয়াকরণ করা হচ্ছে বলে দাবি করেন। কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক আলিফা বিলের সমালোচনা করে বলেন, 'এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার কাজ ব্যাহত হবে।' তবে বিরোধীদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী দুজনেই বলেছেন, এই বদলি একটি ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা। এটা কোনও স্বাভাবিক বিষয় নয়। একমাত্র প্রশাসনিক প্রয়োজনেই সরকার এই বিলকে তার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে। বিরোধীদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'শিক্ষার অনিলায়ন করেছিল সিপিএম। মমতায়ন করেছিল তৃণমূল। কিন্তু এই আইন প্রয়োগ করে আমরা গেরুয়াকরণ করব না।'

তবে একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন দেশ বিরোধী সংস্কৃতি বিরোধী মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করে এমন কোনও কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হলে এই আইনের বলেই তাঁকে বদলি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বদলিটা নিয়মের মধ্যেই। যাদের এই বদলিতে অসুবিধা আছে তাঁরা গণশক্তি বিক্রি করুন। চাকরি ছেড়ে দিন। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হোল টাইমার হয়ে যান। নিউ মার্কেটে কৌটো হাতে চাঁদা তুলতে নেমে পড়ুন।'

অন্যান্য রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বদলির নিয়ম যে আছে কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশকে তার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সিপিএমের বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'কেরলে তা করতে হলে সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি নিতে হয়। একমাত্র বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই এই নিয়মকে তোয়াক্কা না করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

কটাক্ষ শুভেন্দুর, সেটিং খুঁজছে ঋত-তৃণমূল

অভিষেকের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার সুমিত

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : সুপ্রিম কোর্ট রক্ষাকবচ তুলতেই সিআইডির জালে কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় তাঁকে বৃহস্পতিবার দুপুরে কালীঘাট রোডে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বাড়ি থেকে নাটকীয় কায়দায় গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। প্রথমে সুমিতকে নিয়ে যাওয়া হয় ভবানী ভবনে। সেখান থেকে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার সুমিতকে মেদিনীপুর আদালতে পেশ করা হবে। তাঁকে নিজেদের হেপাজতে রাখতে আর্জি জানাবে বলে খবর সিআইডি সূত্রে।

বিধানসভা চলাকালীন সুমিতের গ্রেপ্তারির খবর দেন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, 'এই রাজ্যের একজন প্রসিদ্ধ তোলাবাজ সুমিত রায়। সুপ্রিম কোর্ট রক্ষাকবচ তুলে নিয়েছে। তোলাবাজ ভাইপোর একনম্বর কালেক্টর হল এই সুমিত রায়, তাঁকে আজ সিআইডি গ্রেফতার করেছে।' মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার সময় উল্লাসে ফেটে পড়েন বিজেপি বিধায়করা। কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দাবি, 'বাংলায় একটা কথা আছে কান টানলে মাথা আসে। কান টানা হয়েছে, এবার মাথাও আসবে। মাথা তো ক্যামাক স্ট্রিটে বসে রয়েছে।'

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে আপ্তসহায়ক গ্রেপ্তার হতেই তখন লং আইল্যান্ডে বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদে রাজকীয় জীবনযাত্রায় রয়েছেন অভিষেক। নিউ জার্সির এই ভিলার খরচ ও আয়ের উৎস খতিয়ে দেখা উচিত রাজ্য প্রশাসনের। তবে সুমিতের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে মুখ না খুললেও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের কড়া

শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় পুলিশের জালে সুমিত।

এবার তদন্তকারীদের নিশানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিয়ে আপাতত তিনি বিদেশে গিয়েছেন চিকিৎসার জন্য। সুমিতের গ্রেপ্তারির পর অভিষেকের বিদেশযাত্রাকে নিশানা করেছেন ঋতব্রত-তৃণমূলের বিধায়ক মদন মিত্র। তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষের ঘর যখন জলে ভেসে যাচ্ছে, জবাব দিয়েছেন কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, 'যাঁরা বিধানসভার সদস্য নন তাঁদের ইঙ্গিত করে শুভেন্দু যে সংলাপ দিচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে তিনি তৃপ্তি পেয়েছেন। বিজেপি নেতারা শুধুমাত্র কিছু নেতাকে নিশানা করে বাকিদের তৃণমূল থেকে সরিয়ে নিজেদের অনুগামী করে তোলার খেলা খেলছেন।'

আসছেন না তারেক

ঢাকা, ১০ সেপ্টেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আগের উষ্ণতা ফিরে পাওয়া আপাতত অধরাই। বৃহস্পতিবার ঢাকার তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আসন্ন ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে যাচ্ছেন না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, আসন্ন ব্রিকস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তো বটেই, ঢাকার কোনও প্রতিনিধিও অংশ নেবেন না। তাঁর দাবি, ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কোনও আমন্ত্রণই জানায়নি ভারত। ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমরা কীভাবে যাব? বাংলাদেশ সরকারের কাউকে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল? আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। বিমস্টেকের চেয়ারম্যানকে শুধু ডাকা হয়েছিল।'

নিশানায় লাল মন্দির

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : লালকেল্লা নয়, গত বছরের ১০ নভেম্বর জঙ্গি হামলার মূল নিশানা ছিল চাঁদনি চকের লাল মন্দির। ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়ে শেষ মুহূর্তে রুট বদলায় আত্মঘাতী বোমারু উমর-উন-নবী। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র চার্জশিটে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৬টা ৩৭ মিনিটে বিস্ফোরকবোঝাই গাড়ি নিয়ে লাল মন্দিরে পার্কিংয়ের চেষ্টা চালায় উমর। কিন্তু ভিড় ও পুলিশি টহলের কারণে ব্যর্থ হয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে লালকেল্লার ৪ নম্বর গেটে পৌঁছোয় সে। ৬টা ৫০ মিনিটে ঘটা বিস্ফোরণে ১১ জন নিহত ও ২৯ জন আহত হন। তদন্তে প্রকাশ, নুহের এক ভাড়া ঘরে ১১ দিন থেকে আইইডি বিস্ফোরক তৈরি করেছিল পেশায় চিকিৎসক উমর।

চুক্তির পথে ভারত-রাশিয়া

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আগে ভারতে বিমান ব্যবসা বাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিক চুক্তি সেরে ফেলতে আগ্রহী রাশিয়া। সেদেশের ইউনাইটেড এয়ারক্রাফট কর্পোরেশনের (ইউএসি) তৈরি আইএল-১১৪-৩০০ যাত্রীবাহী বিমানটি দুই দেশের ক্রমবর্ধমান বিমান সহযোগিতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। ভারতের অন্তত তিনটি বিমান পরিবহণ সংস্থাকে ১০৫টি আইএল-১১৪-৩০০ বিমান দেওয়ার ব্যাপারে চুক্তি সেরে ফেলতে আগ্রহী মস্কো। পাশাপাশি কথাবার্তা চলছে রাশিয়ার পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান সুখোই-৫৭ ভারতের হাতে তুলে দেওয়া নিয়েও।

আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

লে, ১০ সেপ্টেম্বর : স্বায়ত্তশাসন, রাজ্যের মর্যাদা ও সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বৈঠকে সমাধানসূত্র না মেলায় অসন্তোষ প্রকাশ করে কেন্দ্রকে এক সপ্তাহের আল্টিমেটাম দিলেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। দিল্লির আলোচনা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে তিনি জানান, এক সপ্তাহের মধ্যে সরকার দাবি না মানলে ১৯ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর লাদাখজুড়ে ফের আন্দোলন হবে।

মমতার সভা স্থগিত

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে প্রতি পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসসুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে শহিদ দিবস পালন, তারপর দলের ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে গিয়ে গোড়ায় আদালতে চক্কর কাটতে হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূলকে। শেষমেশ সেই কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে জেলা সফরে বেরোবেন বলে জানিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তাতেও বাধা পেলেন তিনি। শুক্রবার হুগলির শ্রীরামপুরে প্রথমে তাঁর নেতৃত্বে একটি মিছিল করার কথা ছিল কালীঘাট তৃণমূলের। তার অনুমতি না পাওয়ায় সূচিতে বদল এনে সভা করার কথা জানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ তাতে অনুমতি দিলেও রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করায় শেষমেশ শুক্রবারের সভা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কালীঘাট তৃণমূল।

উচ্চমাধ্যমিকের সূচিতে বদল

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে বিধানসভা উপনির্বাচনের জেরে বদল উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের সূচিতে। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি জানানো হয়। নতুন রুটিন অনুযায়ী, ৫,৬,ও ৭ অক্টোবরের বদলে ১২,১৩ ও ১৪ অক্টোবর পরীক্ষা নেওয়া হবে। ৫ অক্টোবর গণিত, সাংবাদিকতা ও গণ জ্ঞাপন, সংস্কৃত, সমাজবিজ্ঞান, কৃষি, আরবি এবং ব্যবসায়িক গণিতের মতো বিষয়গুলির পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও নতুন সূচি অনুসারে ১২ অক্টোবর পরীক্ষাগুলি হবে। আগের রুটিনে ৬ তারিখ ডেটা সাইন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সোশিওলজি, ফিশারির পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও নতুন রুটিনে সেটা হবে ১৩ অক্টোবর। পাশাপাশি ৭ অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, কস্টিং ও টেক্সেশনের পরীক্ষা। সেটা নেওয়া হবে ১৪ অক্টোবর। প্রত্যেকটি পরীক্ষাই নির্দিষ্ট দিনে সকাল ১১টা থেকে ১২টা ৩০ পর্যন্ত চলবে। বাকি সময়সূচীতে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা ২১ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে।

কৌশিকী অমাবস্যায় অপরূপ সাজে মা তারা। -তথাগত চক্রবর্তী

ইরান যুদ্ধে ইতি টানার ইঙ্গিত

ওয়াশিংটন, ১০ সেপ্টেম্বর : নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরই ইরান যুদ্ধে দাঁড়ি টানার ইঙ্গিত দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও তেহরানের পরমাণু জলঘোলা ঘিরে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা উত্তরোত্তর বাড়ছে। টেক্সাসে দলীয় কনভেনশনে ট্রাম্প বলেন, 'আমার মনে হয় নির্বাচনের পরই যুদ্ধ অবিলম্বে শেষ হয়ে যাবে। কারণ, তারা আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না।' আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল পিছু ১০০ ডলার ছাড়ালেও তাঁর আশ্বাস, 'ভোটের পরেই তেলের দাম হু-হু করে নীচের দিকে নামবে।'

বাগেশ্বর কাণ্ডে নির্দেশ

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : বাগেশ্বরবাবা (ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী)-র ছবি যারা পুড়িয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করতে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় উচ্চশিক্ষা দপ্তরের একটি বিল পাশ উপলক্ষ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে এই নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি দুর্গাপুজোয় আমিষ খাওয়ায় নিয়ে কটাক্ষ করে বাঙালি সাধুসন্তদের পাখণ্ডী (ভণ্ড) বলেছিলেন বাগেশ্বর। তাঁর সেই কটাক্ষ ও পুজোয় বাঙালির আহার নিয়ে ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ভবানীপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় প্রদেশ কংগ্রেস। বিক্ষোভ কর্মসূচীতে পোড়ানো হয় বাগেশ্বরের ছবি। সেই ঘটনার সমালোচনা করে বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করার জন্য বিধানসভা থেকে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেন পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'উনি সন্তের মতো দেশপ্রেম ও অখণ্ড ভারতের কথা বলেছেন। যাঁর ভালো লাগবে গ্রহণ করবেন, না লাগলে করবেন না। কিন্তু ছবি পোড়ানো বরদাস্ত করা হবে না।'

সম্প্রতি লিলুয়ায় বাগেশ্বরের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দুর্গাপুজোয় বাঙালির আমিষ ভক্ষণ নিয়ে কটাক্ষ করে বিতর্ক উসকে দেন তিনি। রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হতেই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব যেমন শমীক ভট্টাচার্য বা দিলীপ ঘোষেরা তড়িঘড়ি বাগেশ্বরের বক্তব্যকে ব্যক্তিগত নিদান আখ্যা দিয়ে নিজেদের সরিয়ে নেন। কিন্তু বিষয়টিকে 'বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ' বলে রাজপথে নামে কংগ্রেস। এদিকে, খাদ্যরুচি নিয়ে বিতর্কের জল গড়ায় কালীঘাট পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজের মতামত স্পষ্ট করেন। সেখানে গিয়ে মাছের মাথা দিয়ে রান্না করা মন্দিরের ভোগ খাওয়ার কথা জানিয়ে ফের বলেন, 'অষ্টমীতে আমি নিরামিষই খাই। তবে এই যেমন এখানে মাছ, পাঁঠার মাংস দিয়ে মায়ের ভোগ দেওয়া হয়। সেই ভোগও আমি খেতে পারি।'

মোদির জন্মদিনে ১ কোটি প্রদীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে গঙ্গার ঘাটে একযোগে জ্বালানো হবে ১ কোটি প্রদীপ। ওই দিনটিকে অন্নপূর্ণা দিবস হিসেবে উদযাপন করার পাশাপাশি গঙ্গার তীরে আয়োজিত এই আলোর মহাআয়োজন ঘিরে চড়ছে উৎসাহের পারদ। শুধু আলোকসজ্জাই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা বর্ণময় কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই উদ্‌যাপন ছড়িয়ে পড়বে পুরো পশ্চিমবঙ্গে। বৃহস্পতিবার নবান্নে থেকে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করে জানান, রাজ্যের কোটি কোটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই জাতীয় ও রাজ্যভিত্তিক উৎসবে শামিল হবেন।

তবে এই উদযাপনের পরিধি কেবল জন্মদিনের আয়োজনেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম দায়িত্ব নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। মুখ্যমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আগামী ৭ অক্টোবর তাঁর প্রশাসনিক নেতৃত্বের ২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। রূপোলি জয়ন্তীর এই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে রাজ্যজুড়ে পালিত হবে 'সেবা সংকল্প দিবস'। প্রতিটি জেলার সদর কার্যালয়ে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। এই উদ্যোগকে সফল করতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরও। ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত'-এর ভাবনাকেন্দ্রিক কর্মসূচিতে রাজ্যের ৮০ হাজারের বেশি স্কুলের পড়ুয়াদের যুক্ত করা হবে। সেখানে প্রবন্ধ রচনা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, সাইকেল ও বাইক র‍্যালির মতো নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন থাকবে।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে এবারের উদযাপনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ থাকছে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। সেখানে আয়োজিত হতে চলেছে বিশেষ প্রদর্শনী 'রঙ্গলি রাষ্ট্র'। সুবিশাল স্টেডিয়ামের বুকজুড়ে রঙের বর্ণময় ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তোলা হবে ১০৮ মিটারের এক অভূতপূর্ব 'ভারত মণ্ডল' আকৃতির রঙ্গলি।

তবে আসন্ন উপনির্বাচনের প্রশাসনিক আইনি বাধ্যবাধকতার কথা মাথায় রেখে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর— এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় নির্বাচনী আচরণবিধি মেনেই সাধারণ ভাবে কর্মসূচি পালিত হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণকে এই ঐতিহাসিক উদযাপন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন।

দক্ষিণ আফ্রিকা যাচ্ছেন স্পিকার

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : সরকারি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে 'নতুন বাংলা'র ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা- এই জোড়া লক্ষ্য নিয়ে শুক্রবার দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন রওনা হচ্ছেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু। আগামী ১৩ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর কেপটাউনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির স্পিকার কনফারেন্স। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার নেতৃত্বে ৮০ জনের বিশেষ ভারতীয় প্রতিনিধি দলে থাকছেন পশ্চিমবঙ্গের স্পিকার। এই সম্মেলন শেষ করে স্পিকারের গন্তব্য আমেরিকা ও যুক্তরাজ্য। আটলান্টা ও লন্ডনে প্রবাসী ভারতীয়, বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালিদের মুখোমুখি হওয়ার বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

শারদোৎসব নয়, দুর্গাপুজো

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর সময় স্টলে দুর্গাপুজো না লিখে 'শারদোৎসব' লিখলে স্টল করতে দেবেন না। পুজো কমিটিগুলিকে এই নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সামনেই রাজ্যের দুটি বিধানসভায় উপনির্বাচন। এর পরেই পুরভোট। তার আগে এবারের দুর্গাপুজোকে জনসংযোগের কাজে আরও বেশি করে হাতিয়ার করবে বামেরা। সম্ভবত সেই অঙ্ক মাথায় রেখে এদিন রাজ্যে এই বাম সংস্কৃতিকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি সব দুর্গাপুজো কমিটিকে অনুরোধ করব, এই তথাকথিত কমিউনিস্টরা এবার পুজোয় স্টল করতে গেলে দুর্গাপুজো না লিখে শারদোৎসব লিখলে ওদের স্টল করতে দেবেন না।' মুখ্যমন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারি শুধু বামপন্থীদের বুকস্টল নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পুজো উপলক্ষ্যে বামপন্থী এই স্টলগুলিতে যে শারোদসংখ্যা প্রকাশিত হয় এদিন তাকেও কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'শারদোৎসব! দুর্গাপুজো বলা যাবে না? মার্কসীয় সাহিত্য। তাই শারদ সংখ্যা লিখতে হবে?' হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এসবের শেষ দেখে ছাড়ব।

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পালটা তোপ দেগেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বোধহয় জানেন না, রবীন্দ্রনাথ বলে কেউ ছিলেন। তিনিও দুর্গাপুজোকে শারদোৎসব লিখেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর 'গুরুমা' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যেমন নিদান দিয়েছিলেন, লাইব্রেরিতে কী বই রাখা যাবে, কী রাখা যাবে না। ইনিও সেই পথেই চলেছেন। ফতোয়া দিচ্ছেন পুজো কমিটিগুলিকে, লেখার বয়ান নিয়ে। আসলে বিজেপি

বহুত্ববাদী চিন্তাভাবনাকে ধ্বংস করার পথে যেতে চায়। ওদের সঙ্গে আমাদের লড়াই জারি থাকবে।' গরিবের টাকা মেরে আড়াই হাজার পার্টি অফিস বানিয়েছে সিপিএম। এদিন সেই অভিযোগ করে সিপিএমের বিরুদ্ধে তদন্তের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পালটা হুঁশিয়ারি দিয়ে সুজন চক্রবর্তী বলেন, '১৫ বছরে অন্তত দেড়শোবার ফাইল খোলার হুমকি দিয়েছিলেন আগের মুখ্যমন্ত্রী। পারেননি। ইনিও বলছেন, কিন্তু পারবেন না।'

নয়া ট্রাফিক বুথ

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : শহরে যান চলাচল ব্যবস্থা আরও সুগম করার পাশাপাশি ট্রাফিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে জাতীয় সড়ক ১০ সংলগ্ন শহিদনগর এলাকায় ট্রাফিক বুথের উদ্বোধন করা হয়। নতুন ট্রাফিক বুথে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সুবিধার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। বুথের ভেতরে ট্রাফিক অফিসের পাশাপাশি পুলিশকর্মীদের জন্য শৌচাগার বা বাথরুমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে ডিউটির সময় পুলিশকর্মীদের যাতে কোনও ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এদিকে, ট্রাফিক নিয়ম এবং পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্কুল পড়ুয়াদের শামিল করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি শামসুদ্দিন আহমেদ সহ স্থানীয় ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিক এবং পুলিশকর্মীরা।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : ১০ দফা দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ অভিযান করল সারা ভারত কৃষকসভা। এদিন দুপুর নাগাদ শহরের লালমোহন মৌলিক ঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে মিছিল করে হিলকার্ট রোড ধরে মহকুমা পরিষদের সামনে এসে পৌঁছায় কৃষকসভার মিছিল। তবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা সদর গেট আগলে থাকায় কৃষকসভার সমর্থকরা ভিতরে ঢুকতে বাধা পান। এর পরেই তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। পরে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মহকুমা পরিষদে পৌঁছে স্মারকলিপি জমা দেয়। অরুণ ঘোষ পদত্যাগ করায় সভাধিপতির পদটি শূন্য রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তা জানতে চেয়েছে কৃষকসভা।

নাবালিকা উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : বুধবার বিকেল নাগাদ বিবেক এক্সপ্রেস থেকে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি জিআরপি। তবে ওই নাবালিকা কোথা থেকে ট্রেনে চেপেছিল এবং কোথায় যাচ্ছিল, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি জিআরপির তরফে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে ওই নাবালিকাকে হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায়। ইতিমধ্যে তার পরিবারের সঙ্গে জিআরপির তরফে যোগাযোগ করা হয়েছে।

ভাঙল পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : ফের একবার অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এবার ঘটনাস্থল শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন পার্ক সংলগ্ন এলাকা। অভিযোগ, সেখানে একটি বাড়িতে পুরনিগমের অনুমোদিত নকশার বাইরে গিয়ে নির্মাণকাজ করা হয়েছিল। রীতিমতো সীমানা প্রাচীরের সঙ্গে টিনের ছাউনি ও কংক্রিটের দেওয়াল দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশমতো পুরনিগম এদিন ওই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেয়।

আর্টিফিশিয়াল টাইম মেশিনে
আটের দশকের নস্টালজিয়া

সম্ভব কি ব্যাগি ট্রাউজার্স, লেদার জ্যাকেট পরে অ্যাম্বাসাডরের সামনে দাঁড়িয়ে বলিউড নায়কের মতো কিংবা চওড়া কাঁধের ব্লেজার, হাই-ওয়েস্টেড জিনস বা অ্যাসিড ওয়াশ ডেনিম পরে বলিউড নায়িকার মতো পোজ দেওয়া? কল্পনার জগৎ থেকে বেরিয়ে যদি বাস্তবের মাটিতে পা রাখি, তবে উত্তর অবশ্যই 'না'। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় নয়া ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে আটের দশকের স্বাদ নিচ্ছেন অনেকেই। না কোনও টাইম মেশিন নয়, সৌজন্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। নির্দিষ্ট প্রম্পট দিয়ে এআই প্ল্যাট ফর্মে ফেললেই কেল্লাফতে। মিলেনিয়াল হোক কিংবা জেন জেড- সকলে বুঁদ নয়া ট্রেন্ডে।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি : 'আই অ্যাম এ ডিস্কো ডান্সার...', ১৯৮২-তে মুক্তিপ্রাপ্ত ডিস্কো ডান্সার ছবির এই গান মাতিয়ে দিয়েছিল আটের দশক। ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তীর আইকনিক নাচ আজও সিনেপ্রেমীদের মনে গেঁথে। আজ যাঁদের বয়স ৬৫-৭০-এর কোঠায়, তাঁদের তখন ভরা যৌবন। দু'চোখে রঙিন স্বপ্ন। আকাশ ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা। সেসব তাঁদের কাছে আজ শুধুই সোনালি অতীত। নিশ্চয়ই সেই সময়ের টুকরো টুকরো সুখস্মৃতি আজও তাঁদের চোখে ভাসে। সেই রঙিন সময়ে কি একছুটে ফিরে যাওয়া সম্ভব? সম্ভব কি ব্যাগি ট্রাউজার্স, লেদার জ্যাকেট পরে অ্যাম্বাসাডরের সামনে দাঁড়িয়ে বলিউড নায়কের মতো কিংবা চওড়া কাঁধের ব্লেজার, হাই-ওয়েস্টেড জিনস বা অ্যাসিড ওয়াশ ডেনিম পরে বলিউড নায়িকার মতো পোজ দেওয়া? কল্পনার জগৎ থেকে বেরিয়ে যদি মাটিতে পা রাখি, তবে উত্তর অবশ্যই 'না'। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় নয়া ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে আটের দশকের স্বাদ নিচ্ছেন অনেকেই। না কোনও টাইমমেশিন নয়, সৌজন্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। নির্দিষ্ট প্রম্পট দিয়ে এআই প্ল্যাট ফর্মে ফেললেই কেল্লা ফতে। মিলেনিয়াল হোক কিংবা জেন জেড- সকলে বুঁদ নয়া ট্রেন্ডে। অন্যদিকে, স্রোতে গা ভাসানোর ক্ষেত্রে সাবধান করে দিয়েছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা।

ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামজুড়ে এখন কার্যত চলছে ভার্চুয়াল টাইম ট্রাভেল! শিলিগুড়ির আমজনতা থেকে বিধায়ক - অনেকেই এআই দিয়ে আটের দশকের সাজসজ্জা ও ব্যাকগ্রাউন্ড সহ নিজের ছবি তৈরি করে পোস্ট করেছেন। শহরের বাসিন্দা অনিন্দ দে বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত। তাঁর কথায়, 'বুধবার মাঝরাতে অনেক বন্ধুকে এমন ছবি পোস্ট করতে দেখি। বৃহস্পতিবার সকালে নিজেও একটা ছবি পোস্ট করি। সত্যি বলতে ছোটবেলার দিনগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল। বাবার সেই ক্যাসেট প্লেয়ার, দূরদর্শন আর ডেনিম জ্যাকেটের ফ্যাশন - সবকিছু এক লহমায় চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।'

শহরের ক্যাফে থেকে পাড়ার চায়ের আড্ডা- বৃহস্পতিবার সর্বত্র চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নয়া ট্রেন্ড। হাকিমপাড়ার কলেজ পড়ুয়া অনীক মুখোপাধ্যায় বললেন, 'এআই দিয়ে কলার তোলা শার্ট পরা নিজের ছবি বানিয়ে পোস্ট করেছিলাম। কমেন্ট সেকশনে পুরো ঝড় উঠে গিয়েছে।' সুভাষপল্লির অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মী সুধীর সরকারও ট্রেন্ডে মজে। এআই-এর সৌজন্য তিনিও যেন পৌঁছে গিয়েছেন নিজের যৌবনে। বললেন, 'ছবি দেখে মনে হচ্ছে, আবার যেন পৌঁছে গিয়ে চব্বিশ-পঁচিশ বছরে। এটাও কম আনন্দের নয়।'

নরম আলো আর একটু ঝাপসা ফিল্মি ক্যানভাসে বেলবটম প্যান্ট, ঢোলা ডেনিম জ্যাকেট, বড় কলারের শার্ট আর ভলিউমিনাস চুলে চেনা মুখগুলো সব ধরা দিচ্ছে একদম আটের দশকের নায়ক-নায়িকাদের আদলে। কলেজ পড়ুয়া আর্য বাগচীর কথায়, 'নিজের হেয়ারস্টাইল, রেট্রো চশমা দেখে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি। তবে বিষয়টা বেশ ভালো লেগেছে। ভীষণ কুল।' তবে জেন জেডের কাছে যা 'কুল' ট্রেন্ড তা অনেকের কাছেই 'স্মৃতির সরণি ধরে হেঁটে যাওয়া। হায়দরপাড়ার প্রবীণ নাগরিক সুজিত দে'র কথা, 'সোশ্যাল মিডিয়া খুব একটা ঘাঁটা হয় না। তবে মেয়ে আমার একটা 'অ্যাংরি ইয়াং ম্যান' ধাঁচের ছবি বানিয়ে দিয়েছে। একছুটে ছোটবেলায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। অনেক স্মৃতি মনে পড়ছিল।'

আমজনতার পাশাপাশি রাজ্যের মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টও নিজেদের প্রোফাইলে ছবি আপলোড করেছেন। শংকর হেসে বললেন, 'আমি ছবি তৈরি করিনি। অনেকেই তা তৈরি করে পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে কিছু আপলোড করেছি।'

অন্যদিকে, সবাই যখন ট্রেন্ডে মজে, তখন সাবধানবাণী শুনিয়েছেন শহরের সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট সন্দীপ সেনগুপ্ত। তিনি বলেছেন, 'মানুষের মুখমণ্ডল (ফেস) এখন খুব বড় অথেন্টিকেশন ফ্যাক্টর। পাসওয়ার্ড খুব তাড়াতাড়ি ফেস রিকগনেশনে বদলে যাওয়ার দিন আসছে। তাই মুখমণ্ডলের ছবি এভাবে আপলোড করে কার্যত সর্বনাশ ডেকে আনা হচ্ছে।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যবসায়িক স্বার্থেই বিভিন্ন এআই প্ল্যাটফর্ম এভাবে ছবি সংগ্রহ করছে।

ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন মন্ত্রী শংকর ঘোষও।

গণপতির চোখে চোখ শিল্পীর। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে। ছবি : সূত্রধর

চার মাসে ৪ সংঘর্ষ
শিলিগুড়ি কলেজে অধ্যক্ষের ভূমিকায় প্রশ্ন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : গত চার মাসে চারবার ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় শিলিগুড়ি কলেজ উত্তপ্ত হয়েছে। প্রতিবার বিরোধী ছাত্র সংগঠন আক্রান্ত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে অনেকেই আশা করেছিলেন। কিন্তু কোথায় কী! কর্তৃপক্ষ কার্যত দর্শকের ভূমিকায়। এই নিষ্ক্রিয়তাই পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তুলেছে বলে অভিযোগ। বুধবার ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের ঘটনায় কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না। কলেজে ইউনিফর্ম ছাড়া ঢোকা নিষেধ। নির্দেশিকা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। বুধবার সূর্য সেন সহ শহরের অন্য কলেজ থেকে পড়ুয়ারা সাধারণ পোশাকে শিলিগুড়ি কলেজে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা মারপিট করার পাশাপাশি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) সমর্থনে স্লোগান দেন। বহিরাগতরা কীভাবে কলেজে ঢুকল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ অবশ্য দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি পরিচালন সমিতির নতুন সভাপতি তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন। আশ্বাস ছাড়া তাঁর তরফে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি। প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ মলয় করঞ্জাই 'পরামর্শ' দিয়েছেন, 'কলেজে মারামারি বন্ধ করতে হলে, অধ্যক্ষকে খুব শক্ত হতে হবে। যেই রাজনৈতিক দলগুলি রয়েছে, সকলকে নিয়ে অধ্যক্ষকে বৈঠক করতে হবে। প্রয়োজনে মহকুমা শাসকের চেম্বারে বৈঠকে বসতে হবে। কী ইস্যুতে মারামারি হচ্ছে বা গণ্ডগোলের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে সেগুলি প্রতিহত করতে অধ্যক্ষের বড় ভূমিকা রয়েছে। অধ্যক্ষ সামনে না এলে, এই ধরনের ঘটনা বাড়বে।'

সংঘর্ষের পরদিনও থমথমে কলেজ গেট। -সংবাদচিত্র

রাজ্যে পালাবদলের পর ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হতেই এবিভিপির পাশাপাশি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি) হেল্পডেস্ক খুলে বসেছিল। গত ২৫ মে টিএমসিপি কলেজ গেটের বাইরে হেল্পডেস্ক খোলে। তখন এবিভিপির বিরুদ্ধে টিএমসিপি সদস্যদের বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনায় টিএমসিপির এক সদস্যের মাথা ফেটে যায়। অন্যদিকে হেল্পডেস্ক খোলাকে কেন্দ্র করে গত ২৯ জুন এবিভিপির বিরুদ্ধে কলেজের মধ্যে এসএফআই কর্মীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে। হেল্পডেস্ক ইস্যুতে এবিভিপি ও এসএফআইয়ের মধ্যে জুলাই মাসেও বেশ গণ্ডগোল হয়। সেই সময় এসএফআই কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল। গত বুধবারও এসএফআই কর্মীদের মারধর করা হয়। যা নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে এসএফআইয়ের তরফে প্রতিবাদ সভা করা হয়। চার মাসে চারটি ঘটনাই হেল্পডেস্ককে কেন্দ্র করে ঘটেছে।

কলেজে বহিরাগত ঢুকে পড়ার বিষয়টি বড়সড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ বলেন, 'ইউনিফর্ম ছাড়া কাউকে যে কলেজে ঢুকতে দেওয়া হবে না, তা ২৪ অগাস্ট নির্দেশিকা জারি করে পড়ুয়াদের বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যা বলতে, বেলা আড়াইটার পর অনেকে ধীরে ধীরে কমার্স কলেজে আসতে শুরু করেন। সেই সময় বহিরাগতরা ঢুকে পড়ে।' সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অধ্যক্ষ বলেন 'মারামারির ঘটনায় একবার তিনটি পৃথক সংগঠনের অভিযোগপত্র জমা পড়েছিল।' গোটা বিষয়টি নিয়ে তিনি পরিচালন সমিতির সভাপতির সঙ্গে কথা বলবেন বলে অধ্যক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন।

তৃণমূলরাজের অবসানের পর প্রতিটি কলেজে এবিভিপি'ই বর্তমানে সর্বেসর্বা। সংগঠনের তরফে কোনও অনৈতিক কাজ করা হলেও ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারেন না বলে অভিযোগ। এই ভয়ের পরিবেশ শিক্ষাক্ষেত্রে কাম্য নয় বলে প্রাক্তন অধ্যক্ষরা মনে করছেন। দ্রুত কলেজ সংসদ নির্বাচনের দাবিতে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অসীম মুখোপাধ্যায় সরব হয়েছেন। তাঁর কথায়, ''মারামারির ঘটনা বন্ধ করতে সকলকে নিয়ে অধ্যক্ষ বা পরিচালন সমিতির বৈঠক করা উচিত। যা পরিস্থিতি তাতে কলেজ কর্তৃপক্ষকে আরও কড়া হাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। কলেজে 'ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন' তৈরি হচ্ছে। তাদের না ঠেকানো গেলে বিপদ হবে।'

> কলেজে মারামারি বন্ধ করতে হলে, অধ্যক্ষকে খুব শক্ত হতে হবে।
>
> **ডঃ মলয় করঞ্জাই,** প্রাক্তন অধ্যক্ষ

দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের (সমতল) পুরনিগম অভিযান। বৃহস্পতিবার। ছবি : সুশান্ত পাল

কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শন

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : বেহাল নাগরিক পরিষেবা সচল করা এবং দ্রুত পুর নির্বাচনের দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলিগুড়ি পুরনিগম অভিযান করল দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেস। অন্তত এক যুগ পর বিপুল লোকবল নিয়ে শহরে মিছিল করে হাত শিবির। পরে মিছিলটি পুরনিগমের ভিতরে ঢুকতে গেলে মূল ফটকে পুলিশের সঙ্গে দলের নেতা-কর্মীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। প্রবল ধাক্কাধাক্কিতে পুরনিগমের মূল গেটের কিছুটা অংশ ভেঙেও যায়। পরে গেটের সামনেই বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা।

শহরে পানীয় জলের পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার প্রতিবাদে এদিন পুরনিগমের গেটের সামনে প্রতীকী হিসেবে মাটির কলসিও ভাঙেন কংগ্রেসের কর্মীরা। দলের নেতাদের অভিযোগ, পুরনিগমে প্রশাসক বসলেও নাগরিক পরিষেবার অবস্থা চরম বেহাল। পুজো এগিয়ে এলেও শহরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাবের ইঙ্গিত দেওয়া হলেও সেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এমনকি শহরের বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা পড়ে থাকা এবং নিকাশিনালাগুলি ঠিকমতো পরিষ্কার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা।

এদিকে, মিছিলটি পুরনিগমের বাইরে আটকে দেওয়া হলেও, একটি প্রতিনিধিদলকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। পরে কয়েকজন গিয়ে স্মারকলিপি জমা দিয়ে আসেন। পুর প্রশাসক না থাকায় সচিবের হাতেই স্মারকলিপি তুলে দেন তাঁরা।

এদিনের কর্মসূচি নিয়ে দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, 'শিলিগুড়ির মানুষ ভুলেই গিয়েছেন যে এখানে পুরনিগম রয়েছে। মানুষ কর দিচ্ছেন, কিন্তু পরিষেবা পাচ্ছেন না। আমরা দাবিসনদ জমা দিয়েছি। পুজোর মুখে নাগরিক পরিষেবা ঠিক না হলে, প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব।' দ্রুত পুর নির্বাচন ঘোষণা এবং তার আগে সর্বদলীয় বৈঠকেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিনের অভিযানে জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি জীবন মজুমদার, কংগ্রেস নেত্রী তথা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গঙ্গোত্রী দত্ত সহ ছাত্র, যুব ও মহিলা শাখার নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, এদিন কংগ্রেসের মিছিলে ভিড় নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত, রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল সহ অন্য দল থেকে বহু কর্মী কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় দলটির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তারই ফলস্বরূপ দীর্ঘ বছর পর এদিন তাদের কর্মসূচিতে এত ভিড় চোখে পড়ে।

কোর্টে বৈঠক

ইসলামপুর, ১০ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর মহকুমা আদালত চত্বরে অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদের নোটিশ ঘিরে বৃহস্পতিবার জেলা জজের সঙ্গে আইনজীবী ও ল' ক্লার্কদের বৈঠক হল। তবে এ নিয়ে আইনজীবী ও ল' ক্লার্করা এদিন কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, চলতি আন্দোলন বা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণাও খুব বেশি ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

আদালত চত্বরে আইনজীবী ও ল' ক্লার্কদের অবৈধ নির্মাণ নিয়ে প্রথমে উত্তর দিনাজপুর জেলা জজ কোর্টের মাধ্যমে উচ্ছেদের নোটিশ দেয় হাইকোর্ট। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে ইসলামপুর কোর্টের আইনজীবী ও ল' ক্লার্করা গত সপ্তাহে 'পেন ডাউন' কর্মসূচি পালন করেন। এর পরেই বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে আইনজীবী ও ল' ক্লার্কদের টিনের ছাউনিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশের পর ফের দু'দিনের জন্য 'পেন ডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা করেন তাঁরা।

বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আইনজীবী বাবলু মজুমদার বলেন, 'আমাদের জন্য বিকল্প জায়গার কথা ভেবে তারপর উচ্ছেদ করা হোক, এতে আমাদের কোনও অসুবিধা নেই।' আইনজীবীদের 'পেন ডাউন' ঘোষণার খবর পেয়ে ডিস্ট্রিক্ট জজ ইসলামপুর আদালতের আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠকের ডাক দেন। বৈঠকের আগে আইনজীবীরা জানান, কোনও সদুত্তর না পেলে আমাদের উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা আরও বাড়বে। ইসলামপুর কোর্টের ল' ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরেশ পালও সুর মিলিয়েছেন।

পুরনিগমে অমিল ফর্ম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ তিন মাস পর পোর্টাল চালু হলেও ভোগান্তি যেন পিছু ছাড়ছে না। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র ডিজিটাইজেশন করাতে এসে চরম হয়রানির শিকার হলেন শতাধিক মানুষ। সকাল থেকে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েও ফর্ম না পেয়ে খালি হাতে ফিরতে হল অনেককে।

এদিন সকাল থেকেই পুরনিগমের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ বিভাগের বাইরে এবং সদর গেটে ফর্ম সংগ্রহের জন্য উপচে পড়া ভিড় ছিল। কিন্তু গুটিকয়েক ফর্ম বিলি করার পরই তা ফুরিয়ে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর ফর্ম না থাকার কথা জানতে পেরে ক্ষোভ উগরে দেন অনেকে। এ বিষয়ে জানতে পুরনিগমের প্রশাসক ও কমিশনারকে ফোন করা হলেও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এদিন ফর্ম না পেয়ে ক্ষুব্ধ ময়নাগুড়ির বাসিন্দা গজেন রায় বললেন, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও ফর্ম পেলাম না। কাজ ফেলে এসে এভাবে ঘুরে যেতে হলে কারও ভালো লাগে?' চম্পাসারির বাসিন্দা চম্পা বিশ্বাস ছেলেমেয়ের জন্ম শংসাপত্র ডিজিটাইজেশনের জন্য ফর্ম নিতে এসেছিলেন। দীর্ঘসময় লাইনে দাঁড়িয়েও ফর্ম না মেলায় তিনি বলেন, 'নতুন করে ডিজিটাইজেশন শুরু হয়েছে শুনেই এসেছিলাম। কিন্তু দেখছি ফর্ম নেই। কবে সেই ফর্ম পাওয়া যাবে তাও কেউ বলতে পারছে না।' শালুগাড়ার রবি পাসোয়ান জানান, এর আগেও কাজ ফেলে একাধিকবার এসে তাঁকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। এদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। তাঁর কথায়, 'এভাবে কতদিন কাজ বাদ দিয়ে এসে খালি হাতে ফিরতে হবে তা বুঝতে পারছি না।'

রাজ্যে পালাবদলের পর গত ১৯ মে থেকে জন্ম-মৃত্যু তথ্য পোর্টালটি একটানা প্রায় তিন মাস বন্ধ ছিল। ফলে ডিজিটাইজেশনের কাজ পুরোপুরি থমকে যায়। এই পরিস্থিতিতে নিত্যদিন পুরনিগমে এসে মানুষ ফিরে যাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে অগাস্ট মাসে পুলিশ পুরনিগম থেকে জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের জন্য বাজেয়াপ্ত করে যায়। দিনকয়েক বাদে তা ফিরিয়েও দেওয়া হয়। এরপর অগাস্টের শেষদিকে পোর্টালটি পুনরায় চালু হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফেরে। তবে আবেদনের ফর্ম না মেলায় নতুন করে ভোগান্তি বাড়তে শুরু করেছে।

> **ডিজিটাইজেশনে হয়রানি**

পুজোয় অশান্তি এড়াতে সতর্ক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : অনুপ্রবেশ রোধ এবং সীমান্ত চোরাচালান বন্ধে সক্রিয় হচ্ছে পুলিশও। উত্তরবঙ্গের আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলি দিয়ে কীভাবে অনুপ্রবেশ ঘটছে তা চিহ্নিত করার পাশাপাশি তা আটকানোর ক্ষেত্রে কী কী পরিকল্পনা নিতে হবে, সেই সংক্রান্ত পুলিশের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হল বৃহস্পতিবার। উত্তরকন্যায় আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, আইজি (উত্তরবঙ্গ) সুকেশকুমার জৈন সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার ও জেলা শাসকরা। বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে পুজো সংক্রান্ত নিরাপত্তার বিষয়টিও। বৈঠকের পাশাপাশি বাছাই করা কিছু ইনস্পেকটর ও সাব-ইনস্পেকটরের উপস্থিতিতে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরও হয়। তবে এদিনের বৈঠকে বিএসএফ বা এসএসবির কোনও আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন না।

উত্তরবঙ্গ সফরে এসে সম্প্রতি শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শা বিএসএফের সঙ্গেও বৈঠক করেন। এবার সীমান্ত লাগোয়া এলাকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি অনুপ্রবেশ রোধ ও চোরাচালান বন্ধে আরও সক্রিয় হতে চাইছে পুলিশও। কীভাবে অপরাধ দমন করতে হবে, সেই সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এদিন দেওয়া হয় ইনস্পেকটর ও সাব-ইনস্পেকটরদের। থানাগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়েও এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজো বা উৎসবের দিনগুলিতে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আগাম নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত বছর পুজোর সময় বহিরাগত কয়েকটি গ্যাং শিলিগুড়ি শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছিল। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি অপরাধও সংঘটিত হয়। এবার পুজোয় যাতে কোনওরকম অশান্তির ঘটনা না ঘটে, তার জন্য উত্তরবঙ্গের প্রতিটি থানাকে আগাম সতর্ক থাকার পাশাপাশি নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে সমস্ত পরিকল্পনা গোপন রেখে কাজ করতে চাইছে পুলিশ। যে কারণে এদিন রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় এবং বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে পুলিশের কোনও কর্তাই মুখ খুলছেন না।

> **রুদ্ধদ্বার বৈঠক উত্তরকন্যায়**

জলপাইগুড়িতে অভিযান বিএসএফ, রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর ও পুলিশের

বৃহন্নলাদের বাড়িতে অস্ত্র

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা। বিএসএফের ভারী বুটের শব্দে উত্তর রায়কতপাড়ার একাংশের বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিএসএফ জওয়ানরা বৃহন্নলাদের বাড়ি ঘিরে ফেলেন। সকাল ছয়টা নাগাদ বিএসএফ, রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর ও পুলিশের অফিসারদের একটি দল বাড়িতে ঢোকে। এরপর দুপুর পর্যন্ত ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, তিনটি কার্তুজ, দুটি খালি ম্যাগাজিন, দুটি বাংলাদেশি সিম কার্ড এবং বাংলাদেশ সরকারের ইস্যু করা একটি জন্ম শংসাপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রাখা এবং বাংলাদেশি-যোগের সন্দেহে পরিবারের প্রধান পিপাসা হিজরাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন।

জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম শ্রীনিবাসন বলেন, 'এদিন সকাল থেকে উত্তর রায়কতপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে যৌথ অভিযান চলেছে। ওই বাড়ির ভেতর থেকে দুটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, তিনটি কার্তুজ, দুটি খালি ম্যাগাজিন, দুটি বাংলাদেশি সিম কার্ড এবং বাংলাদেশ সরকারের

বৃহন্নলাদের বাড়ি ঘিরে তল্লাশি। জলপাইগুড়িতে বৃহস্পতিবার।

ইস্যু করা একটি জন্ম শংসাপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই পরিবারের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

অভিযান চলাকালীন এদিন সাধারণ মানুষকে বাড়ির ত্রিসীমানায় যেতে দেওয়া হয়নি। কেউ ঘরের ভিতরে তল্লাশি চালান, আবার কেউ সোজা ছাদে উঠে যান। ফুলের টব থেকে জলের ট্যাংক, সমস্ত জায়গাতেই চিরুনি তল্লাশি চলে। অভিযানের কয়েকজন অফিসার বাড়ির সামনের মনসা মন্দিরেও ঢোকেন। প্রায় আট ঘণ্টা ধরে তল্লাশি ও নথি যাচাইয়ের কাজ চলে।

অভিযান চালানোর খবর এদিন দুই ঘণ্টার মধ্যে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযানের কারণ জানতে দলে দলে মানুষ বাড়িটির সামনে জড়ো হন। কিন্তু গেটের বাইরে তখনও কোনও তথ্য জানানো হয়নি। রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর ও বিএসএফের যৌথ অভিযান ঘিরে আন্তর্জাতিক চোরাচালানের যোগের সম্ভাবনা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযানের কারণ স্পষ্ট হতে থাকে। বেলা দুটো নাগাদ পুলিশ পিপাসা হিজরাকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তোলে। তখনই তল্লাশিতে আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, বাংলাদেশি সিম কার্ড এবং জন্ম শংসাপত্র উদ্ধারের কথা সামনে আসে।

তবে আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিষয়টি পিপাসা হিজরা অস্বীকার করেছেন। গ্রেপ্তারের পর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে

- অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, বাংলাদেশি সিম কার্ড ও নথিপত্র উদ্ধার
- বৃহন্নলা পরিবারের প্রধান পিপাসা হিজরাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
- তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে প্রশাসন

যাওয়ার সময় তিনি বলেন, 'পুলিশ বা বিএসএফ বাড়ি থেকে কিছুই পায়নি। যদি পেয়ে থাকত তাহলে তো সকলেই দেখতে পেতেন। আমাকে থানায় কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা বলতে পারব না।'

ওই বাড়িটিতে বৃহন্নলা পরিবারের প্রায় ৪০ জন সদস্য থাকেন। তাঁদের কারও সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ রয়েছে কি না, তা জানতে নথি যাচাইয়ের পাশাপাশি আধিকারিকরা প্রত্যেকের বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাই করেন। এদিকে, কোটি টাকার সম্পত্তি ও বিলাসবহুল বাড়ি দেখে অভিযানে থাকা আধিকারিকদেরও বিস্মিত হতে দেখা যায়। এলাকাবাসীও যথেষ্টই ক্ষুব্ধ। স্থানীয় বাসিন্দা রাজু সরকার বলেন, 'আমরা তো এতদিন জানতাম ওঁরা অন্যের দেওয়া দান নিয়ে জীবনযাপন করেন। অন্যের দেওয়া দান গ্রহণ করতে আগ্নেয়াস্ত্রের কী প্রয়োজন তা বুঝতে পারলাম না। তাহলে কি আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে এতদিন দান সংগ্রহের কাজ চলত? বিষয়টি পুলিশের ভালোমতো তদন্ত করা প্রয়োজন। আরেক বাসিন্দা প্রসেনজিৎ সরকারের কথায়, 'গত তিন থেকে চার বছরের মধ্যে এদের কোটি টাকা সম্পত্তি দেখে আয়ের উৎস জানার কৌতূহল হত। কোনও কারণ ছাড়া তো কারও বাড়িতে এত বড় মাপের অভিযান হয় না। বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হওয়া মানে এখান থেকে অবৈধ কাজকর্ম পরিচালিত হওয়ার যথেষ্টই সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এদিন জলপাইগুড়ি বিজেপি পার্টি অফিসে এসেছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, 'বিগত সরকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দিয়েছে। আমি শুনেছি বৃহন্নলাদের বাড়ি থেকে অবৈধ অস্ত্র এবং বাংলাদেশি সিম কার্ড এবং নথি উদ্ধার হয়েছে। যেহেতু জলপাইগুড়ির পাশে চিকেনস নেক রয়েছে তাই ঘটনাটি যথেষ্টই উদ্বেগজনক।' বিএসএফ এবং পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে তিনি জানান।

ডিসেম্বর পর্যন্ত উৎপাদন

নাগরাকাটা, ১০ সেপ্টেম্বর : ডিসেম্বর পর্যন্ত উৎপাদন চালু রাখার পক্ষেই জোর সওয়াল করল উত্তরবঙ্গের চা মহল। বৃহস্পতিবার শীতকালীন উৎপাদন বন্ধ করার দিনক্ষণ নিয়ে আলোচনা করতে টি বোর্ডের শিলিগুড়ির আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিভিন্ন চা বণিকসভা, ক্ষুদ্র চা চাষি ও বটলিফ ফ্যাক্টরির সংগঠনগুলির কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই এক সুরে তাঁদের বক্তব্য জানিয়েছেন। এবার টি বোর্ড এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেয় সে দিকেই তাকিয়ে সকলে। গত বছর টি বোর্ডের পক্ষ থেকে শীতকালীন উৎপাদন বন্ধ রাখার বিষয়টি বাগানগুলির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আলাদা করে কোনও নির্দেশিকা জারি হয়নি। ফলে ডিসেম্বরের শেষলগ্ন পর্যন্ত উৎপাদন চালু ছিল। তার আগে ২০২৪ সালে এবং তার আগের বছরগুলিতে অন্তত ১৫ দিন এগিয়ে কাঁচা পাতা তোলার শেষ দিন ৩০ নভেম্বর করে দেওয়া হয়েছিল। এতে চা বাগানগুলিকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় বলে বিস্তর কথা উঠেছিল।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, '৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মরশুম চালু রাখতে হবে। তৈরি চায়ের গুণগত মান নিয়ে যদি কারও সংশয় থাকে তবে টি বোর্ড ওই সময় তাঁদের মনিটরিং ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতেই পারে। অহেতুক কারণে আগে উৎপাদন বন্ধ করা মানে ক্ষতি।

মলে দমকল

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বহুতল ভবনে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখল দমকল দপ্তর। এদিন শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি শপিং মলে অভিযান চালান দমকল বিভাগের আধিকারিকরা। মলে গিয়ে সেখানকার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

আবাসের টাকা

প্রথম পাতার পর

বিচারপতি আরও চার সপ্তাহের জন্য রামভজনকে শর্তসাপেক্ষে আগাম জামিন দিয়েছেন বৃহস্পতিবার। পরবর্তী শুনানিতে ইনভেস্টিগেটিভ অফিসারকে ফের রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

অর্ডার কপি অনুযায়ী, তদন্তকারীর পেশ করা রিপোর্টে বলা হয়েছে, রামভজন নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। তবে, এই মুহূর্তে বিতর্কিত প্রাক্তন কাউন্সিলারের জামিনের মেয়াদ শর্তসাপেক্ষে আরও কিছুদিনের জন্য বাড়ানো যুক্তিসংগত বলে মনে করছে আদালত। সম্পূর্ণ তথ্য না দেওয়ার বিষয়টি রামভজনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ আবেদনকারীকে আত্মপক্ষ-বিরোধী কোনও বক্তব্য দিতে বাধ্য করা যায় না। তদন্তে সহযোগিতার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর প্রেক্ষিতেই অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ আরও চার সপ্তাহের জন্য বাড়ানো হল। সরকার পক্ষের আইনজীবী অভ্রজ্যোতি দাস বলছিলেন, 'তদন্তকারীর তরফে এদিন রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়, তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা রামভজনবাবু করছেন না। এরমধ্যেই টাকা ফেরানোর আরও বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। তদন্তকারীকে সহযোগিতার শর্তসাপেক্ষে বিচারপতি চার সপ্তাহের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। পরবর্তীতে শুনানির দিন আইও-কে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়।'

অন্যদিকে, রামভজনের আইনজীবী তপন ঘোষের দাবি, 'এই কেসটার কোনও ভ্যালু নেই। আমার মক্কেল নিয়মিত তদন্তকারীর কাছে গিয়েছেন। নিজের সহ পুরো পরিবারের ব্যাংক স্টেটমেন্ট জমা দিয়েছেন। দশবছর আগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মামলা। দশ বছরে অনেকেরই আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। একজন কাউন্সিলারের পক্ষে সবার আর্থিক পরিস্থিতি জানাও সম্ভব নয়।'

প্রসঙ্গত, জুলাই মাসের ১০ তারিখ প্রধাননগর থানায় বিক্রান্ত বিমল নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি রাকেশ ও বিশ্বজিতের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ জানিয়ে বলেন, ২০১৬ সালে এই দুজন রামভজন মাহাতোর অঙ্গুলিহেলনে অবৈধভাবে হাউজিং ফর অলের টাকা পেয়েছেন।

জুলাইয়ের শেষদিকে রামভজন দার্জিলিংয়ের সিনিয়ার জজের কাছে আগাম জামিনের আবেদন করলে নাকচ হয়। এরপরই তদন্তের গতি বাড়ে। অগাস্টের মাঝামাঝি সময় রাকেশ আর বিশ্বজিৎ গ্রেপ্তার হন। এরপরই হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেন প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার। অগাস্টের ১৯ তারিখ একদিনের জন্য তদন্তে সহযোগিতার শর্তসাপেক্ষে সেই আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারপতি। ২০ তারিখ রামভজন প্রথমবারের জন্য থানায় আসেন। ২১ তারিখ ফের শর্তসাপেক্ষে সেই নির্দেশ জারি রাখা হয়। এদিন জামিনের মেয়াদ চার সপ্তাহের জন্য শর্তসাপেক্ষে বৃদ্ধি করল হাইকোর্ট।

বাবাজিদের দাদাগিরি

প্রথম পাতার পর

মধ্যপ্রদেশেও ছবিটা বেশ চোখধাঁধানো। মহাকাল করিডরের হাওয়া গায়ে মেখে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ব্যস্ত থাকেন সাধুসন্তদের তুষ্ট রাখতে। সেই রাজ্যে আবার রামদেবের চশমা থেকে শুরু করে বাগেশ্বর ধামের বাবার খড়ম পর্যন্ত সবকিছু দেখতে ভক্তদের ভিড়। মুখ্যমন্ত্রী যাদব আবার রামদেব ও বাগেশ্বর বাবার মতো আচার্য বালকৃষ্ণ ও দেবকীনন্দন ঠাকুরেরও ঘোর ভক্ত।

রাজস্থানে ঢুকে দেখবেন, ভজনলাল শর্মাও প্রতিদিন কোনও না কোনও গোস্বামীর চরণে মাথা ঠেকাচ্ছেন। তিনি আবার ভক্ত স্বামী রামভদ্রাচার্যের। নাথদ্বার শ্রীনাথজির মন্দিরের পুরোহিত কিংবা হাথোজ ধামের আচার্যদের আশীর্বাদ ছাড়া সেখানে বাতাসও নড়ে না। গুজরাটে যেমন চোখে পড়ে, ধর্মীয় হাওয়ায় মোদি-শা-আম্বানি-আদানিকে ছাপিয়ে বাপস নামক সংস্থার সাধুদের প্রভাব বিশাল। মহারাষ্ট্রে গিয়ে রাজনীতিকরা পনঢরপুরের বারকরী সন্তদের নামে বুক চাপড়ান। আবার সময় বুঝে সদগুরু কিংবা রবিশংকরের আধ্যাত্মিক শিবিরে গিয়ে হাতজোড় করে বসে থাকেন। বিহারে রাজনীতিবিদদের মাথায় আছেন রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধুরা। উত্তরাখণ্ডে সৎপাল মহারাজ তো পর্যটনমন্ত্রী। এমনকি অসমে হিমন্ত বিশ্বশর্মাও বুঝে গিয়েছেন, রাজদণ্ড শক্ত রাখতে গেলে মাজুলির নামকরা সত্রাধিকারীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

চারপাশের এই আধ্যাত্মিক রমরমা দেখেই হয়তো শুভেন্দুর ঘুম ছুটেছিল। এমনিতেই তৃণমূল থেকে যাঁরা বিজেপিতে গিয়েছেন, তাঁদের নিজেদের প্রতি পদে প্রমাণ করতে হচ্ছে, আমরা হিন্দু। এতদিন তাঁরা বিজেপি-আরএসএসকে গালিগালাজ করেছেন। সব পুরোনো ভিডিওতে সোশ্যাল মিডিয়া উথলে উঠছে। তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রতিদিনই সিঁদুরের তিলক কাটছেন কেউ। কেউ গেরুয়া পাঞ্জাবি পরছেন। গলার শির ফুলিয়ে কেউ বলছেন, রবীন্দ্রনাথের গান বলেই কি সোনার বাংলা গাইতে হবে? আগের তৃণমূল জমানায় চালু হয়েছিল চটিচাটা শব্দটি। নতুন জমানায় সেই জায়গাটা নিয়েছে, 'সিঁদুরটিপকাটা' শব্দ।

অন্য রাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের মাথায় যখন একের পর এক মহারাজের বরহস্ত, তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কী করবেন? তিনি প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীদের সরকারি পদে রেখে দিলেন। কেন রাখলেন, বোঝা গেল না। মিশনের সন্ন্যাসীরাও অবাক, কেন তাঁদের রাখা হল স্কুল সার্ভিস কমিশনে বা বইমেলা কমিটিতে। নতুন কমিটিতেও সেই এক নিয়মে ধান্দাবাজ ও শাসকদের তৈলমর্দনকারীদের ভিড়। এরপর আবার ইসকনকে ডাকা হল মিড-ডে মিলে যুক্ত হতে।

এসবের মধ্যে অন্য রাজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে, শর্টকাট খুঁজতে শুভেন্দু আমদানি করলেন মধ্যপ্রদেশের ছতরপুরের বাগেশ্বর বাবাকে। যিনি ভক্তদের মনের কথা কাগজে লিখে চমকে দেন, তাঁকেই ধরে সোজা নিয়ে আসা হল হাওড়ার মাটিতে। শুভেন্দু ভেবেছিলেন, বাবার এই কারসাজি দেখে বিরোধী শিবির হয়তো আতঙ্কে কাঁপবে। কিন্তু বাগেশ্বর বাবা বাংলায় পা দিয়েই যে ভজকট পাকিয়ে বসবেন, তা হয়তো শুভেন্দুর অতি বড় রাজনৈতিক শত্রুও ভাবতে পারেনি।

বাগেশ্বর বাবা ফেল। তাই কি তা হলে এবার নাগা সন্ন্যাসীদের আনতে হল! বাহ রে বাহ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে নাগাদের নাচ প্রথম দেখল কলকাতা। যাদবপুর নাগা-ল্যান্ড। ওদিকে কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা গর্ত-ল্যান্ড। বাইপাস গর্তে ভর্তি। দূরদর্শন কেন্দ্রের সামনে সেদিন দেখলাম, আবর্জনা-ল্যান্ড। আলো নেই, আঁধার-ল্যান্ড। একটু রাত হলেই একদিকের রাস্তায় গাদা গাদা গাড়ি লাইন করে দাঁড়িয়ে। পার্কিং-ল্যান্ড। এগুলো অগ্নিমিত্রা পালের চোখে পড়ে না? নাগাদের আমন্ত্রণ জানানোর বুদ্ধি যাঁর, তিনি নিশ্চয়ই পদ্ম পুরস্কার পাবেন।

ওদিকে বাগেশ্বর বাবা মাইক্রোফোন হাতে নিয়েই ফতোয়া দিয়ে বসলেন, দুর্গাপুজোর সময় বাঙালিরা মাছ-মাংস খায় কেন? যারা নবমীর ভোগে পাঁঠার মাংস বা ইলিশ মুখে তোলে, তারা নাকি ভণ্ড ও অপবিত্র। এসব বলে তিনি তো ঝকঝকে ডিজাইনের শার্ট আর প্যান্ট পরে চলে গিয়েছেন ইংল্যান্ডে। এদিকে বাংলায় তোলপাড়। বাগাড়ম্বর বাবার এই খাঁটি নিরামিষাশী বচনে আমজনতা তো চটলই, শুভেন্দুর নিজের দলের নেতারাও প্রমাদ গুনলেন। বাবাকে সামলাতে আসরে নামতে হল দলের রাজ্য নেতাদের। তাঁরা সাফাই দিতে শুরু করলেন যে এটা বাবার একান্ত ব্যক্তিগত মত। কালীপুজোয় পাঁঠাবলি আর পুজোর বাজারে খাসির মাংসের সঙ্গে রাজনীতির কোনও বিরোধ নেই।

অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের অনুকরণ করতে গিয়ে শুভেন্দু হয়তো ভেবেছিলেন বাবা এনে বৈতরণি পার হবেন। কিন্তু ফল আপাতত উলটো। রাজনীতির পাটিগণিত কষতে এসে বাঙালিকে মাছ-মাংস ছাড়ার নিদান দেওয়া যে রাজনৈতিক আত্মহত্যার সমান, বাবার সেই সহজ সত্যিটা বুঝতে সমস্যা হল। নিট ফল, পুজোর মুখে শুভেন্দুর বাবাপ্রীতি গিলতে এখন দলের কর্মীদেরই সবচেয়ে বেশি ঘাম ছুটছে।

যে বাবা অর্ধেকের বেশি বাঙালিকে ভণ্ড বলছে, তাকেই ফলাও করে বিশাল কেন্দ্রের জন্য জমি দেওয়ার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্ভবত অবাঙালি ভোট টানতেই। বাঙালি মুসলিমরা তাঁর ঘোষিত শত্রু, অবাঙালিরা নন। প্রশ্ন হল, এসব কি করা যেতে পারে? বাংলায় বাগেশ্বর ধামের দরকার নেই। বাংলা ইতিমধ্যেই বাগাড়ম্বর ধাম প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে মন্ত্রী-বিধায়কদের দৌলতে। প্রতিবারই বিব্রত শমীক ভট্টাচার্যকে নামতে হচ্ছে দমকলের ইঞ্জিন নিয়ে। বারবার। অন্তত পঞ্চাশবার। বাগেশ্বরের বাগাড়ম্বর আমিষ-নিরামিষ বিতর্কের পাশাপাশি পুনর্জন্ম দিয়ে ফেলেছে আর এক পুরোনো বিতর্কের। বাঙালি বনাম অবাঙালি। হোক বিজেপি রাজ্য, বাংলা কিন্তু এখনও উত্তরপ্রদেশ-বিহার-মধ্যপ্রদেশের সংস্কৃতিকে নিজের করে ভাবতে শেখেনি।

মরা কোশীর

প্রথম পাতার পর

যে বাঁধ একসময় ভূতনির সুরক্ষা কবচের মতো ছিল, তারই অংশ এখন নদীর গ্রাসে।

২০২৫ সালে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়েছে। সরকারি নথিতে বলা হয়েছে, গঙ্গার বাম পাড়ের ভাঙনে ভূতনিতে বিপুল জমি হারিয়েছে। এতদিন যে ধরনের পাথর, বস্তা, বাঁশের কাঠামো এবং অন্যান্য নদী-রক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতেও ভাঙন নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। কেন্দ্রীয় জল কমিশন বা সিডব্লিউসি-র ২০২৪ সালের গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থার উপর তৈরি বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনে ভূতনির ঝুঁকি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গঙ্গা ও ফুলহরের জটিল জলপ্রবাহের কারণে এই অঞ্চলে ভাঙন ও বন্যার পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ভূতনি দিয়াড়া প্রায় ৫১ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত এবং প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ নদীভাঙন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জল কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই এলাকায় গঙ্গার স্রোতের মূল গভীর পথ, যাকে নদীবিজ্ঞানের ভাষায় 'থ্যালওয়েগ' বলা হয় তা ক্রমাগত বাম দিকে সরে আসছে।

এই পরিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ২০১৬ সালে গৌড়বঙ্গ ও ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন গবেষকের একটি যৌথ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। সেখানে ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সালের উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করা হয়। তাঁদের গবেষণায় মানিকচক দিয়াড়া অঞ্চলে গঙ্গার ব্যাপক স্থানান্তর ধরা পড়ে। কিছু অংশে পাড়ের সর্বাধিক সরে যাওয়ার দূরত্ব প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পাওয়া যায়। গবেষকরা দেখিয়েছেন, নদীর পাড় সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজমি, বসতি এবং মানুষের জীবনযাত্রাও বিপন্ন হয়েছে। এর পরের গবেষণাও ছবিটিকে আরও পরিষ্কার করে। ২০১৮ সালে গবেষণাপত্র স্পেশাল ইনফরমেশন রিসার্চ-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখানো হয় মানিকচক দিয়াড়া অঞ্চলে প্রায় ৩৮.৬ বর্গকিলোমিটার জমি নদীভাঙনে হারিয়েছে। অর্থাৎ ভূতনির বিপদ কোনও এক বছরের বন্যার ফল নয়, এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের নদী-পরিবর্তনের ইতিহাস।

গঙ্গা গবেষক অনিরুদ্ধ বসাকের বক্তব্য, 'জটিল নদীপথের সমীকরণের কারণেই ভূতনিকে নিয়ে আলোচনা জরুরি। নদী এখানে শুধু মাটি কাটছে না। নদী পুরোনো পথ ছেড়ে নতুন পথ তৈরি করছে, আবার পুরোনো পথেও জল ফিরিয়ে আনছে। আর যে ভূখণ্ডের জন্মই নদীর পলি জমে, সেই ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎও শেষপর্যন্ত নির্ভর করছে নদীর এই পরিবর্তনশীল আচরণের উপর। ফলে উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করে পদক্ষেপ না করলে ভূতনিকে বাঁচানো বাস্তবে সম্ভব নয়।'

জামা-জুতোও

প্রথম পাতার পর

'মিউজ' ঠিক কতটা স্মার্ট? মেটা বলছে, এই এজেন্ট আপনার হয়ে ই-মেল পাঠাতে পারে, ফ্লাইটের টিকিট কাটতে পারে, জুতো-জামা কিনতে পারে, ওয়েবসাইটের ফর্ম পূরণ করতে পারে, এমনকি আপনার হয়ে অনলাইনে দরদামও করতে পারে! ধরুন, আপনি একটা গাড়ি কিনবেন বা আপনার ইন্টারনেট বিলটা একটু কমাতে চান। 'মিউজ'-কে একবার নির্দেশ দিলেই সে আপনার হয়ে দরদাম করতে শুরু করবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, আপনি অ্যাপ বন্ধ করে ফোন পকেটে রাখলেও 'মিউজ' কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে নিজের কাজ চালিয়ে যাবে। দাম চূড়ান্ত হলে বা আপনার অনুমোদনের দরকার পড়লেই সে আপনাকে শুধু নোটিফিকেশন পাঠাবে। কেনাকাটার জন্য এর সঙ্গে 'লিংক' নামের একটি বিশেষ এজেন্ট ওয়ালেটও জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এখানেই উঠছে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা। নিরাপত্তা আর বিশ্বাস। যে মেটার বিরুদ্ধে বারবার গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, তাদের হাতে কি সত্যিই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর ই-মেলের চাবি তুলে দেওয়া নিরাপদ? 'সেন্টার ফর ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড টেকনলজি'-র চিফ টেকনলজিস্ট মিরান্ডা বোগেন যেমন সতর্ক করেছেন যে, এই ধরনের এআই এজেন্ট ভুল করলে শুধু একটা আজেবাজে রেকমেন্ডেশন আসে না। বরং এরা আপনার সম্মান নষ্ট করতে পারে, ব্যক্তিগত মেডিকেল রিপোর্ট ফাঁস করতে পারে, এমনকি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টও নিমেষে ফাঁকা করে দিতে পারে। মেটা অবশ্য দাবি করছে যে, 'মিউজ' আপনার ব্যক্তিগত ডেটা তাদের বিজ্ঞাপনের কাজে লাগাবে না। আপনি ঠিক করে দিতে পারবেন যে 'মিউজ' আপনার কোন অ্যাপে কতটা নজরদারি চালাবে। নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক 'মিউজ' ব্যবহারকারীকে একটি করে নিজস্ব ক্লাউড ভার্চুয়াল মেশিন বা মিউজ সিকিওর ভিএম দেওয়া হচ্ছে। আপনার সমস্ত পাসওয়ার্ড বা পেমেন্টের তথ্য সেখানেই এনক্রিপ্ট করা থাকবে। মেটার দাবি, 'মিউজ' নিজে আপনার পাসওয়ার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের নম্বর দেখতে পাবে না। তাছাড়া, পেমেন্ট করার সময় একটি 'ওয়ানটাইম ইউজ কার্ড' তৈরি হবে, যাতে আপনার আসল কার্ডের তথ্য গোপন থাকে। এই পুরো সিস্টেমের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য 'সেন্টিনেল' নামের একটি আলাদা এআই এজেন্টকে পাহারাদার হিসেবে রাখা হয়েছে, যার কাজ হল আপনার অজান্তে কোনও তথ্য যেন ইন্টারনেটে লিক না হয় তা নিশ্চিত করা।

গত দেড় বছর ধরে ওপেনএআই বা অ্যানথ্রপিক-এর মতো কোম্পানিগুলোকে টেক্কা দিতে মেটা জলের মতো টাকা খরচ করেছে। বিশেষজ্ঞরা আগেই অনুমান করেছিলেন যে, মেটার এই বিপুল বিনিয়োগের আসল লক্ষ্য হল এমন এক এআই তৈরি করা, যা মানুষের হয়ে দৈনন্দিন কাজগুলো করতে পারবে। মেটার দাবি, আগামীদিনে ব্যক্তিগত জীবনে এই 'সুপার ইন্টেলিজেন্স'-ই সবচেয়ে বড় বিপ্লব আনতে চলেছে, আর 'মিউজ' হল সেই বিপ্লবের প্রথম ধাপ।

এখন দেখার, আমজনতা নিজেদের জীবনের রিমোট কন্ট্রোল মেটার হাতে তুলে দিতে কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

দার্জিলিংয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

দার্জিলিং, ১০ সেপ্টেম্বর : রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলার আমন্ত্রণে দার্জিলিংয়ে এলেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। চড়লেন দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেনে। প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সার্জিও দার্জিলিং ম্যালের কাছে শ্রিংলার বাসভবন 'আইভানহো'-তে যান। সেখানে তাঁদের দার্জিলিংয়ের প্রসিদ্ধ মোমো সহ অন্য সুস্বাদু খাবারে আপ্যায়ন করা হয়। তা ছাড়া ক্যাসলটনের ফার্স্ট ফ্লাশ চায়ের ব্যবস্থাও ছিল তাঁদের জন্য। রাষ্ট্রদূত প্রতিনিধিদলকে নিয়ে এদিন দার্জিলিংয়ের ম্যালের চৌরাস্তা সহ শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। শ্রিংলা বলেন, 'বিশ্বের দরবারে এই পাহাড়ি অঞ্চলের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে তুলে ধরার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।' রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর দার্জিলিং সফরে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, 'এই সফর তাঁর জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।'

টয়ট্রেনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর ও রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।

বেতন কীভাবে, প্রশ্ন কোর্টের

প্রথম পাতার পর

ওই পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্তকে আত্মসমর্পণের নির্দেশের পরেও তিনি বেপাত্তা। মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর অভিযোগে তাঁকে ধরা হলেও গ্রেপ্তার করা হয়নি।' ধরা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে যে অন্য মামলা আছে, তা পুলিশ না জানানোয় ডিভিশন বেঞ্চ অসন্তোষ প্রকাশ করে।

রাজ্যের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার অবশ্য জানান, সিআইডিকে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে। প্রশান্তর বর্তমান অবস্থান খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু ওই বক্তব্যে সন্তুষ্ট হননি বিচারপতিরা। গোটা বিষয়টি সম্পর্কে আদালতে রিপোর্ট পেশ করে সমস্ত তথ্য জানানোর জন্য তাঁরা রাজ্য সরকারকে তিন সপ্তাহ সময় দিয়েছেন। আবেদনকারী সংগঠনের প্রসূন মৈত্র বলেন, 'নিম্ন আদালত এই মামলায় নারাজি পিটিশন গ্রহণ করেছে। এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

ইতিমধ্যে স্বপন কামিল্যা খুনের পর ১১ মাস কেটে গিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পাওয়ার অভিযোগে আরও একটি মামলা আগে থেকে বিচারাধীন। সেই মামলাটি দীর্ঘদিন ধরে চলছে। খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ার পর প্রশান্ত নিখোঁজ হয়ে যান। বেশ কিছুদিন পর রায়গঞ্জের বিডিও পদে অন্য একজনকে নিয়োগ করা হলে প্রশান্তকে নিয়ে প্রশাসনের কোনও নির্দেশ সামনে আসেনি। তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, না পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল।

বৃহস্পতিবারের শুনানিতে তিনি কীভাবে বেতন পাচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্তর গ্রেপ্তারি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টের একাধিক নির্দেশের পরেও তাঁকে গ্রেপ্তার না করায় প্রশ্নের মুখে রাজ্য সরকার।

আঘাত লাগলে চিকিৎসার সাহায্যটুকুও জোটে না

প্রান্তিক গ্রাম পলাশবাড়ির কিশোর-কিশোরীদের বুকভরা স্বপ্ন ছুঁয়ে ফেলছে কলকাতার ময়দান। হাতে কাঠের স্টিক, চোখে অচেনা আকাশ জয়ের জেদ। আজ শেষ পর্ব।

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : ২০২২ থেকে ২০২৬। মাত্র পাঁচ বছরের এক অদম্য পথ চলা। দেশের হকি মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করে চলেছে প্রান্তিক জনপদ পলাশবাড়ি। অথচ অভাবনীয় এই সাফল্যের পরেও এই লড়াকু খেলোয়াড়দের কপালে জোটেনি কোনও সরকারি সাহায্য। যেমন একটি সরকারি মানের খেলার মাঠের প্রয়োজন, তেমনই তীব্র সংকট রয়েছে দরিদ্র পরিবারের এই খেলোয়াড়দের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ইউনিফর্মের। কেউ কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে খেলোয়াড়দের নানাভাবে সহযোগিতা করে পাশে দাঁড়িয়েছেন। রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তর ও প্রশাসন কেন এমন উদাসীন- তা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠছে সচেতন মহলে।

পলাশবাড়ির পাশাপাশি ফালাকাটার কিছু স্কুলেও এখন নিয়মিত হকি খেলা হয়। আর এই স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীরাই প্রতিবার রাজ্য স্তরে লড়তে যায়। তবে এর মধ্যে অধিকাংশ পড়ুয়াই পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের। কারণ, হকি চর্চা ও অনুশীলনের মূল কেন্দ্রই হল এই পলাশবাড়ি। কিন্তু হকি খেলার জন্য যে মৌলিক সরঞ্জাম- যেমন স্টিক, বল কিংবা ইউনিফর্মের প্রয়োজন, তা কেনার ন্যূনতম আর্থিক সামর্থ্যও নেই অনেক পরিবারের অভিভাবকদের। এরপর বছর দুয়েক আগে আলিপুরদুয়ারের তৎকালীন পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী ব্যক্তিগত উদ্যোগে পলাশবাড়ির খেলোয়াড়দের হাতে হকির স্টিক ও গোলকিপারের ইউনিফর্ম তুলে দেন। আলিপুরদুয়ার জেলা সদরের বাসিন্দা ডাঃ অমিতকান্ত মিত্র পেশায় সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালের অর্থোপেডিক কনসালট্যান্ট। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ হকি খেলোয়াড়দের এই করুণ দুর্দশার খবর পড়ে তিনি নিজেই চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি পলাশবাড়িতে আসেন। খেলোয়াড়দের হাতে জুতো, শিনগার্ড, গোলকিপারের ইউনিফর্ম, জার্সি এবং নগদ কিছু অর্থ তুলে দেন তিনি। শুধু তাই নয়, অনুশীলনের সময়ের টিফিন খরচ থেকে শুরু করে কলকাতায় খেলতে যাওয়ার ট্রেন ভাড়াও নিয়মিত দিয়ে থাকেন তিনি। পলাশবাড়িতে কোনও হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলে স্থানীয় অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন। এভাবেই সাধারণ মানুষের সাহায্য ও ভালোবাসায় চলছে এই প্রান্তিক জনপদের হকি চর্চা।

তবে এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হল খেলার মাঠে চিকিৎসার চরম অভাব। গত ডিসেম্বর মাসে পলাশবাড়িতেই হকির প্র্যাকটিস করতে গিয়ে হঠাৎ বলের আঘাতে গুরুতর জখম হয় সুস্মিতা ওরাওঁ নামে এক কিশোরী খেলোয়াড়। তার কপাল ফেটে অঝোরে রক্ত ঝরতে শুরু করে। কিন্তু আশপাশে কোনও প্রাথমিক চিকিৎসা বা মেডিকেল সাপোর্ট না থাকায় বাকি আতঙ্কিত খেলোয়াড়রা তাকে তড়িঘড়ি স্থানীয় শিলবাড়িহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত সুস্মিতার কপালে তিনটি সেলাই করতে হয়। ঠিক একইভাবে গত মার্চ মাসে লাবণি বর্মন নামে আরেক পড়ুয়াও মাঠে অনুশীলন করার সময় ভয়ংকরভাবে জখম হয়। তার মুখেও দুটি সেলাই পড়ে। ঘরের মাঠে নিজেদের ঘামে ভেজা প্র্যাকটিসে মাঝেমধ্যেই এমন রক্তক্ষয়ী দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে তখন জরুরি মেডিকেল সাপোর্ট বলতে কিছুই থাকে না।

আলিপুরদুয়ার জেলা হকি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকার প্রায়দিনই নিয়ম করে কাজ করে। তখন আমরাই ওদের সাহস জোগাই। কিন্তু আমাদের মতো ছোট সংগঠনের পক্ষে তো আর মাঠে আলাদা করে মেডিকেল টিম মোতায়েন রেখে হকি প্র্যাকটিস চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।।'

স্টিক হাতে পলাশবাড়ির হকি খেলোয়াড়দের গ্রুপ ছবি।

পলাশবাড়ির কোচ সরোজকুমার বসুর আক্ষেপ, 'আমাদের ছেলেমেয়েদের শরীরে জন্মগত হকি প্রতিভা রয়েছে। তাই আমরা সরকারের কাছে প্রধানত দুটি সাহায্য প্রার্থনা করছি। আলিপুরদুয়ারে অবিলম্বে সরকারি উদ্যোগে একটি আধুনিক হকির মাঠ তৈরি করা হোক। আর এই এলাকার প্রতিটি খেলোয়াড়কে সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও সরকার। তাঁর কথায়, 'সরকার যদি হকি খেলার জন্য একটি স্থায়ী মাঠ তৈরি করতে এগিয়ে আসে, জমির সমস্ত বন্দোবস্ত আমরাই করে দিতে পারব।'

সম্প্রতি স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের হকিতে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর আশ্বাস, 'জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আমি নিজে কথা বলব। তাছাড়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও তো আমাদেরই জেলার মানুষ। বিষয়টি তাঁকে সবিস্তারে জানাব।'

চ্যাম্পিয়ন হয়ে মহম্মদ সামির ফোনের সেলফিতে ঈশান কিষান, বৈভব সূর্যবংশীরা। বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ে।

১৪ বছর পর দলীপ পূর্বাঞ্চলের

পূর্বাঞ্চল-৭০৮ ও ৩৮৮/৭ (ডিঃ)
দক্ষিণাঞ্চল-৩৩৬
(ম্যাচ ড্র, প্রথম ইনিংসে লিডের সুবাদে জয়ী পূর্বাঞ্চল)

চেন্নাই, ১০ সেপ্টেম্বর : প্রথম ইনিংসে ৭০৮ রানের পাহাড় তৈরি করে ম্যাচের ভাগ্য অনেকটাই লিখে ফেলেছিল তারা। বৃহস্পতিবার দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র হলেও প্রথম ইনিংসের লিডের সুবাদে ১৪ বছর পর দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হল পূর্বাঞ্চল। আর অধিনায়ক হিসেবে কোনও টুর্নামেন্ট না হারার রেকর্ডও অক্ষুণ্ণ রাখলেন ঈশান কিষান।

২৭০ ও ৮০- দুই ইনিংসে ব্যাট হাতে অনবদ্য পারফরমেন্সের জন্য ফাইনালের সেরা হিসেবে ঈশান ছাড়া দ্বিতীয় কারোর নাম ভাবার দরকার পড়েনি। তবে দলীপ ফাইনালের পঞ্চম দিনের নায়ক অখ্যাত মহম্মদ কৌনাইন কুরেশি। দলীপের সেমিফাইনালে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল ধানবাদের ২৩ বছরের এই ক্রিকেটারের। বৃহস্পতিবার অপরাজিত শতরানে আগামীদিনে অলরাউন্ডার হওয়ার প্রত্যাশা তৈরি করে দিলেন কুরেশি (অপরাজিত ১১৬)। দ্বিতীয় ইনিংসে ২১২/৫ স্কোর নিয়ে পঞ্চম দিনে খেলতে নেমেছিল পূর্বাঞ্চল। প্রথম ইনিংসে ৩৭২ রানের লিড পেয়ে যাওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলকে ফলোঅন করানো তো দূর, এদিনও কোনও ঝুঁকির রাস্তায় হাঁটেননি ঈশান। ব্যাট করার সুযোগ দুই হাতে লুফে নেন কুরেশি। কুমার কুশাগ্র (৪৬) অর্ধশতরান মিস করেন। বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য সুদীপ ঘরামি (২) প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু কুরেশিকে টলানো যায়নি। অনুকূল রায়ের (৬৪) সঙ্গে ১৫০ রানের পার্টনারশিপে পূর্বাঞ্চলের লিড সামগ্রিকভাবে ৭৬০ রানে পৌঁছে দেন। কুরেশির শতরানের পর পূর্বাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮৮/৭ স্কোরে থাকার সময় দুই দলের সম্মতিতে দুপুর ২.১০ মিনিটে ম্যাচ ড্র ঘোষণা করে দেন আম্পায়াররা।

খেতাব নিশ্চিত হতেই মাঠে নাচে মেতে ওঠেন বৈভব সূর্যবংশীরা। গোটা দল একসঙ্গে হাডল করে। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ঝাড়খণ্ডকে নেতৃত্ব দিয়ে ট্রফি জিতিয়েছিলেন ঈশান। ফাইনালে শতরান করেছিলেন। এবার অধিনায়কোচিত পারফরমেন্সে দলীপে পূর্বাঞ্চলকে ট্রফি দিলেন ঈশান। গতবার মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল। এবারও ফাইনালে উঠে ট্রফি এল না দক্ষিণাঞ্চলের ঘরে। হতাশা থাকলেও ম্যাচের পর টিম ইন্ডিয়ার তারকা মহম্মদ সামিকে জড়িয়ে ধরেন দক্ষিণাঞ্চলের অধিনায়ক তিলক ভার্মা। সামিকে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০০ ম্যাচ খেলার জন্য অভিনন্দনও জানান তিনি।

জাতীয় দলে আর অটোমেটিক চয়েস নন সামি। যদিও মাইলস্টোন ম্যাচে জয়ে পর সামি বলেছেন, 'নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার মতো অনেক কারণ রয়েছে। এই পর্যায়ে এসে নিজে থেকেই উদ্বুদ্ধ হতে হয়। আমার চিন্তাভাবনা খুব পরিস্কার। যে পর্যায়েই খেলি না কেন, দলের জন্য সর্বস্ব দেওয়াই লক্ষ্য থাকে। প্রথম শ্রেণি ক্রিকেটে ১০০ নম্বর ম্যাচ খেললাম। সেটাও আবার দলীপের ফাইনালে। দলের জয় এল। দুর্দান্ত অনুভূতি।'

নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দিলেন সৌরভ

রীতেশের তোপে সিএবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : বেলার দিকে বিধানসভায় রাজ্যের অন্যতম বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারির আচমকা আক্রমণ। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার 'বিশ্বাসযোগ্যতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেওয়া।

আর সন্ধ্যায় সিএবি-তে সাংবাদিক সম্মেলন করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জবাব। সব মিলিয়ে ২৪ সেপ্টেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভার আগে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা সরগরম। এজিএমে শেষপর্যন্ত নির্বাচন হবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে সিএবি-র এজিএমের আসর জমে উঠেছে। শুরু হয়েছে চাপানউতোরের খেলা।

১৬ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। তার আগে শাসক-বিরোধী শিবিরের প্রার্থী নিয়ে চলছে তুমুল জল্পনা। এমন জল্পনার আবহেই বৃহস্পতিবার উত্তর কলকাতার কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ বিধানসভায় সাংবাদিকদের জানান, সিএবি-তে দুর্নীতি চলছে। নির্বাসিত ক্রিকেটারদের নাম থাকছে পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায়। কীভাবে এমনটা সম্ভব? প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের তরফে তদন্তের অনুরোধও করেছেন রীতেশ। রাজ্যের শাসকদলের বিধায়ক বলেছেন, 'সিএবি-তে কিছুই ঠিকমতো চলছে না। আমার মনে হয় সিএবি-র ব্যাপারে তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। সভাপতি হিসেবে সৌরভও এমন অব্যবস্থার দায় এড়াতে পারেন না।'

দুপুরের দিকে সিএবি-র বিদায়ি সচিব বাবলু কোলে রাজ্যের শাসকদলের বিধায়কের মন্তব্যের পালটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হননি। তাই পরিস্থিতি বুঝে সন্ধ্যায় আচমকা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকতে হয় মহারাজকে। যেখানে সিএবি সভাপতি বলেছেন, 'শেষ মরশুমের পারফরমেন্সের বিচারেই রোহিত যাদব, রবি কুমারদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। মনে রাখবেন, নির্বাসিত দুই

> সিএবি-তে কিছুই ঠিকমতো চলছে না। আমার মনে হয় সিএবি-র ব্যাপারে তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। সভাপতি হিসেবে সৌরভও এমন অব্যবস্থার দায় এড়াতে পারেন না।
>
> -রীতেশ তিওয়ারি
> *বিধায়ক, কাশীপুর-বেলগাছিয়া*
>
> আমার ভাবমূর্তি কেউ নষ্ট করতে পারবে না। স্পষ্ট বলছি, সিএবি-র উপর আমার ভাবমূর্তি নির্ভর করে না।
>
> -সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রিকেটারের বয়স ভাঁড়ানোর বিষয়টি প্রথমে সিএবি-রই নজরে এসেছিল। সেই অনুযায়ী ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পাশে আমরাও ওদের নির্বাসিত করেছি।' ক্রিকেটের ময়দানে বয়স ভাঁড়ানো একটা 'রোগে' পরিণত হয়েছে অনেকদিনই। মাসখানেক আগে বিসিসিআইয়ের তরফে আধার কার্ডের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তারপরই একাধিক ক্রিকেটারকে নির্বাসিত করেছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। আগামীদিনে আরও জোরদারভাবে বয়স ভাঁড়ানো রুখতে সিএবি আসরে নামবে, এমন কথাও শুনিয়েছেন সিএবি সভাপতি।

আগামীদিনে কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে বারবার নানা বিষয়ে কালিমালিপ্ত হচ্ছে সিএবি সভাপতির ভাবমূর্তিই। যদিও সৌরভ বিশ্বাস করেন, তাঁর ভাবমূর্তি কেউ নষ্ট করতে পারবেন না। মহারাজের কথায়, 'আমার ভাবমূর্তি কেউ নষ্ট করতে পারবে না। স্পষ্ট বলছি, সিএবি-র উপর আমার ভাবমূর্তি নির্ভর করে না।' মহারাজ যাই বলুন না কেন, সিএবি ও সভাপতি সৌরভকে নিয়ে নানা বিষয় নিয়মিতভাবে সামনে আসতে থাকায় বিতর্ক বেড়েই চলেছে। তার মধ্যেই আজ বাংলা ক্রিকেটের অন্দরে 'শাসক-বিরোধী' শিবিরের অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন সৌরভ। গতরাতে একটি ইউটিউব চ্যানেলে দাবি করা হয়েছে, সিএবি-তে টিকিট বণ্টন থেকে শুরু করে নানা বিষয় নিয়ে দুর্নীতি ছিল, রয়েছে। এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সৌরভ আজ সিএবি, বিসিসিআই ও আইসিসি-র নিয়মাবলির তালিকা সামনে এনেছেন। বলেছেন, 'যা হয়েছে, বোর্ড ও আইসিসি-র নির্দেশ মেনেই হয়েছে। জানি না কেন কিছু মানুষ সেটাকে নিয়ে অযথা জলঘোলা করতে চাইছেন।'

মহারাজের প্রতিটি কথায় স্পষ্ট, নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে সিএবি-তে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের।

আফগানিস্তান সিরিজ ও এশিয়ান গেমস

ফিট বুমরাহ, ছিটকে গেলেন হর্ষিত

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর : স্বস্তি ও চিন্তা। আসন্ন আফগানিস্তান সিরিজ ও চলতি মাসের এশিয়ান গেমসের জন্য ফিট হয়ে গিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহ। বুমবুম যদি স্বস্তি হয়ে থাকেন তাহলে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে চিন্তার নাম হর্ষিত রানা। কারণ হাঁটুর চোট না সারায় আফগানদের বিরুদ্ধে তিনটি টি২০ ও এশিয়ান গেমস থেকে ছিটকে গিয়েছেন এই পেস বোলার। অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি যে ফিট হয়ে উঠেছেন, সেই খবর আগেই জেনে গিয়েছিল ক্রিকেট মহল। এবার বুমরাহর ফিট হয়ে যাওয়া টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরকে অনেকটাই চিন্তামুক্ত করবে।

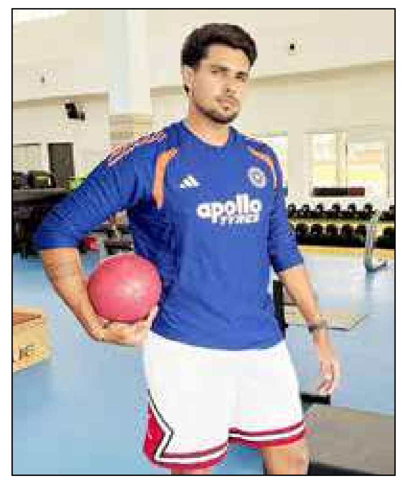

ফিটনেস টেস্টে পাশ করতে পারলেন না হর্ষিত।

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফিটনেস (সিওই) পরীক্ষায় পাশ করেছেন বুমরাহ। ফলে তাঁর খেলা নিয়ে আর কোনও সংশয় নেই। আফগানিস্তান সিরিজের স্কোয়াডে বুমরাহকে রাখা হলেও বোর্ডের চিকিৎসকদের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় ছিল ভারতীয় দল। সেই ছাড়পত্র বৃহস্পতিবার এসে গিয়েছে।

অন্যদিকে, টি২০ বিশ্বকাপের আগে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন হর্ষিত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি২০-তে ফের একই জায়গায় চোট পান তিনি। তারপর থেকে সিওই-তে রয়েছেন। বুমরাহর মতো হর্ষিতকেও আফগান সিরিজের দলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বিসিসিআই সূত্রে খবর, ফিটনেস টেস্টে পাশ করতে পারেননি হর্ষিত। যার ফলে তাঁর পরিবর্তে যশ ঠাকুর ডাক পেয়েছেন।

এদিকে, রবিবার নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারত-আফগানিস্তান প্রথম টি২০ নিয়ে জটিলতা কাটল। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, ব্রিকস সামিটের জন্য ম্যাচ অন্যত্র সরানো হতে পারে। কিন্তু দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার (ডিডিসিএ) তরফে জানানো হয়েছে, ম্যাচ পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রবিবার নয়াদিল্লিতেই হবে।

ইউএস ওপেনের শেষ চারে উঠে আলেকজান্ডার জেরেভ।

সেমিতে জেরেভ, সাবালেঙ্কা

নিউ ইয়র্ক, ১০ সেপ্টেম্বর : চলতি বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামেই সেমিফাইনালে উঠলেন বিশ্বের এক নম্বর তারকা আলেকজান্ডার জেরেভ। বুধবার রাতে তিনি ৬-২, ৭-৫, ৬-১ গেমে বোটিক ভ্যান ডি জ্যান্ডস্কালপকে উড়িয়ে ইউএস ওপেনের শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছেন। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে জেরেভের প্রতিপক্ষ কারেন খাচানভ।

এদিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসেও কোনও অঘটন ঘটেনি। সেমিফাইনালের টিকিট পেয়ে গিয়েছেন প্রথম চার বাছাই-আরিয়ানা সাবালেঙ্কা, এলিনা রাইবাকিনা, জেসিকা পেগুলা ও কোকো গফ। শেষ চারে সাবালেঙ্কার বিরুদ্ধে নামবেন পেগুলা। অন্য সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবেন রাইবাকিনা ও গফ। তবে ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হলেও শীর্ষস্থান হারানো নিশ্চিত সাবালেঙ্কার। ৯৯ সপ্তাহ পর তিনি এক নম্বর জায়গা থেকে সরতে চলেছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে কুইনওয়েন ঝ্যাংকে হারিয়ে শীর্ষস্থান পাকা করে ফেলেছেন রাইবাকিনা।

সাতাশের বিশ্বকাপ দেরি আছে : রোহিত

মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে রোহিত শর্মা। বৃহস্পতিবার।

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর : তাঁর অবসর নিয়ে মাঝে হাজারো জল্পনা তৈরি হয়েছিল। শোনা গিয়েছিল, ইংল্যান্ড সফরে লর্ডসে ওডিআইয়ের পরই রোহিত শর্মা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে পুরোপুরি বিদায় জানাবেন। কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি। সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় রোহিত রয়েছেন। বৃহস্পতিবার রোহিত স্বয়ং আগামী বছরের বিশ্বকাপ নিয়ে মুখ খুললেন।

এদিন মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে আগামী বিশ্বকাপ নিয়ে হিটম্যান বলেছেন, '২০২৭ সালের অক্টোবর আসতে অনেক দেরি আছে। বিশ্বকাপের আগে অনেক সময় রয়েছে এখনও। তখন ঠিক করব।' রোহিতের কথা থেকে স্পষ্ট, তিনি নিজেই এখনও নিশ্চিত নন। বিশ্বকাপ কাছাকাছি এলে তখন ঠিক করবেন, খেলবেন কি না। তবে ততদিন ভাবার কি সময় পাবেন রোহিত? বিশ্বকাপের একটি দল ভারতকে তৈরি রাখতে হবে। যদি রোহিত সত্যিই খেলতে চান, তা হলে তো তাঁকে আগেই সেই কথা জানাতে হবে।

রেকর্ড তাহিরের

গায়ানা, ১০ সেপ্টেম্বর : বয়স পৌঁছে গিয়েছে ৪৭-এ। যদিও স্কিলে এতটুকু মরচে ধরেনি ইমরান তাহিরের। বুধবার রাতে বয়স্কতম ক্রিকেটার হিসেবে টি২০-তে এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে রেকর্ডবুকে নাম তুললেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই প্রাক্তন লেগস্পিনার। তাহিরের (১৭/৫) দাপটে এদিন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স ৪ উইকেটে সেন্ট লুসিয়া কিংসকে হারিয়েছে। তাহিরের ভেলকিতে কিংস ১১৬ রানে গুটিয়ে যায়। জবাবে গায়ানা ১৮.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১২২ রান তুলে নেয়।

পাকিস্তানকে ১৯ গোল ভারতের

বেজিং, ১০ সেপ্টেম্বর : খেলার মাঠে পাকিস্তানের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। বাবর আজমরা ইংল্যান্ডে ভরাডুবি হচ্ছেন। মহিলাদের এশিয়া কাপ ক্রিকেটে হরমনপ্রীত কাউররা পাকিস্তানকে লজ্জায় ফেলেছেন। এবার মহিলাদের জুনিয়ার এশিয়া কাপ হকিতেও কোয়ার্টার ফাইনালে চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে গোলের বন্যায় ভাসাল ভারত। একতরফা খেলে ভারতের মেয়েরা ১৯-০ গোলে জয়লাভ করে। হ্যাটট্রিক করেন পূজা মালিক। জোড়া গোল রোশনি আইন্দ, সানিকা মানে, মধু সিদার ও সুপ্রিয়ার। ভারতের বাকি গোলগুলি পূজা সাহু, তনুশ্রী কাদু, সুখবীর কাউর, সীতা যাদব, অনুজা টোপ্পো, পূর্ণিমা টোপ্পো, কৃষ্ণা শর্মা ও বিনিমা ধানের।

বিধ্বংসী পিএসজি, হ্যাটট্রিক টোরেসের

প্যারিস ও লন্ডন, ১০ সেপ্টেম্বর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে প্যারিস সাঁ জাঁ। স্লোভান ব্রাতিস্লাভাকে আধডজন গোলে চূর্ণ করল গত দুইবারের চ্যাম্পিয়নরা।

স্লোভাকিয়ার ক্লাবটির বিরুদ্ধে পিএসজি যে সহজেই জয় ছিনিয়ে আনবে, তা নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। তবে যে দল ঘরোয়া লিগে প্রথম তিন ম্যাচের একটিতেও জিততে পারেনি, তারাই স্লোভান ব্রাতিস্লাভাকে ৬-১ গোলে হারাবে, এমনটাও বোধহয় প্রত্যাশা করেননি কেউ। পিএসজি-র এই জয়ের সৌজন্যে রয়েছে ফেরান টোরেসের হ্যাটট্রিক ও ওসমানে ডেম্বেলের জোড়া গোল। একটি গোল করেছেন ফ্যাবিয়ান রুইজ। এই হ্যাটট্রিকের সুবাদে পিএসজি-র প্রথম ফুটবলার হিসেবে ক্লাবের জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিষেকে তিন গোলের নজির গড়লেন তোরেস। জিতলেও উন্নতির অবকাশ রয়েছে বলে মত পিএসজি কোচ লুইস এনরিকের। বলেছেন, 'এই জয়ে একাধিক পজিটিভ দিক রয়েছে। পার্ক দ্য প্রিন্সেসের পরিবেশ অসাধারণ। ছেলেরা গোল করার বাড়তি তাগিদ দেখিয়েছে। দলের ফলাফলে আমি খুশি। তবে গোলটা না হজম করলে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতাম।' হ্যাটট্রিক করে ঘোরের মধ্যে রয়েছেন টোরেস। বলেছেন, 'স্বপ্নের মতো লাগছে। পিএসজি-র জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এটা আমার প্রথম ম্যাচ ছিল। সেখানে হ্যাটট্রিক করার অনুভূতি অবিশ্বাস্য।'

লিভারপুল ও আর্সেনালের জয়

হ্যাটট্রিকের পর উচ্ছ্বাস প্যারিস সাঁ জাঁ-র ফেরান টোরেসের।

ফলাফল

নাপোলি ০-১ আর্সেনাল
লিভারপুল ২-১ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
প্যারিস সাঁ জাঁ ৬-১ স্লোভান ব্রাতিস্লাভা
স্পোর্টিং লিসবন ৩-১ গালাতাসারে

অন্য ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে ২-১ গোলে হারালেও তিন পয়েন্ট ঘরে তুলতে যথেষ্ট ঘাম ঝরল লিভারপুলের। ১৭ মিনিটে মার্কাস লরেন্তের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল অ্যাটলেটিকো। ৪০ মিনিটে ওই গোল শোধ করেন ডমিনিক সোবোসলাই। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জয়সূচক গোল অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের। অন্যদিকে নাপোলিকে তাদেরই ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হারাল আর্সেনাল। গানারদের হয়ে একমাত্র গোল মার্টিন ওডেগার্ডের।

সিএসকে-র কোচের দৌড়ে বাদানি?

চেন্নাই, ১০ সেপ্টেম্বর : চেন্নাই সুপার কিংসের পরবর্তী কোচ কে? স্টিফেন ফ্লেমিং দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকেই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা দীনেশ কার্তিক, ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের নাম ভাসিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন খবর, সিএসকে-র কোচ হওয়ার দৌড়ে সবার আগে রয়েছেন হেমাঙ্গ বাদানি। রিপোর্টের মতে, মহেন্দ্র সিং ধোনি সিএসকে-র জন্য ভারতীয় কোচিং স্টাফ চাইছেন। যার ফলে পাল্লা ভারী বাদানির। অতীতে বাদানি দিল্লি ক্যাপিটালসে সহকারী কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, বাদানির সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইছে সিএসকে ম্যানেজমেন্ট।

স্প্যানিশ ক্লাব কেনার পথে মেসি

ভ্যালেন্সিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর : স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব সিডি এলদেনসে-র ১০০ শতাংশ শেয়ার কিনতে চলেছেন লিওনেল মেসি। ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি প্রায় পাকা। শেষ মুহূর্তের আইনি বোঝাপড়া চলছে। ৪ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় ২০তম স্থানে রয়েছে এলদেনসে। তবে মেসির মালিকানায় আর্থিক অবস্থার পাশাপাশি মাঠের পারফরমেন্সও ভালো করতে মরিয়া ক্লাবটি। এর আগে চলতি বছরের এপ্রিলে পঞ্চম ডিভিশনে খেলা বার্সেলোনার ক্লাব ইউসি কর্নেয়ার শেয়ার কিনেছিলেন মেসি।

তারুণ্যে আস্থা ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার কলকাতা ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বে অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব। খেতাবি দৌড়ে তরুণ ব্রিগেডের ওপরই আস্থা রাখছে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট।

একঝাঁক অনামী ফুটবলার নিয়ে গ্রুপ পর্বে অপরাজেয় দৌড় শেষ করেছে ইস্টবেঙ্গল। তাদের নিয়েই সুপার সিক্সে আবার শূন্য থেকে শুরুর চ্যালেঞ্জ। গ্রুপের শেষ ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে লাল-হলুদের যে দল খেলেছিল, তাদের নিয়েই খেতাব জয়ের অঙ্ক কষছেন কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাস। শক্তিশালী সবুজ-মেরুনকে রুখে দেওয়ার পর এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী উত্তম হাঁসদা, মহম্মদ বিলালরা। সুপার সিক্সে কম। এদিকে, বৃহস্পতিবারই ভারতে আসার ভিসা পেয়ে গেলেন লাল-হলুদের আইভরিয়ান স্ট্রাইকার আকে আর্নাউদ লোবা। ১৩ সেপ্টেম্বর এএফসি ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের। তার আগেই কলকাতায় পা রাখতে

আজ সুপার সিক্স শুরু লাল-হলুদের

মনোতোষ মাঝিকে সম্ভবত পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। ইউনাইটেড ম্যাচে তাঁর জায়গায় শুরু করতে পারেন বড় ম্যাচের নায়ক বিলাল। এছাড়া প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা পারেন তিনি।

শুক্রবার লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বে অভিযান শুরু করছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবও। তাদের সামনে ভবনীপুর এফসি।

পাঁচ গোলে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড শুরু বাগানের

গোলের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সাহাল আবদুল সামাদের। ছবি : ডি মণ্ডল

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৫
(মনবীর-২, সাহাল, সন্দীপ, কিয়ান)
কোল ইন্ডিয়া-১ (ইরফান)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : প্রথম ম্যাচেই পাঁচ গোল। কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে দাপুটে সূচনা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

স্কোরলাইন বলছে ম্যাচের ফলাফল ৫-১। কিন্তু স্কোরলাইন ৭-১ কিংবা ৮-১ হলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। প্রতিপক্ষ কোল ইন্ডিয়া দলে বেশ কয়েকজন ফুটবলার ছিল না। তারপরেও গোলসংখ্যা বাড়েনি মনবীর সিংদের সুযোগ নষ্টের বহরে।

মোহনবাগানের পাঁচটি গোলই প্রথমার্ধে। জোড়া গোল করেন মনবীর। ২১ মিনিটে প্রথম গোলটা করেন সাহাল আব্দুল সামাদের পাস থেকে। ৪৪ মিনিটে মনবীর নিজের দ্বিতীয় গোলটা করলেন পেনাল্টি থেকে। এছাড়া বাগানের হয়ে স্কোরশিটে নাম তোলেন সাহাল, কিয়ান নাসিরি ও সন্দীপ মালিক। ৭৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে কোল ইন্ডিয়ার একটি গোল শোধ করেন ইরফান।

ম্যাচ জিতলেও সুযোগ নষ্টের বহর চিন্তায় রাখবে মোহনবাগানকে। লিস্টন কোলাসো কলকাতা লিগের দলেও বেমানান। এদিন অবশ্য ৩২ মিনিটে পায়ে টান ধরায় মাঠ ছাড়েন তিনি। তাঁর আগে বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করলেন । ম্যাচে বেশ কয়েকবার শুভাশিসকে যেভাবে মাটি ধরালেন কোল ইন্ডিয়ার সায়ন রায়রা, তাতে বাগান অধিনায়কের খেলায় বয়সের ছাপটা স্পষ্ট। মনবীর গোল পেলেও একাধিক সুযোগ নষ্ট করেছেন। তবে এদিন কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে বাগানের বড় জয় খানিকটা হলেও রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের।

স্পিনারদের হাত ধরে ফাইনালে ভারত

৩ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশকে ভাঙলেন দীপ্তি শর্মা।

ভারত-১৪৯/৬
বাংলাদেশ-১০৯/৭
(ভারত ৪০ রানে জয়ী)

দুবাই, ১০ সেপ্টেম্বর : মহিলাদের চলতি এশিয়া কাপে গ্রুপপর্বে ছড়ি ঘুরিয়ে শেষ চারের টিকিট পাকা করেছে ভারত। যার মধ্যে রয়েছে মর্যাদার ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশাল জয়। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশকে ৪০ রানে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেল হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড। এদিন সেমিফাইনালে ভারতের জয়ের প্রধান কারিগর দুই স্পিনার-দীপ্তি শর্মা (২৬/৩) ও নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি (১৪/১)। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের মন্থর পিচে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ভারতের শুরুটা ভালো হয়নি। দ্বিতীয় ওভারে ফিরে যান তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা (২)। এরপর প্রতীকা রাওয়ালকে (২০) নিয়ে খেলা ধরেন শেফালি। তাদের ৫০ রানের পার্টনারশিপ ভারতীয় ইনিংসকে ট্র্যাকে রেখেছিল। শেফালিরা পাওয়ার প্লে-তে দেখেশুনে ব্যাটিং করেন। যার ফলে প্রথম ৬ ওভারে ভারতের আসে ৪৫ রান। প্রতীকা ফিরলেও শেফালি একটা দিক ধরে রেখেছিলেন। পাওয়ার প্লে-র পরই কিছুটা আক্রমণাত্মক হন শেফালি। ১৪ নম্বর ওভারে তাঁকে তুলে নেন সুলতানা খাতুন (৩০/২)। জোড়া ছক্কায় শুরুর পরও ২১ রানে আটকে যান শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। হরমনপ্রীত (অপরাজিত ২৪), দীপ্তিদের (১৩) সৌজন্যে ভারত ১৪৯/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়।

রানতাড়ায় নেমে দুই পেসার ক্রান্তি গৌড় ও নন্দনী শর্মাকে (২০/২) ভালোই সামলেছিলেন বাংলাদেশের ওপেনাররা। কিন্তু দীপ্তি, শ্রী চরণি বল হাতে নিতেই খেলা ঘুরে যায়। দ্রুততম ভারতীয় হিসেবে মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে ৫০ উইকেট হয়ে গেল শ্রী চরণির (২৯ ম্যাচে)। ২৫/১ থেকে ৮৩/৬ হয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশ আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি। শেষপর্যন্ত তারা ১০৯/৭ স্কোরে আটকে যায়।

উইকেট নিয়ে উল্লাস ইংল্যান্ডের অলি রবিনসনের।

চাপে পাকিস্তান

বার্মিংহাম, ১০ সেপ্টেম্বর : গতকাল 'নিউ লুক' পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের কঙ্কালসার চেহারা ফের একবার সামনে চলে এসেছিল। বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে আরও চাপে পড়ে গেল বাবর আজম ব্রিগেড। ১৫৬/৪ স্কোর থেকে শুরু করে এদিন ইংল্যান্ড ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যান হ্যারি ব্রুক (৭৫) ও ড্যান লরেন্স (৬৫)। লরেন্সের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট না হলে ব্রুক ইনিংস লম্বা করতে পারতেন। শেষদিকে জেমি স্মিথ (৬৯), অলি রবিনসন (৫০) অর্ধশতরান করায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪৫৩ রানে। ৩২০ রানে পিছিয়ে থেকে খেলতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের স্কোর ৫২/২। ক্রিজে আজান আওয়াইস (২৯) ও শান মাসুদ (২১)।

এদিকে, টেস্ট স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে ৭ বছর পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলতে চলেছেন পাকিস্তানের তারকা পেসার শাহিন শা আফ্রিদি। তিনি প্রেসিডেন্টস ট্রফি গ্রেড ওয়ান টুর্নামেন্টে খান রিসার্চ ল্যাবোরেটরি দলের হয়ে নামবেন।

নিরুপম বর্মন ও অরিত্র চট্টোপাধ্যায়।

ফাইনালে হিডেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি আয়োজিত শান্তিপ্রিয় গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে ফাইনালে উঠল হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৩-০ গোলে উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে গোল করে আশিস মুর্মু, দীপ বাড়ুই ও ম্যাচের সেরা দেবজিৎ দে।

ম্যাচের সেরা দেবজিৎ দে।

সেরা শুভজিৎ

বাগডোগরা, ১০ সেপ্টেম্বর : রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবসে আয়োজিত ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বাগডোগরা শুভজিৎ ইলেভেন। ফয়রানিজোত জয়নাথ সিংহ মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে খাপরাইলের প্রয়াস এন্টারপ্রাইজকে হারিয়েছে।

ক্রিকেট ট্রায়ালে নিরুপম, অরিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : বাংলার অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেট দলের ট্রায়ালে শিলিগুড়ির দুইজন ডাক পেল। তারা হল নিরুপম বর্মন ও অরিত্র চট্টোপাধ্যায়। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে দুইজনকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

গৌরচন্দ্র ট্রফি ব্যাডমিন্টন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের গৌরচন্দ্র কুণ্ডু ট্রফি আন্তঃ কলেজ তিনদিনের ব্যাডমিন্টন বৃহস্পতিবার শুরু হল।

ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুদীপ বসু জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগে ২০টি কলেজ অংশ নিয়েছে। পুরুষদের সিঙ্গলসে খেলবেন ৬৩ জন। মহিলাদের সিঙ্গলসে ৫১ জন অংশ নিয়েছেন।